উৎসর্গঃ—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের

পূত স্মৃতির উদ্দেশে।

প্রেমর !

তুমি জীবনে সর্ব্বকার্য্যের মধ্যে চেয়েছিলে—তোমার বাঙ্‌লার পল্লীসংস্কার।

তোমার তৈরী সারা বাঙ্‌লা, আজ হাহাকারে লুটিয়ে রয়েছে,—তোমারই অভাবে! কিন্তু পল্লী তোমার আজও অন্ধ !

হে স্বর্গবাসি !

স্বর্গীয় তেজে পল্লীর অন্ধকার ঘুচিয়ে দাও ! তোমার পরাণ-বাঞ্ছিত বাঙ্‌লার অধঃপতিত পল্লীর বুকে বুকে শ্যামলতা ফিরে আসুক ! তোমার অভয় উদাত্ত মন্ত্রের মোহন মহিমায়, অভিশপ্ত -পল্লীর ঘরে ঘরে, তোমারই নামের অভয়-পাঞ্চজন্য বেজে উঠুক !...

হে বিরাট ! হে দাতা !—আশীষ দাও ! প্রাণ দাও! জীবন দাও !...উপায় দাও !

দোল পূর্ণিমা—ফাল্গুন ১৩৩২।
চিত্তমোহিনী লাইব্রেরী,
সাটুই (মুর্শিদাবাদ)।

স্মৃতি-পূজারী—
ব্যোমকেশ।

রূপসী

-এক-

ভা—রি আড্ডা জমে গেছলো।

ভালুইপাড়ার বাজারটার মাঝখানে, মস্ত বড় ধাড়ী অশথ্ গাছটার পাশে দাশু ময়রার সন্দেশের দোকান, আর দোকানেরই ডানদিকের একখানি চালায়, চব্বিশ ঘন্টার ভেতর ষোল ঘন্টা আড্ডা চলে—গাঁয়ের কুড়ি হতে সুরু করে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের কি পঞ্চাশের যুবা আর বুড়োয় মিলে।

—এখানে সবাই সমান। যার গোঁফ্ গজায়নি সে-ও হুঁকোয় শেটান দিয়ে, যার গোঁফ্ পেকে শন্ হয়ে গেছে তার হাতে দিয়ে বলে, "ও খুড়ো!" …আবার খুড়ো কাসি আর হাঁ'চর তাড়া খেতে খেতে আর একজন অল্প গোঁফ্ দাড়ী গজানোর হাতে হুঁকো দিয়ে বলে "নো নাতি!"

একজন বিন্তি খেলায় রঙ্ হাঁকে—ইস্কাপন! আর একজন অল্পদূরে ছ'ছর আগেকার ভাঙা যাত্রার দলের দরুণ তেল-পাকা হারমোনিয়মটায় লা করে গায়—ও আমার প্রেমের বৃন্দাবন!

ক'লকাতায় একটি রাতের থিয়েটার দেখা কোন গিন্নিকর্ত্তা রোয়াকে পা ঝুলিয়ে ব'সে দু ধারের পাছায় তাল দিতে দিতে সুর ভাঁজেন—ও গো! তোরা কে যাবি পারে?···আবার তার পাশে আর দুটি টক্ টকে টাকওয়ালা সিপাহীযুদ্ধের আমলকার ঠাকুরদাদা ব'সে ব'সে হাঁকেন—কি-স্তী!···

এই রকম ধরণের আড্ডা বারোমেসে। এর আর কামাই নেই। কিন্তু দাশু তার দোকান নিয়েই মেতে থাকে। এই আড্ডাটির কৃপায় তার যে ভাবীকালে কতখানি পুরস্কার পাওনা আছে, তার হিসাব কিন্তু সে দেখেনা, তবু একসের রসগোল্লার খদ্দের দাঁড় করিয়ে রেখে সে বুড়ো ঠাকুরদার তামাকের যোগান দেয়।

···আজ সকাল থেকে বেলা দশটা অবধি হাজার চেষ্টাতেও খুড়া-ভাইপো-দাদা-ভাই-নাতি-ঠাকুরদার দল মিলে দৈনিক আমোদটকে ঠিক জমাটি করে তুল্‌তে পারছিল না।···দাশুর পরিবারের অসুখ··· শক্ত বেয়ারাম! কিন্তু এই বেয়ারামের জন্যে দলের চৌদ্দ আনার ভাগ একটুও ভাবনা ভাবেনি, তবে আড্ডা না জমার একটা কারণ—দাশু তার পরিবারের কাছ ছেড়ে, ঘন ঘন তামাক দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারছিল না।

বেচারা নিঃসন্তান চল্লিশ বছরের আধ্‌বুড়ো চিরকাল দোকান ক'রে কাটালে, কিন্তু 'ক' 'খ' লিখ্‌তে শিখ্‌লে না।··বোকার বাড়া! কেবল গিন্নীর পাকা বুদ্ধির জোরে এখনও এই আড্ডার হাত থেকে দোকানটাকে বাঁচিয়ে খাড়া রেখেছে—এক পয়সাও ধারে জিনিষ না ছেড়ে।

আজ মাঝ দরিয়ায় নৌকোর হাল ছেড়ে দিয়ে গিন্নী যদি চক্ষু বোজে

তা হ'লে দাশুর চারদিকে "সামাল্ সামাল্" বলবারও লোক থাকবে না!
...তরী তো ডুব্‌বেই!

...আড্ডা ভেঙে যে যার ঘরে চ'লে গেছে। কেবল টৌট্‌কা গাছ গাছড়ার পাকা ওস্তাদ্ গোষ্ঠ অধিকারী তখনও ব'সে ছিল, বোধহয় রোগীর সংশয়াপন্ন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থার দরকারে!

কিন্তু অন্য ব্যবস্থার দরকার হ'ল না! আধঘণ্টার ভেতর দাশুর পরিণামটাকে একবার ও না ভেবে, তার পরিবার দোকান আর দাশুর মায়াতে বদ্ধ রইলো না সে চলে গেল।

...গোষ্ঠ অধিকারী তখনও ব'সে। দাশুকে লোক ডাকতে ব'লে সে দোকানেরই বড় গামলাটার ভেতর থেকে গোটা দশেক সন্দেশ নিয়ে পিত্তি রক্ষে করলে।

* * * যখন দিন যায় রাত আসে, চাঁদ ডোবে, সূর্য্য, হাসে, তখন জগতে অ-চল হ'য়ে কিছুই প'ড়ে থাকে না। দাশুর পরিবার গেল, কিন্তু তার একেবারে অ-চল হওয়ার ভয় হ'ল না। মোটা বুদ্ধি আর সহজ মনটাতে দাশু ঘোর প্যাঁচ ব'লে কাকেও চিন্‌তোনা। গোষ্ঠ অধিকারী পরমবন্ধু সেজে দাশুর খাতাপত্র দেখার আর পরামর্শ দেওয়ার ভারটা নিজের পাকা মাথায় তুলে নিলে। আড্ডার লোকে, এবং যারা আড্ডায় মিশ্‌তোনা এমন লোকেও, হাসলে; মনে মনে ব'ললে—"বেটা ময়রা এবারে ডুব্‌লো! মেয়েটা ধড়িবাজ ছিল, এতদিন গোষ্ঠ অধিকারীকে আমল দেয়নি!"

কিন্তু গোষ্ঠ মাস দুয়ের মধ্যে দাশুকে পরামর্শ দিয়ে দোকানটাকে এমনি জমজমা করে ফেললে যে, পাঁচ সাত খানা গাঁয়ের মধ্যে অতবড় কারবার অপর কারও রইলোনা। দাশুর দোকানে বিলাতবাকী

ছিল না, এতদিনে বড় কারবার হওয়ায়, গোষ্ঠ অধিকারী নজির দেখালে—"এখন ধারে ধোরে জিনিস না ছাড়লে ব্যবসার জমাটি আসবেনা।"

...দাশুর দোকান চলে, দোকানের লাগা আড্ডাও চলে, কিন্তু তার মনের ছেঁদা জায়গাটার ফাঁক ঘুচেনা! কেবলই স্ত্রীকে মনে পড়ে—খেতে, শুতে, ভাব্‌তে · সকল সময়েই!

.. কার্ত্তিকের শেষ—অঘ্রাণ আসি আসি করছে; শীতেরও পড়ি-পড়ি ভাব। একদিন রাতের বেলায় আড্ডার লোকের খেয়াল চাপ্‌লো—একটা ভোজের ব্যবস্থা করলে মন্দ হয়না।...আর দেরী সইলো না। বেশী রাত্তিরে দীনু বাগ্দীর ছেলের জন্যে মা-কালীর কাছে মানত করা পাঁঠাটিকে ঘর থেকে চার পাঁচজন মিলে চুরি করে আনলে। দাশুর দোকানের বাঁ দিকের উঁচু জায়গায় মা-কালীর মানত শেষ ক'রে, দলের লোকেরা প্রায় আট ন সের ওজন করা মাংস যখন কড়ায় চাপালে, দাশুর চোখ্‌ দুটো তখন সজল হ'তে বাকী রইলনা।...মা-কালীর মুখের আহার!...অলক্ষ্যে দাশুর বুকখানা দুলে উঠ্‌লো...মা! রক্ষে কর!...যাক্‌ মা রক্ষে করুন, আর না করুন, কিন্তু ভোজ শেষ হ'ল—সকলকার কণ্ঠায় কণ্ঠায় হ'য়ে।

...পরের দিন গোষ্ঠ অধিকারী তার গাছ গাছড়ার পুঁট্‌লিটা নিয়ে বাগ্দী পাড়ায় রোগী দেখ্‌তে গিয়ে কথায় কথায় ঘটনাটুকু প্রকাশ করে ব'ললে—"দেখিস্‌ বাবু! আমার নাম যেন না হয়।" অথচ তারও কণ্ঠায় কণ্ঠায় হ'তে বাকী ছিলনা।

দীনুবাগ্দী হঠাৎ রাগ সাম্‌লাতে পারলে না। দোকানে এসে দাশুকে চোখ্‌ রাঙিয়ে ব'ললে—"দেখ ময়রার পো! ঘরের লক্ষী

চ'লে গেছে, তাই তোমার এত সাহস! নইলে সাধ্যি কি যে মায়ের খোরাক্ চুরি করে খাও?…পাঁচ ভূতে—গাঁয়ের ভদ্দর লোকের দলে তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে—"

দাশুর মনটা আঁতকে উঠ্‌লো! চুপ করে মিনিটখানেক ভাব্‌লে, তার পর সুমুখের বাক্সটা খুলে পাঁচটি টাকা বের ক'রে দীনুর হাতে দিয়ে ব'ললে "মায়ের ভোগের পাঁঠা কিনে নিয়ো দীনু ভাই!"…ব'লেই একবার চার দিকে চাইলে…আড্ডায় তথনও কেউ জমে নি!

দীনু কতকটা শান্ত হ'য়ে ব'ললে—"হা-ঘরে হতচ্ছাড়ার মতন থেক'না দাশুদা! দেখে শুনে আবার লক্ষ্মীঠাক্‌রুণ ঘরে আনো।… পরের ভরসা, আর নদীর কিনারে চাষ, দুটোকেই বিশ্বেস নেই! তোমার আর বয়েস কি?"

দাশু ভাবলে। তার তাজা পত্নী শোকটার উপর একপর্দ্দা ঢাকা প'ড়ে আসছিল। নিজের দেহটার এদিক ওদিক চেয়ে দীনুর কথা মনে হ'ল—বয়েস আমার এতই কি বেশী?…

সন্ধ্যেয় আড্ডা ভেঙে গেলে গোষ্ঠ অধিকারী জমা খরচের খাতা মেল ক'রতে ক'রতে ব'ললে—"দাশুদা! ভাবছি—তোমায় কেমন ক'রে বলি, কিন্তু ভেবে ভেবে দিন খুইয়ে লাভ নেই। আমি মেয়ে দেখ্‌ছি, তুমি ফের বিয়ে কর। নইলে নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে আর ভাতের হাঁড়ি তুলে ভাত খেয়ে বেশী দিন চ'লবে না।…হাজার হোক্ পুরুষ তো?"

দাশু হাঁ-না কোন কথাই কইলে না। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে গোষ্ঠর দিকে চেয়ে রইলো।

গোষ্ঠ ব'ললে—"কি বল?…কাল থেকে খোঁজ করি? বয়স্থা পাত্রী, রূপসী।…"

দাশু ক'ল্‌কেটায় তামাক ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে জবাব দিলে "এই বয়েসে আবার নতুন করে—"

"এই বয়েস এই বয়েস করছো—কি এমন বয়েস ? লোকে খাবি খেতে খেতে বিয়ে করে।···তোমার ত সবে চল্লিশ বিয়াল্লিশ !"

দাশুর সত্য সত্যই ফাঁকা ঠেক্‌ছিল। বাড়ী ঘর বিষ হ'য়ে উঠ্‌ছিল ; ব'ললে "তবে যা ভাল হয় কর ! তোমার চেয়ে তো আমার বুদ্ধি নেই কিছু ?"

···গোষ্ঠ ধারে বিক্রীর অঙ্কটায় যোগ দিয়ে ব'ললে—"আজ ধার নিয়ে, ৯১৷৵১২৷৷ বিক্রী !"

দাশু জিজ্ঞাসা করলে "নগদ কত ?"

গোষ্ঠ আর একবার খাতায় চোখ্‌ বুলিয়ে ব'ললে "১১৷৵১২৷৷, বাকী ধার।"

হঠাৎ মৃতা পত্নীর উপদেশ মনে আসতেই দাশু ব'ললে—"ধারটা বড্ড বেশী হচ্ছে দা-ঠাকুর ! ·· নগদ বিক্রী অনেকখানি কমে গেছে।"

···ইদানি, লেখাপড়ার কাজ করতে একজন মুহুরী রাখা হয়েছিল। সে ব'লে উঠ্‌লো—"পাইকেরী বেচাকেনায় ধার বেশী হয়,···দোকানটাতো আর যেমন তেমন হয় নি ?"

দাশু কথা কইলে না। মনে মনে ভাবলে—"তাই হয়তো বটে !"

···তার পর দিনই গাঁয়ে ঢি ঢি প'ড়ে গেল—দাশু ময়রা বুড়ো বয়েসে বিয়ে করছে !···কিন্তু আড্ডার লোকেরা একটা নূতন কিছুর হুজুগ পেয়ে কোমড়ে কাপড় বাঁধ্‌লে'—বিয়ে হ'তেই হবে !...দাশু তার সারা দেহ মন এলিয়ে দিয়ে এই হুজুগটার শেষ ফলটুকু কতদুরে গড়ায় তারই অপেক্ষায় রইলো !

সবার চেয়ে মাথায় বেশী ভার প'ড়েছিল গোষ্ঠ অধিকারীর। অধিকারী বামুনের ছেলে হ'লে কি হয়, ক'বরিজা করা ছাড়াও তার অপর একটা কাজ ছিল—গাঁয়ের ছেলেদের মস্তক চর্ব্বণ করা !...গোষ্ঠ পাঠশালা খুলেছিল ! পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে যে তুঘণ্টা ছেলেদের নিয়ে পাঠশাল চ'লতো, দাশুর বিয়ের হাঙ্গামায় আর সেটুকুও সময় হচ্ছিল না।

..যাক্...শুভ দিনে সাত আট ক্রোশ দূরের এক মা বাপ হারা মামার গলায়-লাগা অনাথা চতুর্দ্দশী দাশুর নিভন্ত প্রদীপে স'ল্তে যোগাতে, গোষ্ঠ অধিকারীর মার্ফতে শুভ পদার্পণ করলে !...নাম তার রূপসী।

...গোষ্ঠ ব'ললে "কেমন দাশুদা ! খুসী হ'লে তো ? যেমনটি মানায় তেমনিটি এনে দিলুম। ..গোষ্ঠ, রূপসীর মামার হাত থেকে কিছু আদায় করতেও ছাড়েনি।

দাশু সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে গোষ্ঠ অধিকারীর পাদমূলে লুটিয়ে পড়লো।— "আশীর্ব্বাদ কর দা ঠাকুর !"...

...আড্ডার লোকে বোম্-পট্‌কা ফোটালে, টিন্ বাজালে, আর দোকানের সন্দেশ গুলোর একটুক্‌রোও রাখ্‌লে না।

...সেয়ানা বউ রূপসীকে ঠাট্টার ছলে কেউ কেউ এমন কতকগুলো কথা ব'ললে যাতে বিয়ের ক'নে হলেও রূপসীর রাগ সামলানো দায় হ'য়ে উঠ্‌লো।...বুড়ো হ'তে ছোড়া অবধি সবারই এক কথা— "দাশুদার কপাল দেখে হিংসে হচ্ছে !...রূপসী না উর্ব্বশী চেন্‌বার যো নেই !"

শাশুড়ী ননদ শূন্য শ্বশুর ঘরে একলা পড়ে বেচারী রূপসীর এই পুরুষের মুখের একঘেয়ে খোসামুদী বুলি বরদাস্ত হচ্ছিল না। কিন্তু দাশু

নির্ব্বিকার! সে পত্নীর উদ্দেশে এই সব কথা শোনে, আর হাসে। মাঝে মাঝে বলে—"আশীর্ব্বাদ কর তোমরা, যেন বেঁচে থাকে।"

রূপসী শুনে' কখনো রাগ করে, কখনো বা একলা ঘরে হেসে লুটো পুটি খায়!

—দুই—

দু মাস, তার পর তিনমাস,—চার মাস,—একবছরই কেটে গেল। এরই মধ্যে রূপসী দাশুর মনটাকে আদরে সোহাগে এমন করে ভরিয়ে তুললে যে—কাঁচা পাকা চুলে তার চিরুণী উঠ্‌তেও দেরী সইলো না। সাত বছর হ'তে কামিয়ে ফেলা গোঁফ জোড়া আবার নূতন করে গজাতে সুরু করলে।

রূপসী রান্না করে যা, দাশুর মুখ থেকে ছাড়ে না। রূপসী এমনি পান সাজে যে দাশুর দিনের মধ্যে চার পয়সার পান খরচ হয়।...এমনি এমনি কতই নূতন রকম হ'তে আর নূতন রকম দেখ্‌তে, তার এত দিন-কার কাঙাল মনটা কেবলই নেচে উঠে!

আড্ডা তেমনি জোরে চ'লছিল বটে, তবে দাশুর হাতে সাজা তামাকটুকু আর সবার ভাগ্যে জুটে উঠে না। কিন্তু আড্ডা ধারীরা কেউ কেউ বেজায় টেঁক্ সই!...নিজের হাতেই যা হয় ব্যবস্থা করে।

…বোশেখ মাসের মাঝামাঝিতে এক দিন কাল-বোশেখীর আক্রমনটা এতই জোরে হ'ল যে, বিকেল থেকে দোকানপাট সব বন্ধ হ'য়ে গেল। দাশুর দোকানের মুহুরীও বাড়ী চ'লে গেছ্‌লো।

ঘরের মধ্যে খাটের উপর ব'সে দাশু ডাবা হুঁকোয় তামাক টানছিল আর রূপসী চার দিক্ খুঁজে পেতে উনুন ধরাবার যোগাড় দেখছিল, কারণ বৃষ্টিতে ঘুঁটে গুলো সব ভিজে গেছে!

দাশু ডাকলে—"রূপসী! রান্না থাক্ এবেলায়, দোকান থেকে খাবার যা আছে দেখে শুনে নিয়ে এস।"

বাড়ী আর দোকান লাগালাগি। অন্দর দিয়েও দোকানে যাওয়া চলে।

রূপসী ঘরে এসে জবাব দিলে—"দোকানের মিষ্টি আমার সহ্য হবে না। ভাত ডাল চা-ই।" তার পর দাশুর হাতের ডাবা হুঁকোটা লক্ষ্য করে ব'ললে—"আচ্ছা ধন থাবে কে? কার জন্যে জমাচ্ছো? ঐ তেলো হুঁকোটায় তামাক খেয়ে সুখ হয়?"

দাশু রূপসীর দেহটার পানে এতখানি মুগ্ধ হ'য়ে তাকালে যে, রূপসী না হেসে থাক্‌তে পারলে না। ব'ললে—"কি—আধা ছানার মণ্ডা পেলে বুঝি? অমনিতর তাকাচ্ছো যে?… আচ্ছা এই বাদলা রাতে তোমায় যদি খুব মজার একটা জিনিস দিই,…কি বক্‌সিস দেবে বল?"

দাশুর ভেতরটুকু কেবলই দুলে উঠ্‌ছিল—জ'লো হাওয়ার তাল-বেতালে! ব'ললে—"যা চাইবে,…একবারও 'না' ব'লবো না।"

রূপসী ব'ললে—"আচ্ছা আগে তোমায় জিনিস দিই, তার পর বক্‌সিস চাইবো।" ব'লে বড় কাঠের সিন্দুকটার ভেতর থেকে একটা

রূপোর গড়গড়া আর চার হাত লম্বা একটা নট্‌কা বের করে দাশুর সুমুখে ধরে ব'ললে—"দেখেছ ?"

দাশু লুফে নেওয়ার মত ক'রে হাত বাড়ালে।

রূপসী ব'ললে—"বা—রে! জল পূরে তামাক সেজে আনি, তবে তো? আমি বাবু কাঁচা কাজ জানিনে। বক্‌সিস নেব এমনি এমনি ফাঁকি দিয়ে বুঝি ?"

··গড়গড়ায় জল ভরে নূতন করে তামাক সেজে, রূপসী খাটের নীচে রেখে দিয়ে, নলটা দাশুর হাতে তুলে দিলে, তার পর নিজের হাত দুটো তার সুমুখে ধরে ব'ললে—"দাও···কি দেবে ?"

দাশু দুর্ভিক্ষের পেটুকের মত হাঁ করে রূপসীর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো। তার পর নলটায় জোরে জোরে টান দিয়ে ব'ললে—"হুকুম কর···যা নেবে ?"

রূপসীর মুখখানা অসাধারণ গম্ভীর হয়ে উঠ্‌লো। ব'ললে—"সত্যি কথা···ঠিক দেবে তো ?"

"হ্যাঁ।"

"ঠি-ই-ক্ ?"

"ঠিক্।"

"তোমার গোষ্ঠ দা-ঠাকুর-মশায়ের টেকো মাথাটায় আমার চাঁটি মারবার সাধ হ'য়েছে। দেবে—তার ব্যবস্থা করে? মাইরি ভারি ইচ্ছে করে!···কেমন তেল্ তেলে—গোল—গাল—"

দাশু দাঁতে জিভ্ কেটে বললে—"রাম! রাম! ব্রাহ্মণ কলির সাক্ষাৎ দেবতা!···ওকথা ব'লো না রূপসী! তা ছাড়া দা-ঠাকুর আমাদের কত আপনার তা জানো ?"



রূপসী নলটা দাশুর হাতে তুলে দিলে, তারপর নিজের হাত দুটো তার সুমুখে ধরে ব'লেল—দাও...

"আহা জানি বলেই তো তোমার আড্ডায় এত লোক থাকতে আপনার জনটিকেই পছন্দ করলুম? পরে কে কত ঝক্কি সইবে বল?"

দাশু চুপ করে রইলো। রূপসী বললে—"কথা দিয়ে কথা রাখতে জানো না, কেবল ব'লে বেড়াও—তুমি যা চাইবে তাই দেব।"

দাশু রূপসীর হাতখানা চেপে ধরে ব'ললে—"রাগ করোনা! দা-ঠাকুরের ওপর আমার খুব ভক্তি, সে তো তুমি জানোই?"

"আর তোমার ওপর আমার ভক্তিটা বুঝি তার চাইতে দু আনা কম...না? এতকাল দোকানদারী করলে কি ঘাস খেয়ে? ভাগ্যিস্ দিদির মতন মেয়ের হাতে পড়েছিলে, তাই টিকে গেছ।"

দাশু আনমনা হ'য়েই আবার সাম্‌লে নিলে। জিজ্ঞাসা করলে "হঠাৎ ঝাঁ করে, গড়গড়াটা আনলে কোত্থেকে?"

"কেন সহর থেকে কিনে আনিয়েছি।"

"টাকা?"

রূপসী কপট মিনতির সুরে বললে,—"ভয়ে ব'লবো না নির্ভয়ে?"

দাশু হাসতে হাসতে ব'ললে "নির্ভয়ে।"

"দোকানের হাতবাক্স থেকে চুরি করেছিলুম। তখন কেউ ছিল না।"

দাশু ঈষৎ গম্ভীর হ'ল। বললে,—"আর নিয়ো না। দা-ঠাকুর জানতে পারলে বেজায় রেগে যাবে।...হিসেব মেলাতেও বিশেষ কষ্ট হ'তে পারে।"

রূপসী বললে—"কেন? দা-ঠাকুর নিজের গিন্নীর গয়না বেচে তোমার এই দোকানখানা বানিয়ে দিয়েছিলেন না কি?...তাই বুঝি রাগ

করবেন? হিসেবের গরমিল হয়, সে—তোমারই হবে,...গড়গড়ায় তামাক খেতে—সেও তুমিই খাবে। এর আবার লাভ লোকসান্ গরমিল কি আছে?"

"ব্যবসার ভেতরকার কথা তুমি বুঝবে না তো—"

হা হা করে রূপসী হেসে উঠলো।

"হাসলে যে?"

"কান্না আসার কথা তো তুমি মোটেই বলনি, যে কেঁদে ভাসাবো? আচ্ছা—ব্যবসার ভেতরকার কথা দু'শ হাত তফাতে রেখে, আগে বাইরের কতখানি তোমার জানা আছে—আমাকে বলতে হবে। কালই রাতের বেলায় হিসেবের খাতায় দেখলুম—সাতশো'র ওপর বিলাত বাকী!"

"বড় কারবারে বিলাত বাকীই যে মজা?"

রূপসী আরও জোরে হাসতে লাগলো।

দাশু বললে—"হাসির কথা হ'ল বুঝি?"

"চুপ কর! সত্যি বলছি—আমার পেটে খিল ধরে গেছে। আর হাসতে পারবো না। তোমার ওই গোষ্ঠ দা-ঠাকুরটির মাথাটার দাম করে রেখো। দু'দশ লাখ দিয়ে সাহেবরা লুফে নেবে!...কিন্তু অনেক রাত হ'য়ে গেছে। রান্না তো হ'লই না, এখন দেখি—দোকানে কি আছে।"

রূপসী খাবার আনতে দোকান ঘরে গেলে দাশু একটা বিষম ভাবনায় পড়লো!...গোষ্ঠ দা-ঠাকুরের ওপরে রূপসীর এত রাগ কেন? অথচ ঠাকুর মশায় আগে থেকেই তো ওর মামার বাড়ীর সব জানতো।... যাকে সব চেয়ে হিতৈষী ভেবে, সে মনে মনে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে, তাকেই রূপসী দেখতে পারে না!

রূপসী ফিরে এসে ব'ললে—"হ্যাঁ গা! আজ বুঝি গোষ্ঠ ঠাকুরের জামাই এসেছে বটে? কথাটা আমার মনেই ছিল না। ঝড় জলের আগে, দুপুরে দেখলুম এক কড়া রসগোল্লা রয়েছে আর এখন দেখি মোটে আট দশটা! অথচ তারপর থেকে দোকান বন্ধ!"

দাশু ব'ললে "কেন—আরও তো খাবার রয়েছে?"

"তা তো র'য়েছে, কিন্তু যাক্‌গে…জামাই মানুষ…খাবারই যে মালিক!…এখন ওঠো! যা হয় খেতে হবে তো?"

* * * পরের দিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'চারজন করে লোক এসে আড্ডা জমাতে লাগলো। দাশু তখন বাজারে মাছ তরকারী কিন্‌তে গেছলো।

গোষ্ঠ অধিকারী মুহুরীকে উপদেশ দিচ্ছিল—"দোকানে মোটে একজন কারিকর রাখলে চ'লবে না, আরও একজন চাই। দাশুদা বুড়ো বয়সে আর কত দেখবে? ওকে দিন কতক রেহাই দাও।"

তখন পুরোদমে তাস আরম্ভ হয়ে গেছে।

গোষ্ঠ আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকের দরজা দিয়ে রান্না ঘরের সুমুখে এসে ডাক্‌লে—"কই গো! নতুন গিন্নী!"

রূপসী মস্‌লা বাঁটছিল। মাথার কাপড়টা বাঁ হাতে তুলে দিয়ে অল্প হাসলে।

গোষ্ঠ বললে—"বারোমেসে আসা যাওয়ার লোক, তা ছাড়া ছেলেবেলায় কতবার দেখেছ, অত লজ্জা রেখে যা বলি তা শোন!… আমাকে লজ্জা করতে গেলে তোমার কতক্ষণ পোষাবে তার হিসেব রেখো।"

রূপসী ভেতরের রাগটুকু সামলে নিয়ে ব'ললে "বলুন না, কি ব'লবেন?"

"দাশুদা মাছ তরকারী কিনতে গেল, এদিকে আমি যে তোমাদের নেমন্তন্ন করতে এলুম? তুমি ও তো দেখছি মসলা নিয়ে প'ড়েছ।... জামাই এসেছে, কর্ত্তা গিন্নী দুজনেই আজ ও বাড়ীতে খেয়ো,... বুঝলে?"

রূপসী ব'ললে—"আমার ঠাকুরের মানসিক আছে,...কারও হাতে খেতে মানা।"

গোষ্ঠ ব'ললে—"তবে যাবে না?...তা বেশ! কিন্তু দাশুদারও আজ কাল মানসিক নাকি?... বেড়ে রাজযোটক মিলিয়েছি কিন্তু! আমার নিজেকেই তারিফ করতে হয়।"

"তা করুন না!...রাজ-যোটকই তো!"

"বাস্তবিক নতুন গিন্নী, তোমাকে দেখে, আমার দাশুদার ওপর হিংসে হয়।...বুড়োবয়েসে যা পেয়ে গেছে—"

রূপসী জোরে জোরে বাঁটনা সুরু করলে।

এমনি সময় দাশু বাজার থেকে ফিরে এল। গোষ্ঠকে বাড়ীর মধ্যে দেখে, তরকারীর ঝুরিটা নামিয়ে ব'ললে—"পেন্নাম দা ঠাকুর!"

গোষ্ঠ ব'ললে "তুমি বাজারে গেলে, এদিকে আমিও নেমন্তন্ন ক'রতে এলুম। এ বেলায় বাড়ীতে খেয়োনা যেন...হাঁ—দাশুদা! দাবা খেলার ছকটা গেল কোথায়? ওরা সব খুঁজছিল—"

রূপসীর সর্ব্বাঙ্গ ব্যথা ক'রে উঠলো, কিন্তু প্রকাশ হ'তে দিলে না। পাশেই দাবার ছকখানার উপরে কতকগুলো লঙ্কা, তেজপাতা রাখা ছিল; দাশুকে নীচু গলায় ব'ললে—"ঐ যে, ছকখানায় আমি মসলা রেখেছি!"

গোষ্ঠ হেসে উঠলো।—"ও...গিন্নী ঠাকরুণ মসলা রেখেছেন? তা মন্দ না!...দাশুদা ওটাকে খালি ক'রে নিয়ে এস।"

...গোষ্ঠ বাইরে গেলে দাশু ব'ললে—"ওখানা দাও—"

রূপসী ব'ললে—"একটা দিন দাবা না খেললে কি দিন যাবে না? আমার অনেক কাজ, খালি করতে সময় নেই।"

দাশু আর কিছু ব'লতে সাহস পেলে না। অগত্যা দাবা খেলা বন্ধ রইলো।

...দুপুরে, আহারাদির পর, দাশু বাড়ীর মধ্যে বিশ্রাম করছিল। গোষ্ঠ অধিকারী এসে হাঁকাহাঁকি সুরু করলে—"দাশুদা! বেরিয়ে এস! তোমার জন্যে সবাই ব'সে র'য়েছে।"

রূপসী আস্তে আস্তে দাশুর গা টিপে ডাকলে—"শুনতে পাচ্ছো?... তোমার ভাই ঠাকুর ডাকে যে?"

দাশুর চট্‌কা ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে ঘর থেকেই সাড়া দিলে—"আসছি দা-ঠাকুর!"

কিন্তু রূপসী চুপি চুপি জানালে—"ভরা পেটে আর যদি খাও, তা হ'লে ভাল হবে না ব'লে রাখছি—"

...দাশু বেরিয়ে এসে ব'ললে "রূপসী কিছুতে ছাড়লে না দা-ঠাকুর! বাড়ীতেই দুটো ভাত মুখে দিলুম!...তা হোক্ চলো—জামাই বাবাজীকে পেন্নাম ক'রে আসবো।"

গোষ্ঠ রাগ রাগ ভাবে ব'ললে "নতুন গিন্নীকে মাথার দিব্যি দিয়ে ব'লে গেলুম, তবু তোমায় না খাইয়ে ওঁর চ'ললো না? যা হোক্ এক নম্বর বৌ পেয়েছ দাশুদা! চলো—তবু একবার গরীব বামুনের বাড়ীটা ঘুরে আসবে! পুণ্যি তোমার নয় হে! পুণ্যি আমারই।" তারপর রূপসীকে লক্ষ্য করে ব'ললে—"গিন্নীঠাকৃরুণ কি যাবেন? এত দিনের ভেতর একবারও তো নিয়ে যেতে পারলুম না!"

রূপসী ব'ললে—"যাবারও ভাগ্যি চাই—ঠাকুরমশায়!...আপনি নিয়ে গেলেই কি আমি যেতে পারবো?"...

তারপর স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে—"পুরুষের সঙ্গে পুরুষ যাবে, উনিও তো যাবার জন্যেই তৈরী!...তা বেশ আমাকেও যদি যেতে হয়, দিদিকে ওবেলায় পাঠিয়ে দেবেন, তাঁর সঙ্গে যাবো।... বাজারের ভেতর দিয়ে এই ভর দুপুর বেলায় পাড়া অন্তর যাওয়া—সে পোষাবে না।"

গোষ্ঠ চম্‌কে উঠলো।—"কি যে বলে নতুন গিন্নী!...তোমার দিদি, সে এই বাজারের হক্‌সভার ভেতর দিয়ে এতখানি আসতে পারে? না কোন দিন এসেছে? সে হ'ল এ গাঁয়ের বউ!"

রূপসী হাসির মধ্যে অনেকখানি টিট্‌কারী মিশিয়ে জবাব দিলে—"কিন্তু আমিও এ গাঁয়ের মেয়ে নই ঠাকুর মশায়! আপনি তো বিয়ের আগে থেকেই আমাকে জানতেন, আর বিয়ের ঠিক পরেও আমার মামাকে এমন কিছু কথা বলেন নি, যে আমি এ বাড়ীতে চাক্‌রাণী সেজে থাক্‌বো!" তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে ব'ললে—"শুনছো? তোমার দা-ঠাকুর বলেন—আমি এ গাঁয়ের বউ নই!...দিদি আসতে পারবেন না, ...র আমিই যে হক্‌সভার মাঝখান দিয়ে যেতে পারবো—তার মানে? জাত ময়রা বলে?...দোকান করে খাচ্ছি তাতেই?"

গোষ্ঠ মনে মনে ভয়ানক পরাস্ত হয়ে গেল। একটাও কথা বাড়াবার চেষ্টা করলে না। কেবল ব'ললে "তোমার সঙ্গে কথায় যে পারবো না, তা আজ এক বছর কথা ক'য়েই টের পেয়েছি নতুন বউ! ...চলো দাশু-দা!"

দাশুকে নিয়ে গোষ্ঠ অধিকারী যখন চলে গেল, তখন দোকানে আর কেউ ছিল না, কেবল মুহুরী আর কারিকর।

রূপসী তার শোবার ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে, ক্ষণপূর্ব্বেকার আলোচনা সম্বন্ধে অনেক কথাই ভাবছিল। এই গোষ্ঠ অধিকারী লোকটিকে সে ভাল ক'রেই চিন্‌তে পেরেছিল। বিয়ের পর থেকে এমন একদিনও ছিল না, যেদিন গোষ্ঠ অযথা ঠাট্টা তামাসা ক'রে তাকে না জ্বালিয়েছে, কিন্তু সদাশিব স্বামীটি তার নেহাৎই গো বেচারা! নইলে আর কোন পুরুষ হ'লে, এই ঠাট্টার সুরটুকু শুনে গোষ্ঠকে দা-ঠাকুর ব'লে খাতির তো করতোই না, উল্টে খুনোখুনি ক'রে ছাড়তো। এদিকে আবার ত্রিসন্ধ্যা না করলে দিন চলে না! . ধর্ম্মের ধ্বজা আর কি!...তার উপর আর এক মহা সমস্যা...কি যে বশীকরণ মন্ত্র দিয়ে এই বামুনঠাকুরটি তার স্বামীকে জুতোর চাকর ক'রে রেখেছে, তাও ভাবতে গেলে মাথা মুণ্ডু কিছুই ঠিক থাকে না! সর্ব্বস্ব নিজের, তবুও স্বামী এই বামুনের পায়ে লুটোপুটি খাচ্ছে! উঃ— দোকানটাকে বাইরে জমিয়ে রেখে, ভেতরের শাঁসটুকু অবধি চুষে খাচ্ছে!

...বলে কি না বিলাত বাকী না থাকলে কারবার জমে না!...বাকী আদায় হ'লে তো?

...হঠাৎ একটা গোলমালে রূপসীর ভাবনার সূতোটা টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ছিঁড়ে গেল।...দোকানে বকাবকি হচ্ছিল।

রূপসী আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে দোকান ঘরের লাগা বাড়ীর দিকের দরজাটায় কান পেতে শুনলে—মুহুরী কে একজন ভদ্রলোককে বেজায় অপমান করছে! কিন্তু ভদ্রলোকটি অপমান সহ্য করেই ক্ষান্ত ছিলেন না; ভদ্রলোককে যে সব কথা বলা চলে না, সেই কথাই কানে শুনেও তিনি উল্টে তার চার গুণ মিনতি জানাচ্ছেন!

বদ্ধ ঘরের ফাঁক দিয়ে রূপসী ব্যাপারটা দেখলে, কিন্তু লোকটিকে চিন্‌তে পারলে না।

ভদ্রলোক ব'ললেন—"ভাল সন্দেশ আর কোথাও পাওয়া যায় না। চার পাঁচজন লোক এসেছে, তাদেরকে খাওয়াতে হবে, যা হয় দাও বাবু! —গরীব বামুন ..."

মুহুরী জবাব দিলে "গরীব, গরীবের মতই থাক্‌বেন, আমার ওপর হুকুম নেই, দিতে পারবো না। ধারে কারবার এখানে চলে না। সেবারে মেয়ের বিয়ের দরুন এখনও একুশ টাকা পাওনা র'য়েছে!... লজ্জা করে না?"

কিন্তু ভদ্রলোকটি তবু বললেন—'লজ্জা কি আর আছে বাবা? পেটে খেতে মেলে না, তার ওপর মেয়ের বিয়ে!... ঘর বাড়ীতো র'য়েছে, যা হয় বেচে কিনে নিয়ো! মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলেই—"

মুহুরী আরও কর্কশ হয়ে ব'ললে "মেয়ে বেচে ফেলগে ঠাকুর! খরচার তরে ভাবতে হবে না! মনিবের হুকুম না পেলে, এক পয়সাও বাকীতে বেচবো না তোমাকে।...যাও ব'লছি—"

রূপসীর পা হ'তে মাথার চুলগুলো পর্য্যন্ত রাগে রি রি ক'রে উঠলো। এত দিনের মধ্যে কখনো সে দোকানের মুহুরী বা কারীকরের সামনে বেরোয়নি, হঠাৎ কিছু ব'লতেও লজ্জা আসছিল, অথচ গরীব বামুন, অচেনা হলেও, তাঁর এই দারুন দুঃসময়ে, একটা উঁচু রকমের কর্ত্তব্য কেবলই রূপসীকে হাত ছানি দিচ্ছিল।

রূপসী খিড়কীর পথে পুকুর ঘাটের পাশে দাঁড়িয়ে, কাছের বাড়ীর একটি ছোট মেয়েকে ডেকে, বামুনঠাকুরকে খিড়কীর পথেই নিয়ে আস্‌তে ব'লে দিলে। তারপর গুম্ হ'য়ে মিনিট খানেক সেখানেই

দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ীর মধ্যে এসে, হঠাৎ এই অপরিচিত বামুনের সামনে কি কথা কইবে, তারই একটা মোটামুটি ফর্দ্দ তৈরী করলে।...

কিন্তু রাসমনি, যে ডাকতে গেছলো সেই মেয়েটি, ফিরে এসে জানালে—"চাটুয্যে মশায় খালি হাতে ফিরে গেলেন, সন্দেশ দেয়নি।"

রূপসীর অনুতাপ হ'ল ...ফিরে গেলেন! জিজ্ঞাসা করলে "তুই ওঁকে জানিস রাসমনি?...ওঁর বাড়ীটা—"

"ও যে বিশু চাটুয্যে, খুড়ীমা!...তুমি জানোনা?...নর্ম্মদার বাবা!"

রূপসী এই নেহাৎ গরীব বিশু চাটুয্যের নাম শুনেছিল বটে, কিন্তু ভাল ক'রে জানতো না। কেবল স্বামীর মুখে দু এক দিন শুনেছিল—চাটুয্যের মতন গরীব এ গাঁয়ে কেউ নেই!...ব'ললে—"রাসমণি! লক্ষ্মীটি! একবার ওঁর বাড়ীতে যাওতো। কেউ যেন না জানে! দোকানে কিচ্ছু ব'লো না; আমি টাকা দিচ্ছি, তাই নিয়ে, সন্দেশ রসগোল্লা যা থাকে, কিনে ওঁর বাড়ীতে দিয়ে আসবে। আমার নাম যেন না হয়!...ফিরে এলে খুব বড় একটা পুতুল কিনে দেব। আর পেট ভ'রে সন্দেশ—"

রাসমনি রাজী হ'ল। রূপসী পাঁচটি টাকা তার হাতে দিয়ে ব'ললে—"দু টাকার মিষ্টি কিনো, আর যদি বামুনের দরকার হয়, তা হ'লে বাকী তিন টাকা তাঁর হাতে দিয়ো।...সাবধান! কেউ না শোনে!"

রাসমণি চ'লে গেলে রূপসী ভাবলে—বোশেখ্ মাসের দুপুর বেলা—পথে ঘাটে তেমন কেউ থাকবে না। রাসমণি ঠিক যাবেই! তারপর বাড়ীর ভিতর থেকেই শুনতে পেলে—দোকানের মুহুরী রাসমণিকে প্রশ্ন করছে—"দুপুর বেলা এত খাবার কি হবে?"

কিন্তু চালাক রাসমণি জবাব দিলে—"খাবার খেতে হবে, আবার কি হবে ?"

রূপসী মনে মনে হাসলে—মেয়েটার বুদ্ধি আছে বটে!·· দাশু গোষ্ঠ অধিকারীর বাড়ী থেকে ফিরে না আসতে আসতেই রাসমণি ফিরে এসে ব'ললে—"খুড়ীমা পুতুল দাও। খাবারটা ওবেলায় খাবো।"

রূপসী তাকে পাশে বসিয়ে ব'ললে "পুতুল তোর পছন্দ মত কিনে নিস্ রাসু! আমি টাকা দেব।···হ্যাঁরে! চাটুয্যে মশায় এত দুপুরে খাবার কিনতে এসেছিলেন কেন জানিস ?"

"নর্ম্মদাকে দেখ্‌তে এসেছে যে ? চার পাঁচজন বাবু—ক'লকাতার সব। দুজনের চোখে চশমা !···"

"হঠাৎ এল' বুঝি ?"

"তা জানিনে ! আমি তো গেলুম, আর টাকা-খাবার দিয়ে চ'লে এলুম। কেবল নর্ম্মদাকে যা দু একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রেছিলুম।··· চাটুয্যে মশায় ব'ললেন—কে দিলে—"

"তুই কি বললি ?"

"তোমার নাম করলুম ?"

"দূর বোকা মেয়ে! আমার নাম করলি কেন ?···আচ্ছা দাঁড়া! তোকে পুতুলের টাকা দিই।···হাঁ রান্না বান্না হচ্ছে তো ওদের বাড়ী ?"

"অত আমি জানিনে বাবু!···কাল দুপুরে নর্ম্মদাকে চুপি চুপি ডেকে আনবো, তুমি সব কথা শুনো!···কিন্তু দু টাকা চাই খুড়ীমা!"

রূপসী দু টাকার জায়গায় তিন টাকা দিয়ে রাসমণিকে খুসী করে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে।

···দাশু বাড়ী ফিরে এল। ঠোঁট দুটো তার পানের রসে রাঙা!

রূপসী ফোঁস্ ক'রে উঠলো—"কেমন গণ্ডে পিণ্ডে গিল্‌লে—দা-ঠাকুরের বাড়ীতে?···জামাই-মেয়ের পাতের পেসাদ, না গিন্নীর পাতের গুঁড়ো-গাড়া?···কি জুট্‌লো—ফুটো কপালে?"

দাশু আম্‌তা আম্‌তা করে ব'ললে "কিছুতে ছাড়লে না, কি করি—যা পারলুম—"

"তা বেশ ক'রেছ।···দেখ, আমি বলি—আসছে ফুল দোলের দিনে, তুমি ঐ দা-ঠাকুরটির কাছে মন্তর নাও! এত হিত তাকাচ্ছে, শিষ্য হ'লে বাঁধন আরও জোরে এঁটে থাক্‌বে।"

দাশু গড়গড়ার মাথা থেকে ক'লকেটা তুলে নিয়ে তামাক সাজ্‌তে সাজ্‌তে ব'ললে—"নিলে মন্দ হ'ত না রূপসী, আমিও মাঝে মাঝে তাই ভাবি, দা-ঠাকুর আমাকে যে কতখানি ভাল বাসেন·"

"আহা মরি রে!···প্রেম গদগদ হ'য়ে গেলে যে? এখন শ্রীভাব না আসে তো বাঁচি।···কিন্তু কাল থেকে ঐ একরাশ তামাক পোড়ানোর আড্ডাটি আর রাখা চ'লবে না, আর তোমার দোকানের মুহুরীকেও না। পাড়া গাঁয়ের দোকান, আবার মুহুরী কেন? বেশতো—তোমার দা-ঠাকুরকে দিয়েই খাতা লেখার কাজটা চালিয়ে নাও না?·· ভাল বাসার লোক যেখানে—"

দাশু বিস্মিত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো "কেন বল দেখি? দা-ঠাকুর খাতা লিখ্‌তে জানে না মনে কর বুঝি?"

"একটুও তা মনে করিনে। না জানলে দোকানে এত খাতার বাকী পড়ে?···কিন্তু তোমার তামাকটুকু যে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল? দা-ঠাকুরের কথা উঠ্‌তে দুনিয়ার কথাই ভুল হ'য়ে যায় বুঝি?...বাস্তবিক

ঠাকুর মশায়ের মুখখানি ভাবলে আমারই মাঝে মাঝে মনে হয়—সংসার ছেড়ে বনে যাই। কিম্বা যা আছে, সব ঠাকুরের নামেই দক্ষিণা পত্র ক'রে দিয়ে কাশী বাস করি। যেমন গোলগাল মাথা, তেমনি মুখের বাঁধুনি! রস কস্ কত!

কথার মাঝখানেই গোষ্ঠ বাড়ী ঢুকে ডাকলে—"দাশুদা কোথায় হে?"

দাশু তাড়াতাড়ি ঘরের দাওয়ায় মোড়া পেতে দিয়ে ব'ললে—"বসুন! আমি হুঁকো নিয়ে আসি, তামাক তৈরী।"

গোষ্ঠ ব'সতে ব'সতেই ব'ললে—"বেশীক্ষণ সময় নেই। সন্ধ্যে হ'লে ইস্কুলের দু চারটে ছেলের সঙ্গে খোকাকে পাঠাবো, নতুন গিন্নীকে পাঠিয়ে দিয়ো। বাড়ীতে ওঁরা ব'ললেন—আসা চাইই।...বুঝলে গিন্নী-ঠাকরুণ?"

রূপসী কোন কথাই কইলে না। গোষ্ঠ ব'ললে—"দাশুদা! এদিকে কিন্তু রগড় হ'য়ে গেছে! বিশে চাটুয্যের মেয়েকে দেখতে এসেছে—ক'লকাতার একজন বড় চাকুরে! এতক্ষণ তাদের সঙ্গেই রাস্তায় কথা হচ্ছিল!...ব্যাপার বোঝ দেখি দাশু দা! বিশে হা-ঘরের মেয়ের বিয়ে হবে...ক'লকাতায়?...দেখা যাক্!...সেবারকার পাঠশালা নিয়ে দরখাস্ত করার কথাটা আজও ভুলিনি আমি।...আরে হতভাগা! আমি আমার ছাত্রদের না পড়াই—তাতে তোর বাবার কি?..."

...রূপসী রাগে, ভয়ে, ঘৃণায়, স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কিন্তু দাশু, দা-ঠাকুরের কথায় মোহিত হ'য়ে প'ড়েছিল।

—তিন—

পাড়ার দু পাঁচজন গিন্নীবান্নির সঙ্গে রূপসী রোজ ভোরে নদীতে নাইতে যেত'।

...ঘাটে পৌঁছুতেই দেখে—জলহীন নদীর কিনারে কলসীটা রেখে নর্ম্মদা কাপড় কাচছে, তার নাওয়া শেষ হ'য়ে গেছে! এতদিনের মধ্যে কদাচিৎ এক আধ দিন নর্ম্মদার সঙ্গে রূপসীর এই নদীর ঘাটেই দেখা হ'য়েছিল, আলাপে ঘনিষ্ঠতা না জ'মলেও, নেহাৎ অচেনার মত ছিল না। রূপসী মনে মনে যথেষ্ট খুসী হ'ল। কাল বিকেল থেকে অনেক বার সে এই মেয়েটির কথাই ভাবছিল।

আর সবাই তেল মাখতে সুরু করলে, কিন্তু রূপসী কলসীটা নামিয়ে রেখেই, বরাবর নর্ম্মদার কাছাকাছি হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—"আজ সকাল সকাল যে?...তারা চ'লে যায়নি?"

লজ্জায় মুখখানি নামিয়ে নর্ম্মদা জবাব দিলে—"না।"

রূপসী বেশী ভুমিকা করলে না, ব'ললে "দেখ ভাই! আমার কাছে যদি লজ্জা কর তা হ'লে আর একদিনও কথা কব না। সত্যি কথা ব'লতে হবে, বরের পছন্দ হ'য়েছে তো?...ফের্ লজ্জা?...অমন আমাদেরও হ'ত। তাই ব'লে সঙ্গী সাথীদের কাছেও বুঝি মুখ বুজে থাক্‌তুম?...তোমার চেয়ে আমি বছর খানেকের বড় বইতো না?... না হয় বুড়ো বরের হাতে প'ড়ে, নামেই বুড়ী হ'য়ে গেছি।"

নর্ম্মদা মুচ্‌কি হাস্‌লে।

"ওসব হাসি দেখে ভুলবার মেয়ে নই আমি! ঠিক্ ঠাক্ জবাব দাও —পছন্দ হ'য়েছে?"

নর্ম্মদা ঘাড় নেড়ে জানালে—"হ্যাঁ।"

"পাকা পাকির কিছু?"

"ওঁরা গিয়ে চিঠি দেবেন।"

রূপসী গম্ভীর হ'য়ে উঠলো। প্রশ্ন করলে—"ক'লকাতারই লোক ওঁরা? না অন্য কোথাও দেশ আছে?"

"ঠিক জানিনে—"

"আবার—ঠিক জানিনে?.. ঠিক জানো তুমি···ব'লতে হবে—"

নর্ম্মদা রূপসীর কাছে কাল্‌কের ব্যাপার থেকে বহু রকমে ঋণী হ'য়ে আছে, তাই হাজার লজ্জার ধাক্কায় মুশ্‌ড়ে পড়া অবস্থা হ'লেও সে কোন রকমে সপ্রতিভ ভাব টেনে বললে—"বাইরের ঘরে কথা হচ্ছিল, তাই শুনলুম—কেষ্টনগরের কাছে মানপুকুর না কোথায় বাড়ী।"

রূপসী বিস্মিত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—"মানপুকুর? সেখানে যে আমার বাপের বাড়ী?...নাম বল্ দেখি তোর বরের?"

"দূর!"

"মাইরি—বল্ নর্ম্মদা! আমি দম্ বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছি!···নাম শুনিস্‌নি?"

নর্ম্মদা মাথা নামিয়ে ব'ললে—"না"

"বরকে তো দেখেছিস্?"

"তাই বা কেমন করে দেখবো?"

"সেকি—জান্‌তে পারলিনি?"

"সব ক-জনই এক বয়সী।"

"আচ্ছা—কালথেকে রয়েছে—দু এক জনের নাম ব'লতেও শুনিস্‌নি ?…কেউ কাউকে ডাকেও নি ?"

"একটা নাম একবার কাণে গেছলো…কি…তপন—না—কি—" একবুক জলে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল, রূপসী জলের উপরেই ডান হাতের থাপ্পড় মেড়ে ব'ললে—"ঠিক হ'য়েছে— ! দেখ্‌ নর্ম্মদা ! তোর বর যে হবে, আমি ঠিক ব'লছি তারই নাম তপন ।…কোন রকমে তাকে ব'লতে পারিস,—আমার সঙ্গে একবারটি যেন দেখা করে ?…বলবি—ময়রাদের রূপো ডেকেছে—"

নর্ম্মদা ভয়ানক লজ্জিত হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ললে—"আমি পারবো না বউদি !…সে কিছুতে হবে না "

"ওরা এই দশটার গাড়ীতেই চলে যাচ্ছে বোধহয় ?… তুই নিজেই রাঁধবি তো ?"

"আবার কাকে পাবো ?"

"আচ্ছা, ব'লতে না পারিস তো আর কি করবো ! মিষ্টি বা আর কিছুর দরকার হ'লে কাকেও চুপি চুপি পাঠিয়ে দিয়ো—বুঝ্‌লে গো—বউদি ?… তপনদার সঙ্গে বিয়ে হ'লে, আমার যে বউদি হবি…তা জানিস ?"

…নর্ম্মদা চ'লে গেলেও রূপসী আরও কিছুক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে রইলো। অনেক দিনের পুরোন কথা আজ কেবলই তার মনে পড়ছিল :—

তের বছরে বাবা মারা গেলে, মার সঙ্গে সে মামার বাড়ীতে আসে, তারপর সেই বছরেই মা ও চ'লে গেলে কিছুকাল মামার গলগ্রহ হ'য়ে থেকে ভগবানের দয়ায় নিজের ঘরে এসেছে।…কতকাল পরে মান-

পুকুরের নাম শুনতেই তার শৈশবের স্মৃতির দুয়ারটা আচম্‌কা একটুখানি বাতাসের আল্‌গা ঘা খেয়ে এমন ক'রে খুলে গেছলো যে, তার ভিতরের সুখের কথার রাশ তাল পাকিয়ে পাকিয়ে চোখ্ দুটোর সুমুখে স্পষ্টতার আবছায়া ‍ ‍ া দিতে লাগলো।...তারপর তপনের নামটা শুনে আরও বেশী ক'রে মন খারাপ হ'য়ে গেল। ছেলেবেলায় এই একটি মাত্র লোকের যত্নে সে ময়রার ঘরের মেয়ে হ'য়েও অনেকখানি লেখাপড়া শিখ্‌তে পেরেছিল। তা ছাড়া তপনের মা বাবার স্নেহ-ভালবাসাও ভুলে যাবার নয়। পাশাপাশি বাড়ী ব'লে রূপসী দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় তার তপনদার কাছে কাছে থাক্‌তো। 'ক' 'খ' থেকে সুরু হ'য়ে না হবে আধ ডজন বই সে আগাগোড়া প'ড়ে শেষ করেছিল। তপনদার মায়ের কাছেই সেলাই শিখেছিল। ময়রার ঘরের মেয়ে কিন্তু নিজের বাড়ীর সন্দেশ তৈরীর কড়াখানাও হয়তো চিনতো না।......

..রূপসীর তন্ময়তা এসেছিল.. সঙ্গীদের মধ্যে একজন ডাক্‌লে "নতুন বউ কি আজ নদীর ঘাটেই থাক্‌বি নাকি ?"

রূপসীর চমক ভাঙলো!...তাইতো! সূর্য্যি উঠে গেছে! নদীর জলের ওপর—সোণালি তার আভা!—চক্‌চকে। ..সে তাড়াতাড়ি স্নান শেষ ক'রে কল্‌সীতে জল পূরে নিলে। বেচারী নর্ম্মদার অদৃষ্টের কথা ভেবে মনটুকু কেমনধারা খাপ্‌ছাড়া হয়ে উঠ্‌ছিল।...মা নেই, বুড়োবাপ মাত্র সংসারে পুঁজি! নিজের বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছে, অথচ ভদ্র অতিথিদের খাওয়ার জন্যেও তাকেই সব করতে হচ্ছে! কে বা চুল বেঁধে দেয়, আর কে-ই বা সাজিয়ে দেয়! এদিকে বর নিজে পছন্দ করতে সশরীরে এসে হাজির! ...ভাগ্য!

* * * ভিজে কাপড় ছেড়ে উনুন ধরাতে যাবে এমনি সময়

দাশু এসে ব'ললে—"রূপসী, দা-ঠাকুরের জামাইটি এই দশটার গাড়িতেই চ'লে যাচ্ছেন শুনলুম। এক হাঁড়ি ভাল সন্দেশ আর এক জোড়া কাপড় সঙ্গে দিই—কি বল ?"

আজকের দিনটা যে ভাল মনে কাটবে না, রূপসী এই সন্দেশ কাপড় দেওয়ার সুর উঠতেই বুঝতে পারলে! কিন্তু নিজের স্বাভাবিক কৌতুক করার বদ অভ্যাসটুকু ছাড়তে না পেরে ব'ললে—"কেন—তোমার দা ঠাকুরের বাক্সটার চাবি হারিয়ে গেছে বুঝি ?"

দাশু ঠিক বুঝলে না। রূপসী হেসে উঠলো।

দাশু বললে—"না সত্যি ব'লছি, ঠাট্টা নয়"

হাসিমুখেই রূপসী ব'ললে—"বা-রে! আমিই বুঝি ঠাট্টা করলুম! …এক কাজ কর, মধু সিংহীর দোকানের খাতায় বাকী রেখে, একজোড়া কেন দশজোড়া কাপড় কিনতে বলগে। বড় দোকানতো বটে? …আর বাকী রাখাই যেখানে ব্যবসার শোভা।"

দাশু হাজার সাদা মেজাজী হলেও এ ইঙ্গিতটুকু বুঝতে পারলে। ব'ললে—"আমাদের ও তো কিছু দেওয়ার দরকার ?"

রূপসী এবারে গম্ভীর হ'য়ে জবাব দিলে—"তার মানে? বিয়ের সময় হ'তে কোন দলিল লিখে দিয়েছিলে—যে যখনই জামাই আসবে তখনই সন্দেশ কাপড় দিয়ে মান্যি দেখাতে হবে ?…দোকানে যাও। আমার কাজ রয়েছে; বাজে বকবার সময় নেই।"

নিতান্ত নিরুপায় হয়ে দাশু দোকানে চলে গেল; আদরিণী মুখরা স্ত্রীর মতের বিরুদ্ধে একটা কথাও তার বলবার শক্তি ছিল না। আজ গোষ্ঠ অধিকারীর জামাইয়ের মান্য রাখতে গিয়ে অপারক হওয়াটা সে বেশ বরদাস্ত করতে পারে, কিন্তু রূপসীকে চটিয়ে কাপড়

সন্দেশ কিনবার টাকা খরচ করতে মোটেই পারে না।...কেন তা সেই জান্‌তো।

দাশুকে দোকানে যেতে ব'লে রূপসী তরকারীর ঝুড়িটা নিয়ে রান্না-ঘরের দাওয়ায় বস্‌তে যাবে, ইতিমধ্যে গোষ্ঠ অধিকারী আর তার পিছু পিছু দাশুও বাড়ীর মধ্যে ঢুক্‌লো।

গোষ্ঠ ব'ললে—"দেখ দেখি নতুনগিন্নী, তুমি কি বলেছ না ব'লেছ তাই নিয়ে দাশুদা বলে—জামাই বাবাজীর কাছে ছোট হতে যাবো না? আর তাও বলি—দাশুদাকে অতখানি পসারে লোক বলে যে জানালুম সে কি মিথ্যে করে? তুমিই বল নতুন গিন্নী, নিজের লোক না হ'লে কেউ কথনো এতখানি উঁচু গলায় তারিফ করতে পার্‌তো? নিজের বলেই না অধিকারের দাবী?...কিন্তু সত্যি কথা দাশুদা! রাগ করোনা। দেওয়া থোয়ার কথা বাদ দাও। তোমার মতন লোক এ কলিযুগে না জন্মালেই ভাল হ'ত। ও সব সত্যযুগের কথা।...নতুন গিন্নী! একজোড়া কাপড় আর সন্দেশ দিলেই যদি ওর মন ঠাণ্ডা থাকে, তা'হলে এক্ষুণি কিনে পাঠাও!...জামাই বাবাজী মাথায় ক'রে নেবে। কাল দেখ্‌লেতো দাশুদা!—তোমায় কত খাতির করলে?"

রূপসী অত্যন্ত মন দিয়ে কুট্‌নো কুটতে সুরু করলে, জবাব বা প্রশ্ন কোন কিছুর দিক দিয়েই গেল না। গোষ্ঠ খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত যা হোক একটা রায় পাবার আশায় ব'সে থেকে থেকে ব'ললে—"বেলা হ'য়ে গেছে দাশু দা!...আমি উঠ্‌লুম—বাবাজীর যাত্রার সময় হ'য়ে এল'।"

দাশু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে রূপসীর মুখপানে তাকাতে লাগলো। গোষ্ঠ চ'লে যাওয়ার পরও সে নিজেকে ঠিক সাধারণ অবস্থায় আনতে পারছিল না, কিন্তু রূপসীই তার সমাধান করে দিলে। ব'ললে "বিশু চাটুয্যের

মেয়েকে দেখ্‌তে এসেছে, ক'লকাতার লোক, কিন্তু তাদের ভেতর আমার তপনদা আছে।…একবারটি গিয়ে খপর দেবে? ব'লো রূপা ডাক্‌ছে।"

তপনের নাম, দাশু রূপসীর মুখেই অনেকবার শুনেছিল। তাকে দেখ্‌বার বা বাড়ীতে নিয়ে এসে আদর অভ্যর্থনা করবার যথেষ্ট আকাঙ্ক্ষা থাক্‌লেও বিশু চাটুয্যের বাড়ীতে গিয়ে ডাকাডাক করা দাশুর মোটেই ইচ্ছা নয়। গোষ্ঠ অধিকারীর মন্ত্রণায় আজকাল এই গরীব বামুনটিকে যখন তখন অপমান করতে তার একটুও বাধ্‌তো না। ব'ললে "আচ্ছা, ডেকে পাঠাচ্ছি।"

রূপসী বিস্মিত হ'ল না। কেন না সে জানতোই, যে দাশু নিজে চাটুয্যের বাড়ীর দিকে যেতে রাজী হবে না। কিন্তু এই একের বিনা দোষে অন্যের ভর্ৎসনা, এটা রূপসীর মনে মোটেই সুভাব আন্‌তে পারে নি। তাই মিট্‌মাটের ক্ষীণ আশা নিয়ে ব'ললে "তপনদা যে আমার কত ক'রেছেন, আর তাঁকেও যে আমি ঠিক মার পেটের ভাইটির মতই দেখি, সে কথা তোমাকে না হবে দুশোবার ব'লেছি, তবুও—আজ এত কাছে তিনি এসেছেন, কিন্তু তুমি নিজে গিয়ে তাঁকে ডেকে আন্‌তে পারবে না?…তিনি নেহাৎ গোষ্ঠ ঠাকুরের দলের লোক নন, মান-খাতির খুব ভাল রকম বুঝ্‌তে পারেন; আমি মেয়েমানুষ, গাঁয়ের বউ, নইলে উচিত ছিল—আমারই ডেকে নিয়ে আসা।"

দাশু চুপ করে রইলো।

রূপসী ব'ললে "বিশু চাটুয্যে তোমার কত টাকা ডুবিয়েছেন, আর কত টাকা ডুবোবার চেষ্টায় আছেন, কিছু জানো? খাতাপত্র দেখেছ নাকি?"

দাশু কিছু কিছু অপ্রতিভ হ'য়ে ব'ললে—"তা নয় রূপসী, সে কথা জানি, তবে দা-ঠাকুরের সঙ্গে তেমন সুখ নেই কিনা ?"

রূপসীর সহ্য হচ্ছিল না। ব'লে উঠ্‌লো—"তবে আর কি, তোমার দা-ঠাকুরের সঙ্গে যে আমারও একতিল সুখ নেই...তাহ'লে আমাকেও তাড়িয়ে দাও বাড়ী থেকে ? নইলে দা-ঠাকুর শাপমন্যি দেবেন।... দোকানের খাতাপত্র দেখ্‌বেন না...কি বল ?"

দাশু জবাব করলে না।

রূপসী ব'ললে "আর রাগ দুঃখুতে কাজ নেই।.. যাবেনা—বস্ ফুরিয়ে গেল।...যখন দা-ঠাকুরের রূপ গুণেই এতখানি ম'জে র'য়েছ, তখন আর এই বয়সে, দাঁত হারিয়ে পাঁপড় ভাজা খাওয়ার সাধ হ'য়েছিল কেন ?...আমাকে না আন্‌লেই পারতে ?"

দাশু তাড়াতাড়ি উঠে ব'ললে- "আমি যাচ্ছি রূপসী.. নিয়ে আসছি ডেকে—"

রূপসী অভিমান করে ব'ললে—"না না যেতে হবে না !"

...দাশু ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে।

কিন্তু তাকে কষ্ট করে লাজ খুইয়ে আসল জায়গা অবধি যেতে হ'ল না। দশটার ট্রেণে যাওয়ার কথা ব'লে তপনরা চারজনেই বিশু চাটুয্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছিল। দাশুর দোকানের সুমুখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে "এটা দাশু ময়রার দোকান ?...এখানে কি গোষ্ঠ অধিকারী মশায়ের দেখা পাওয়া যাবে ?"

দাশু তাড়াতাড়ি জবাব দিলে—"হ্যাঁ হাঁ খুব পাবেন, তবে তিনি এখন ষ্টেশনে গেছেন, তাঁর জামাই আজকে এই দশটার গাড়ীতেই দেশে

রূপসী।



যাচ্ছেন কি না! যদি দরকার থাকে, অপেক্ষা করুন!...আপনারা কোত্থেকে আসছেন?"

"আমরা ক'লকাতায় থাকি...বিশু চাটুয্যেমশায়ের বাড়ী এসেছিলুম।"

দাশু অবাক্ হ'য়ে গেল।...নিতান্ত পল্লীসরল মন আর বাধ বাধ সঙ্কোচ নিয়ে কোন রকমে জিজ্ঞাসা করলে "আপনাদের ভেতর তপন বাবু কেউ আছেন?"

তপনই জবাব দিলে—"হ্যাঁ, আমিই।...কিন্তু কেন বলুন তো?"

দাশু সে কথার জবাব দিলে না, নিঃশব্দে বিনা দ্বিধায় তপনের একখানা হাত ধ'রে ব'ললে, "একটা কথা ব'লবো—শুনতে হবে—" ব'লেই তাকে বাড়ীর মধ্যে ধ'রে আনলে।......

রূপসীর কুটনো কুটা হ'য়ে গেলেও সে অন্য কাজ না ক'রে, বঁটিতে হাত রেখে ভাবছিল—বোধ হয় আজকের এই অপ্রিয় আলোচনার সম্বন্ধেই।...এতদিনের মধ্যে এতখানি রূঢ় সে কখনো হয়নি!

দাশু মস্ত বড় লড়াই জেতার মতই মুখের ভাব নিয়ে এগিয়ে এল। তারপর একবার রূপসীর দিকে চেয়ে, বোধ হয় অভিমান ভাঙানোর জন্যে কোন রকম খোসামুদির কথা ব'লতে যাচ্ছল, কিন্তু তপনের উপস্থিতিটা মনে পড়তেই চট্ করে সামলে নিলে। ব'ললে "তপন বাবু! আপনাকে কষ্ট দিলুম, কিন্তু সে আমি নয়, আপনাদের ওই রূপো।"

তপন ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্য হ'য়ে রূপসীর দিকে চেয়ে রইলো। রূপসীও ফিরে দাঁড়িয়েছিল। ধীরে তপনের পায়ের কাছে মাথাটা ঠেকাতেই সে বলে উঠলো—"রূপো! তুই এখানে!..."

২১।১ ঝামাপুকুর লেন

দাশু নেহাৎ ভালমানুষের মত দাঁড়িয়ে থাক্‌লেও এগিয়ে এসে ব'ললে "রূপোরই যে বাড়ী এটা তপন বাবু!"

কিন্তু রূপসী লজ্জায় স্বামীর সুমুখে তপনের সঙ্গে তেমন স্পষ্ট ক'রে কথা কইতে পারছিল না। দাশু বললে "আপনারা গল্প করুন, আমি ওঁদের ব'সতে বলি—"

দাশু চ'লে গেলে, রূপসী দাওয়াতেই একটা ছোট মাদুর পেতে দিয়ে ব'ললে "জুতো খুলে ব'সো তপনদা!"

কিন্তু তপন ঠিক তখনও সবটাই বুঝে উঠেনি। ব'ললে "এটা কি তোর শ্বশুরবাড়ী রূপো?"

রূপসী হাসতে হাসতে ব'ললে, "কিন্তু তুমি কি মনে করেছিলে তপনদা? মনিব বাড়ী?...হ্যাঁ মা মরার পর অবস্থা কতকটা সেই রকমই দাঁড়িয়েছিল। এ বাড়ীখানার খবর না পেলে, হয়তো মনিব বাড়ীই ঢুকতে হ'ত; কিন্তু সে সব পরের কথা—এখন ক'নে দেখ্‌লে কেমন?...পছন্দসই?"

তপন অল্প আশ্চর্য্য হয়ে ব'ললে—"তুই এত জান্‌লি কোত্থেকে?"

"কেন—তোমার হবু বউএর কাছ থেকে? এ তো আর তোমাদের কলকাতা সহর নয় তপনদা! পাড়াগাঁয়ে—কার বাড়ীতে কি রান্না হচ্ছে, তাও লুকো ছাপা থাকে না। অবিশ্যি আমি নর্ম্মদার কাছ থেকেই সব শুনলুম যদিও—"

তপন হাসলে।

রূপসী জিজ্ঞাসা করলে—"এর মধ্যে বাড়ী যাওনি তপনদা?...মানপুকুরে?...বাবা মা সব ভাল আছেন?"

"হ্যাঁ—সব ভাল। কিন্তু তোর স্বামীকে তো দেখলুম না রূপো ?"

রূপসী হেসে কুটি কুটি! ব'ললে "ময়রাণীর বিয়ে কি শুকদেব পণ্ডিতের সঙ্গে হয় তপুদা ?...এ দোকানখানার মালিককে দেখলে না ? ...যিনি তোমায় সঙ্গে ক'রে বাড়ীতে আনলেন ?"

তপন ক্ষুব্ধ বিস্ময় নিয়ে রূপসীর দিকে চাইলে। কিন্তু রূপসী এতকাল পরে দেখা হ'লেও নিজ স্বভাবের গুণে বা দোষে যা-ই হোক্, তপনের কাছে একটুও লজ্জার ভাব দেখালে না। বেশ সপ্রতিভ কৌতুক করেই ব'লতে লাগ্‌লো—"দুঃখ হ'ল, না তপন দা ? বুড়ো ব'লে তো ? কিন্তু আমি খুব সুখে আছি তপুদা! আর কোথাও গেলে হয়তো কষ্টেই পড়তুম।...তোমার এই বোনটির একরোখা স্বভাব-টুকু ভুলে গেছ বুঝি ?...এখন বিয়ের কি কতদূর করে যাচ্ছো তার হিসেব দাও আমাকে কনে পছন্দ নিশ্চয়ই হ'য়েছে। ওর চেয়ে ভাল মেয়ে আমাদের দেশে থাকতেই পারে না।...কেমন নিজের হাতে রেঁধে খাইয়েছে বল দেখি ?"

তপন সবিস্ময়ে ব'লে উঠ্‌লো—"সেকি !...নিজে ?"

"হ্যাঁ গো! আর দুনিয়ায় কেউ নেই যে!...বাপ আর মেয়ে। কেন, বুড়ো চাটুয্যে বলেন নি ?"

"কি জানি—কই অত কিছু বলেননি। তবে খুব গরীব যে, তা বুঝ্‌তে পারলুম।"

...একটা জোর শব্দ কানে আসতেই রূপসী ব'লে উঠ্‌লো "যাক্ বাঁচা গেছে! ট্রেণ তো চ'লে গেল। আবার সেই রাত তিনটেয়।... তাড়াতাড়ি নেই, এখন কাজের কথা হোক্...মেয়েটাকে যা হোক্ করে ঘরে নিয়ো তপুদা! তোমাকে তো আমি বেশ ভাল ক'রেই জানি,

নর্ম্মদা তোমার মনের মতই হ'তে পারবে। একটুও গরমিল ঠেকবে না। ...আর সব চেয়ে আর একটা বড় কাজ তপুদা!—বেচারী বামুন...এ গাঁয়ের ভেতর অতখানি কাঙাল আর একজনও নেই! বাপ আর মেয়ে, তাতেও কিন্তু দুবেলায় সব দিন ভাত হয় না। দেশের লোকে, যে পায়, কেবল মারতে বাকী রাখে।"

"তার মানে?"

"মানে কাঙাল! সহ্য করা ভিন্ন আর কোন শক্তি নেই।"

তপন অভিভূতের মত ব'ললে "আমি এমনিটিই চাই রূপো! মনের কোন্ তারটিতে কি ভাবে ঘা লাগলে কেমন বাজনা বেজে ওঠে, সে এক চেটের মতন জানতে পারে কেবল তারাই, যারা অভাবের সঙ্গে লড়াই ক'রে আসছে—"

মনে মনে খুসী হ'য়ে রূপসী জিজ্ঞাসা করলে—"কিন্তু এই ঘা খাওয়া দরদীটির সন্ধান পেলে কি ক'রে তপুদা!"

তপন ব'ললে—"গোষ্ঠ অধিকারীর জামাই আমাদেরই আফিসের লোক যে? সেইতো নিয়ে এল'। কিন্তু শ্বশুরের সাথে ঝগড়া ব'লে ওদের বাড়ীতে যায়নি; তা ছাড়া ও যে ভেতরে আছে তা-ও কেউ জানে না। জামাই, শ্বশুর বাড়ী এসেছে, এইটুকুই প্রকাশ।"

রূপসীর মনে পড়লো—নর্ম্মদার সঙ্গে গোষ্ঠ অধিকারীর মেয়ের খুব আলাপ আছে, আর এই আলাপ থাকার দরুণই গোষ্ঠ মেয়েকে দিন দশ আগে অনেক ক'রে ভর্ৎসনা ক'রেছিল। ব'ললে—"তা মন্দ না। অথচ যে খপর দিলে, সে নিজে জেনেও জানে না!...আচ্ছা এত যে পছন্দ হ'ল, তবু তুমি নাকি ব'লেছ—গিয়ে চিঠি লিখ্‌বো! কেন পাকা ভরসাটুকু বুড়োকে দিয়ে গেলে কি কায়দা দেখানোর খুঁৎ থাক্‌তো তপুদা?

তোমাদের পরিণয়-সমস্যা-সমিতির তুমিই যেখানে সভাপতি, সেখানে এতখানি প্যাঁচালো খেলা না খেললেই পারতে ?”

তপন ব’ললে—“বাবা আসবেন, তারপরে পাকাপাকি হবে, বুঝ্‌লি ? তবে এটুকু তুই জেনে রাখিস্—এখানেই আমার একদম ঠিক রইলো। কিন্তু তোমাদের গোষ্ঠ ঠাকুরটি যে রকম গোলমাল বাধাবার চেষ্টায় আছেন, তাতে বাবা এলে কান ভারী না করেন।...আমার তো ভয় হচ্ছে।”

রূপসীর ছ্যাঁৎ ক’রে মনে হ’ল—কাল কথায় কথায় গোষ্ঠ এই রকমই একটা কিছু তার স্বামীকে ব’লছিল বটে! ব’ললে—“কান ভারী করলেই বুঝি তুমি পিছিয়ে পড়বে তপুদা ?···কিন্তু গোলমালের কোন কিছুই নেই—খাঁটি বামুন !···নিতান্ত গরীব...বেচারা !”

তপন হেসে জবাব দিলে—“আমার নিজের দিক থেকে একটুও বাধা আসবে না রূপো! বুড়োদের মন যে রকম খুঁতো,···যদি শেষটায়—”

“আমি তার ভার নিচ্ছি।···তিনি এলে আগে আমার বাড়ীতে নিয়ে আসবো।...ঐ গোষ্ঠ বামুনের সঙ্গে, আমার এ বাড়ীতে আসার পর থেকেই যুদ্ধ চ’লেছে, কিন্তু হার-জিতের মীমাংসা হয়নি।···না-হয় লড়াইটা বেশ জমকালো করেই বাধানো যাবে। রূপোকে তোমার তো একটুও না-বুঝা নেই তপুদা ? কেবল আসল বিষয়—তোমার নিজের মনটাকে টাল-বেটাল হ’তে দিয়ো না যেন।”

তপন জবাব দিতে যাবে এমনি সময় দাশু এসে ব’ললে—“গোষ্ঠ ঠাকুরের সঙ্গে দরকার ছিল বলছিলেন,···তিনি এসেছেন এবারে।”

তপন উঠি উঠি ভাব দেখাতেই রূপসী খুব খাটো করে ব’ললে

"দেখা করবে, করগে তপুদা! কিন্তু লাগা ভাঙার মধ্যে যেন থেক' না। অনেক রকম, যা শুনতে পাবে তার কিছুরই গোড়া আগা নেই, খালি মন-গড়া! গরীব বামুনকে বিপদে ফেলাই হচ্ছে গোষ্ঠ অধিকারীর মতলব!...যাতে বিয়েটা ভাল জায়গায় না হয়!"

...উনুন জ্ব'লে যাচ্ছিল। রূপসী ভাতের হাঁড়িটা চাপিয়ে দিয়ে জল না গরম হ'তেই চাল কটা ঢেলে দিলে। তারপর কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে দোকানের লাগা দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো।

গোষ্ঠ চারজন বিদেশী অপরিচিতের কাছে নিন্দায় কুৎসায় বিশু চাটুয্যেকে একেবারে অতি হেয় তুচ্ছ প্রমাণ করে দিচ্ছিল।...কথার পর কথা! বুজরুকীর পর বুজরুকী! মিথ্যের চেয়েও মিথ্যের জমাটি!·· কামাই নেই!

রূপসী শুনতে পেলে—গোষ্ঠ নানা কথার পরে ব'ললে—"কলকাতায় বড় মেয়েটা বাজারে নাম লিখিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে মশায়! আর ওই মালা-জপা ভণ্ড বুড়ো তারই দেহ বেচা পয়সায় তেল নুন কিনে নিজেদের পেট ভরাচ্ছে। এর বেশী নীচ আচরণ আমাদের জানা নেই মশায়!"

তারপর দাশুকে ব'ললে—"কি বল দাশুদা! এমনি ক'রেই চাটুয্যের চলে তো?···গাঁয়ের চুনো পুঁটিটি অবধি জানে; দরকার হয়—চলুন না কে যাবেন, আজই হাতে হাতে ধরিয়ে দেব।"

রূপসী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও, তপনদের তরফ থেকে কোন কথাই শুনতে পেলেনা। কিন্তু তার স্বামীর মুখে বিশু চাটুয্যের বিষয় নিয়ে দু এক কথায় যা অপ্রিয় চর্চ্চার অবতারণা হচ্ছিল, তাতে রূপসীর সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকাই তার নিজের কাছে ভয়ানক বিস্ময়কর

ঠেক্‌লো। সে কেবল ভাবছিল—তপন দা স্বামীকে কতখানি ছোট ভাবলে।

কারও যাওয়া হয়নি, এ সংবাদ পেয়ে বিকেলের দিকে বিশুচাটুয্যে তপনদেরকে পুনরায় তাঁর নিজের বাড়ীতেই ডাক্‌তে এলেন, কিন্তু গোষ্ঠ ঠাকুরের কাছ থেকেই তার জবাব পেয়ে, বেশীক্ষণ এই অল্প পরিচিত বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের সুমুখে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। নিরুপায় হয়েই তাঁকে বাড়ী ফিরতে হ'ল।

গোষ্ঠ তার নিজের বাড়ীতে রাত্রির ভোজটা জম্‌কালো করে পাকিয়ে তুলবার চেষ্টায় দোকান থেকেই বেশ মোটা রকমের জিনিস পত্র নিয়ে গেলে, রূপসী দাশুকে নিভৃতে ব'ললে "মিছিমিছি অনেক গুলো জিনিস লোকসান হ'ল; কিন্তু তপনদারা কেউ ওবাড়ীতে খেতে যাবে না। আমার সঙ্গে সম্বন্ধ, তাতে গোষ্ঠ ঠাকুরের মাঝখানে দাঁড়ানো কেন? এখানেও কি হিত তাকাচ্ছেন না কি?"

দাশু অল্পমাত্রায় দ'মে গিয়ে ব'ললে "বামুন বাড়ীতেই বামুনদের খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। বিশেষ করে খরচা তো সব আমরাই দিচ্ছি, তাতে দোষ কি?"

রূপসীর মেজাজটা চট করে রুক্ষ হ'য়ে উঠলো। "অনেক দোষ; এক কথায় ওখানে কেউ খাবে না। আর আমিই বা যেতে দেব কেন? আমার হাতের লুচি তরকারী খাওয়া তপনদার ঢের অভ্যেস আছে। ছেলে বেলায় কতদিন খাবার করে দিতুম।"

দাশু খুব বিস্মিত হ'য়ে ব'ললে "সে কি রূপসী, তোমার নিজের হাতের রান্না বামুনদের খেতে দেবে? পাপ বামুনের হোক না হোক

কিন্তু তোমার আমার হবেই! না না ওসব ক'রোনা! দা-ঠাকুরের বাড়ীতে ব্যবস্থা হচ্ছে, সেই ভাল।"

রূপসী জোর দিয়ে ব'ললে "না—ভাল নয়। এতকরে পায়ে ধরে হাতে ধরে তোমাকে দিন রাত্তির জানাচ্ছি তবু ঐ দা-ঠাকুরটির মায়া কিছুতে কাটাতে পারলে না? ··আমি ময়দা মাখতে সুরু করলুম;···ওদের বাড়ী কাকেও যেতে দেওয়া হবে না। তা ছাড়া তপন দা, সে আমারই দাদা, গোষ্ঠ ঠাকুরের কেউ নয়।"

দাশু ভাবলে—উপায় নেই।

*** যথা সময়ে বন্ধুদের নিয়ে তপন ভোরের ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরে গেল। সে নর্ম্মদাকে যে মনে মনে বাগ্দা করে রেখেছে, সেটুকুও যেমন রূপসীর কাছে প্রকাশ করে গেল, তেমনি একটার জায়গায় দশটা গোষ্ঠ অধিকারীর প্যাঁচালো বুদ্ধি, দশদশে একশো রকমের প্যাঁচ বসালেও তার একটারও যে ফাঁদে পড়বে না, সে বিষয়েও ভাল করে রূপসীর কাছে বলে যেতে কসুর রাখলে না।

—সাত—

দু পাঁচ দিনের মধ্যে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা হবে, এই রকমই রূপসীর ধারণা ছিল, কিন্তু তপন বা তার বাবার লিখিত কোন চিঠিই যে আজও পর্য্যন্ত নর্ম্মদাদের বাড়ীতে আসেনি, সে খবর নর্ম্মদার কাছ থেকেই একদিন সে সংগ্রহ করলে। এই সংবাদ না আসার দরুণ একটা সাংঘাতিক অথচ অত্যন্ত স্বাভাবিক সন্দেহ ক্রমেই রূপসীকে পীড়া দিচ্ছিল, সে কেবল গোষ্ঠ অধিকারীকে উপলক্ষ করেই।

এই কিছু কম পনের বছরের জীবনটাতে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে যত রকমের লোক সে দেখেছে, তাদের মধ্যে অতি কু, আর অতি খল ব্যক্তি ব'লতে, এক গোষ্ঠ অধিকারী ব্যতীত অন্য কারও কথা তার মনে পড়ে না। বিশেষতঃ মানুষের চামড়া গায়ে দিয়ে, ভগবানের তৈরী মন দেহ আর প্রাণ নিয়ে এত বেশী কূট কাজের ধারা আর কারও ব্যবহারের মধ্যে যে আসতে পারে, তাও রূপসীর কাছে একদম ধারণাতীতই। গরীব বিশু চাটুয্যে কোন দোষে দোষী নয়, অথচ তাকে চারদিক থেকে বেড়াজালে আট্‌কাতে না পারলে, গোষ্ঠর আর রাতের বেলায় ঘুম আসে না। কর্ত্তব্যের খাতিরে বিশু চাটুয্যে কবে কোন্‌দিন গোষ্ঠর পাঠশালার কাজে শৈথিল্য হচ্ছে জানিয়ে, উপর ওয়ালাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ছিলেন, সে কথা এখন তাঁর নিজেরই মনে পড়েনা, কিন্তু গোষ্ঠ তার কড়ায় গণ্ডায় শোধ নিতে উঠে পড়ে লেগে গেছে।

রূপসীর আরও এক সমস্যার কথা মনে হ'ল—তার স্বামীর উপরে গোষ্ঠর এই অযাচিত পর্য্যাপ্ত স্নেহাধিক্য! এও যেন অত্যন্ত ভীতির ভাবই মনে আনে! ছোট দুষ্টকে চোখ রাঙিয়ে শাসন চলে, কিন্তু বড় আর বে-তাল দুষ্ট যারা, তাদেরকে শাসন করা যেমন তেমন শাসকের কাজ নয়। আর কলিযুগের যুগান্তর কারী সমাজের গণ্ডীতে যাদের বসবাস, তারা আসল স্বার্থটিকে বাইরে ফেলে, সোজাসুজির দিকে ব্যেস্তে তো জানেই না, এমন কি সোজাসুজির অভিনয় ক'রে যা সনাতন সত্য, তাকেই অপমানের কশায় হাজার গঞ্জনা দেয়। লাখো জনের মধ্যে হয়তো বা এক অতি নিরীহ জীব, এই শাঠ্যের দুয়ারে মাথা গলিয়ে, নিজের অজান্তে ছলনার বাণী পুরস্কার পায়, এবং সেই পুরস্কারই তার সত্যকার পাওনা আর আসল পাওনা ভেবে, ভেতরের জমা খরচের বাঁধাবাঁধি নিয়ম শেখে না। রূপসীর স্বামীও এই ধরণের সোজা ভালমানুষ। নইলে গোষ্ঠর মত মহা উপকারীর উপকারের মহিমা এখনও কেন বুঝতে শিখলে না!

রূপসী আশৈশবের শিক্ষায় দীক্ষায়, আর নিজের স্বাভাবিক জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যতখানি ভালমন্দ জানতে শিখেছে তাতে ক'রে গোষ্ঠর মত ছাই চাপা আগুনকে বহুদূরে ঠেলে না রাখলে যে তাদের স্বামী স্ত্রীর সংসার যাত্রার পথটুকু কিছুতেই মধুরতার শান্তি চাপা থাকতে পারে না, তা এই গোষ্ঠটিকে দুচারবার দেখেই সে বুঝে নিয়েছিল। কিন্তু তার মনে বা বাইরে যত কিছুই ভাবান্তর উঠুক, পুরুষকে টেক্কা দিয়ে উপরের ধাপে পা বাড়ানো শুধুই ধৃষ্টতা নয় এতখানি অমার্জ্জনীয় যে, তুষানলের প্রায়শ্চিত্তেও তার প্রতিকার আসে না! রূপসী আর কত করবে? মাঝে মাঝে তার ইচ্ছা হয় প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে তার বৃদ্ধ

সরল স্বামীকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচাতে—একটা নিষ্ঠুর যুদ্ধের ঘোষণা করে ; কিন্তু যার হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, তারই করুণতার লাঞ্ছনায়, লাঞ্ছিত রূপসীর মনগড়া সংকল্পটা, অভিমানাহত হয়ে হাজার যোজন দূরে পালায় ! রূপসী রুদ্ধ অভিমানে, কখনো বা অদম্য রাগে, পরাজয়ের কালিটুকু গায়ে মেখে গুমরে সারা হয় ! হিঁদুর ঘরের নারী হ'য়ে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজে পা বাড়াবার সাহস পায় না।

এমনি চিন্তা আর দ্বিধার মাঝখান দিয়ে চ'লে চ'লে প্রায় তিনটিমাস অতীত হয়ে গেল। নিজেদের সাংসারিক কথা ভাববার সময় প্রতি ফাঁকটুকুতে যে একটা স্তব্ধ আনমনা ভাব তার মনের মধ্যে প্রতি মুহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে বড় হয়ে উঠছিল, দিনে দিনে সেই ভাবই এখন অতি গাঢ় হ'য়ে তাকে কাজ অকাজের মধ্যে নিবিড় করে ছেয়ে দেয়।

...সে নর্ম্মদার বিয়ের কথা ! কোমল করুণ প্রাণে নর্ম্মদাদের ভিতর বাইরের অবস্থা জেনে,রূপসীর শান্তি ছিল না। নিরীহ ব্রাহ্মণের শেষবয়সের মান সম্ভ্রম, আর সুখ শান্তি, এক নর্ম্মদার বিবাহ দেওয়ার অপারকতার জন্যই যেন ধুয়ে মুছে যেতে বসেছিল। কিন্তু এই শুভকাজের ভুঁইফোড় বাধাটুকু যে কেমন করে গজিয়ে উঠলো, তা বিশু চাটুয্যের যতখানি জানা ছিল, তার আটগুণ জানা ছিল রূপসীর। অথচ বিশু চাটুয্যের সঙ্গে তার নিজের সামনা সামনি মুখের কথা কখনো হয়নি।

তপনের সঙ্গে নর্ম্মদার বিয়ের ঠিক পাকাপাকি কথা কিছু না হলেও রূপসী জানতো, পাকাপাকি হবেই, কিন্তু এতদিনের মধ্যে একখানা চিঠিও যখন পাওয়া গেলনা, তখন এই চুপচাপ থাকার মূল কারণটা তাকে বেশী করে খুঁজে নিতে হল না। যেটা না চাইতে আপনি আসে, সকল বিষয়ে ছেড়ে ফেলবার হলেও তা সহজে মন থেকে পালাতে চায়না।

গোষ্ঠ অধিকারীই যে তপনের বাপকে পাঁচ রকমের গলদ দেখিয়ে সব পণ্ড করে দিয়েছে, সে তো খুবই ঠিক, কিন্তু এই পাঁচ রকমের গলদের একরকমও রূপসী জান্‌তে পারেনি। তপনের কলকাতার ঠিকানা সে জান্‌তো না, আবার তাদের দেশ মানপুকুরে চিঠি দিয়েও জবাব আসে না। এদিকে নর্ম্মদাকেও পাড়াগাঁয়ের সমাজে এমনি অবস্থায় রাখা চলেনা। শত্রুপুরীতে কার মনে কি আছে!…কত রকমই হতে পারে!…

পূজোর পাঁচ সাতদিন আগে রূপসীর খেয়াল চাপলো কোজাগরীতে লক্ষ্মীপূজো করতে হবে। দাশু 'না' বললে না। বরং স্ত্রীর একটা নতুন বায়না পেয়ে সেটাকে যতখানি ভাল করে পারে ততখানি ভাল করেই শেষ করতে তার অত্যন্ত উৎসাহ এল। বললে "দা-ঠাকুরকে বলে আজই ঠিক্‌ঠাক্ কর্‌ছি।"

রূপসীর রাগ হল, কিন্তু রাগ না দেখিয়ে ব'ললে "বেশতো! তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রো! আমার কিন্তু গাঁয়ের সব বামুন কায়েতের মেয়েগুলিকে খাওয়াতে হবে, তা বলে রাখ্‌ছি।"

দাশু বললে—"আচ্ছা দা ঠাকুরকে বলবো।" সন্ধ্যার ঝোঁকে দোকানে ভিড় হয়েছিল। উঠানের পেপে গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে রূপসী বললে "রাত হচ্ছে, খেয়ে নেবে? এর পরে আর সময় হবে না,…আড্ডা জমবে তো?"

দাশু অল্প হেসে বললে আড্ডার মাথা তো খেয়ে দিয়েছ গো! আবার জম্‌বে কোত্থেকে?… দুচারটে লোক আসে বইতো নয়?"

রূপসী কথা কইলে না। ঠাঁই করে, থালা খানা হাতে নিয়ে ব'ললে "তাহলে যাও, জিজ্ঞেস করে এস দা-ঠাকুরকে?"

"কি? লক্ষ্মীর পূজোর কথা?"

"না, সে তো পরে হবে। এখন আমি যে দাঁড়িয়ে রইলুম, ··ভাত বাড়বো না?"

দাশু ঠিক না বুঝে বললে "বেশ তো বাড়ো না?"

"তোমার দা-ঠাকুরকে জিজ্ঞেস্ করে এস—এখন খাবে কি না?"

তবুও দাশু তলিয়ে বুঝলে না। বললে "আচ্ছা, এই ঠাট্টা করার ঝোঁকটুকু তোমার ছেলে বেলা থেকেই, না রূপসী?"

রূপসী গম্ভীর হল। আঃ·· এততেও বোঝানো যায় না!· বললে "তা মনে নেই। দা-ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করে বলবো।"

দাশু হো হো করে হেসে উঠ্লো।···"ও আমাকে টিট্‌কিরি দেওয়া হচ্ছে? আচ্ছা গোষ্ঠ অধিকারী যদি না থাক্‌তো, তা হলে আমাদের এত বড় কারবার কে চালাতো বল দেখি? পাকা মাথার বুদ্ধি নইলে আজ পাঁচখানা গাঁয়ের লোক দাশু ময়রার দোকানে জিনিষ কিনতে আসে?···এবছর পুজোতে একুশ মণ সন্দেশের বায়না হয়েছে।··· সোজা ব্যাপার?···তুমি আবার বল মুহুরী ছাড়াতে।"

"না আমার ভুল হয়েছিল। এত বাকীর হিসেব রাখা,···মুহুরী তো চাই-ই। তা ছাড়া হিসেবেরও হিসেব আছে তো? বিশেষ করে মুহুরী আবার তোমার দা-ঠাকুরের সম্বন্ধী না কে হয়!···দেবাদিদেব মহাদেব যাকে বলে!"

নেহাৎ সরল দাশু অভিভূত হয়ে বললে "ভাত দাও;···সত্যি রূপসী, তোমার কথা গুলো কি মিষ্টি! যা বল, তাতেই যেন মধুমাখা!"

রূপসী অলক্ষ্যে একটা নিশ্বাস ছাড়লে, কথা কইলেনা। * *

আরও দুইদিন পরে একদিন দাশু বললে "তোমার বাড়ীর তহবিল থেকে শো তিন টাকা দাও রূপসী, নইলে তো একুশ মন সন্দেশের মাল মসলা

আসেনা। দোকানের তহবিলে মোটে গোটা পঞ্চাশ টাকা পড়ে আছে।”

রূপসী বিস্মিত হল না। এমনটি যে হবে, তা সে অনেক আগে থেকেই জানতো। বললে “একুশ মণ সন্দেশের দাম কত বলতো ?”

“সে অনেক ; ধরো না—টাকা টাকা যদি ভাল সন্দেশের সের হয়, তা হলে কত হবে ?”

রূপসী বললে “মিছি মিছি বচ্ছরকার দিনে নিজেরা খেটে লাভ নেই। ঐ একুশ মণের দামটা আমি বের করে দিচ্ছি, তোমার দা-ঠাকুরের মার্ফতে বাড়ী বাড়ী পাঠিয়ে দাও, তারা অন্য যায়গায় সন্দেশ কিনে নেবে। ঘরের পয়সা খরচ করে, উনুনের তাতে ব'সে ভিয়েন করা ·· না— দরকার নেই।”

দাশু এবারেও হেসে উঠলো। বললে “ওগো—গিন্নি! গোষ্ঠ অধিকারী থাকৃতে টাকা তোমার ডুববে না। ময়রার টাকা ফাঁকি দেওয়া বড় চাট্টিখানি কথা নয়।”

“তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি—সত্যিকথা—আমি খদ্দেরের ওপর একটুও মন্দ ধারনা করিনি, টাকা আদায় হচ্ছেও হবেও। কিন্তু তোমার মন্ত্রী ঠাকুরটির অনেক কাজ, খাতার বাকীর হিসেব করবার সময় হলে হয়!—সেদিন শুনলুম ঠাকুর মশায়কে কত কাজই যে করতে হয়! পাঠশালের কাজ তো আছেই, আবার সিংহীদের মকদ্দমার তদ্বির করা আছে, নিমুহালদারের জাল উইলের সাক্ষী দেওয়া আছে। তার ওপর এই ম্যালেরিয়ার দিনে গরীব চাষা ভূষোর দলকেও তো সারাতে হবে ? যাদের বরাত নেই তারাই যা মরছে, নইলে গোষ্ঠ পণ্ডিতের টোট্‌কা—সাক্ষাৎ ধন্বন্তরীই!”

দাশু মুগ্ধ হয়ে গেছলো। রূপসীকে ঠিক ধরতে পারেনি। বললে "আবার এর ভেতরে রামায়ণ মহাভারতের চর্চ্চা আছে, শাস্ত্র কথা আছে।...লোকটা যা খাটে!"

"বাস্তবিক। আমিও তাই ভাবি!...এখন টিক্‌লে হয়। আমাদের যা পোড়া বরাত!"

দাশু আরও অভিভূত হয়ে গেল এতদিন পরে তা হলে রূপসী বুঝতে পেরেছে—দা-ঠাকুরকে।—ব'ললে "সেদিন পাঠশালার ফল ভাল হ'য়েছে বলে সরকার থেকে অনেক টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। আবার সিংহীদের বাগানের মামলায় সাক্ষী ছিলেন জানো তো?—তারও জিত হয়েছে। দা-ঠাকুর একশোটাকা পেলেন।"

রূপসীকে বাইরে বাইরে সব কথাটি বিশ্বাস করতে হ'ল। স্বামীকে সে কোন রকমে বুঝিয়ে উঠতে পারে না অথচ স্বামীর উপর রূঢ় হতেও জানে না। কেবল এই আসন্ন সর্ব্বনাশের পথ থেকে যে কেমন করে রেহাই পাবে, তারই উপায় ভাবে।...এমন বিপদ, যে ডাক্‌লেকেউ আসে না; আর ডাক্‌বারও মুখ নাই! দোষার অসংখ্য দোষ বুঝেও সেই দোষ দেখিয়ে দিবার মত সাহস তার থেকেও না থাকা। বিপদ যে কেমন তাই জানানো দায়!...রূপসী নিজে বোঝে কিন্তু বোঝাতে পারে না। গাঁয়ের মধ্যে ছুটি পাকা মাথার লোক আছে, এক গোষ্ঠ অধিকারী অপর বিশু চাটুয্যে। গোষ্ঠ পাজীর পাঝাড়া আর বিশু চাটুয্যে অত্যন্ত ভাল, অতি সম্ভ্রান্ত—ধর্ম্মভীরু। অভাবের তাড়নায় লোকের লাঞ্ছনা খেয়েও সেই লোককেই তিনি তোষামোদ করতে বাধ্য হন।

দাশু আর অপেক্ষা করবার সময় পাচ্ছিল না। ব'ললে "টাকা কটা এখনি দিতে হবে রূপসী।"

রূপসী তার মনের ভিতরে যত রকমের সূক্ষ্ম বুদ্ধি আছে, তার সব খরচ করলে, কিন্তু তাতেও এই উপস্থিত মহাদায় থেকে উদ্ধার পাওয়ার কৌশল পেলেনা। রূঢ়তাকে বাঁচিয়ে স্বামীর মন রক্ষা করতে গেলে বর্ত্তমানের সমস্যায় টাকা দেওয়া ছাড়া অন্য পথ নাই, অথচ এত টাকার ...কিন্তু টাকাই বা কার? যে চাইছে তারইতো? কিন্তু রূপসীর কি তাতে একটুও স্বত্ত্ব নেই?...সামান্য ক্ষণ ভেবে বললে "টাকা কি ঠাকুর মশায় চাইতে বললেন?"

"হ্যাঁ।...তাঁরই হাতে হিসেব নিকেশ, আমি কিছু বুঝি?"

"তা হলে ঠাকুর মশায়কে ডাকো কি চাই না নাই—"

গোষ্ঠ দোকানেই উপস্থিত ছিল, দাশুর ডাকে ভিতরে এসে বললে "শো তিন না হলে চলবে না নতুন গিন্নী।"

রূপসী বললে "বিলাত বাকীর দরুন কি করলেন?...আদায় হ'ল না?"

গোষ্ঠ ব'ললে "আদায় হবে কি সাধে?...যারা দেবেনা, গলায় গামছা দিয়ে আদায় করবো।"

"কিন্তু যারা টাকা দিতে গোল করে, তাদেরকে জিনিষ দেওয়ার যে কি দরকার তাতো বুঝতে পারিনে; আর সব লোক গুলোই কি দল পাকিয়েছে?—দেবেনা ব'লে? আমি বলি—নতুন করে বাকী দেওয়া বন্ধ করুন।"

গোষ্ঠ মনে মনে পরাজয় মেনেও মানতে চাচ্ছিল না। বললে "পাড়া গাঁয়ের দোকানে বাকী না দিলে চলবে না নতুন গিন্নি।"

হঠাৎ রূপসীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল "না চলে, আমরা দোকান

তুলে দেব। পুঁজি ভেঙ্গে খেলে বরং দিন চলবে, কিন্তু দোকান রাখতে পুঁজি ভাঙলে দোকানও চলবেনা খাওয়াতেও কুলোবেনা।"

গোষ্ঠ আরও পরাস্ত হল, বললে "পুজোর পরই এক এক নম্বর নালিশ ঠুকে দেব; এখন মায়ের ভোগের জন্যে এই যে চার পাঁচ খানা গাঁয়ের বায়না এসেছে, এটা তো দিতেই হবে?"

"দোকানের খাতায় সেদিন দেখলুম—"

হঠাৎ গোষ্ঠ চমকে উঠলো! কিন্তু মুখে যথাসম্ভব হাসি টেনে বললে "বা! নতুন গিন্নি খাতা পত্র ও দেখতে জানেন যে!...দাশুদা! বোঝ—কি জিনিষ তোমায় দিয়েছি?"

রূপসী বললে "হ্যাঁ। সেদিন দেখলুম হাজারের ওপর বিলাত পড়ে গেছে। আমাদের কোথায় কি আছে, না আছে, সে তো আমাদেরই মতন আপনিও জানেন? এত বেশী বাকী ফেলে, নতুন করে পুঁজি ভাঙা, সেইটাই কি আপনার যুক্তি?—যাদের বায়না নেওয়া হ'য়েছে, তাদের ডেকে, কালই টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হোক্।...আসছে মাস থেকে বাকী কারবার আমরা রাখবোনা।...দোকান না চলে, উঠে যাবে।"

গোষ্ঠ এবারে আর একটা চাল চাললে—"কিন্তু তুমি যখন এবাড়ীতে আস নি, তখন থেকেই দাশুদার সব ভার কেবল আমিই ঘাড়ে করে নিয়েছিলুম।...বউ মরে যাওয়ার পর, বেচারা মাঝ দরিদায় নৌকো ডুবার মতন অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছিল! এত বড় গাঁয়ের মধ্যে এমন কেউ এসে বলে নি—যে—দাশু ভয় কি—আমরা রয়েছি!...বিশ্বাস না হয়, ঐ তো মুখের সামনে দাঁড়িয়ে,—জিজ্ঞেস্ কর!...কি দাশুদা! মিথ্যে ব'লছি?"

দাশুর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, ব'ললে—"সব সত্যি দা—ঠাকুর!

দোকান খানার অর্দ্ধেক টাই যে তোমার হাতে গড়া ?—রূপসী ও কি তা জানে না ?"

রূপসী ব'ললে—"কিন্তু আপনার হাতে গড়া জিনিসটাকেই এমনি নষ্ট হতে দেওয়া তো উচিত হবে না ঠাকুর মশায় !...সেই জন্যেই বাকী দিতে বারণ করছিলুম।"

গোষ্ঠ ব'লতে লাগলো—"তোমাদের জিনিস, তোমরা ইচ্ছে করলে রাখ্‌তে পারো, বিলিয়ে দিতেও পারো। আমি নেহাৎ পর বইতো না ?...দাশুদাকে ছেলে বেলা থেকে জানি,...কষ্টে প'ড়েছিল,...বুক দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলুম !...ঘরে ফাঁকা,...বাইরে ফাঁকা,...মনে সুখ নেই...তামার মতন হিসেবী মেয়ে খুঁজে এনে নতুন করে ঘর পেতে দিয়েছি। এখন বুঝে সুজে ভাল মন্দ দেখ !...বেশ তো—খুব ভাল কথা !...কাল কেন আজই বায়নার টাকা ফেরৎ পাঠাচ্ছি—"

রূপসী ব'ললে—"হ্যাঁ—সেই ভাল।...ফেরৎ না পাঠালে উপায় নেই।...দোকান থেকে যদি দোকানের খরচাও না ওঠে, তাহ'লে সে দোকান রাখবার দরকার নেই।"

দাশু বেকুবের মত একবার রূপসীর দিকে, একবার গোষ্ঠরদিকে চাইতে লাগ্‌লো।

গোষ্ঠ প্রথম বারের দংশনে অপারক হ'য়ে দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় ব'ললে—"তোমার লক্ষ্মী পূজোর কি কি দরকার, তারও ফর্দ্দটা আমায় দিয়ে দাও নতুন গিন্নী ! তুমি তো আমায় আমলে আন্‌তে দাও না !...কেবল দাশুদার হ'য়েই খেটে মরি ! ..ভাল মানুষ লোক বোঝেনা—কে কেমন—"

রূপসী মিনতির সুরে ব'ললে "আপনার পায়ে পড়ি ঠাকুর মশায় !

চাই করুন !…এতদিন যা করে এসেছেন, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী উপকার করা হবে,…যদি এই ভালমানুষটিকে কে কেমন লোক, তার একটা শিক্ষা দিতে পারেন।…লক্ষ্মীপূজোর জন্যে বেশী কিছু ধূমধাম হবে না।…গরীবের আবার পূজো! কেবল গাঁয়ের দু'পাঁচ জন লোককে খাওয়াবো।…এখন থেকে আপনি এই নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।"

"কিন্তু একটা কথা তোমায় এখন থেকে ব'লে রাখি নতুন গিন্নী ! মেয়েদের নেমন্তন্ন করবে খুব হিসেব করে। যাতে খাওয়ানোটা পণ্ড না হয়।"

রূপসী বিস্মিত হ'য়ে চাইলে।

গোষ্ঠ ব'ললে—"বিশে ঠাকুরকে, বা তার মেয়েকে যেন না বলা হয়।"

রূপসীর বিস্ময়টা এতক্ষণে ক'মে এল। জিজ্ঞাসা ক'রলে—"কেন বলুন তো ?"

"ওদের ব'ললে আমার বাড়ীর কেউ আসবেনা।…সব্বাই জানে—'বিশেঠাকুর সেবারে আমাকে কতদূর বিপদে ফেলেছিল।… পাঠশাল যায়, রোগীপত্র যায়, দেশের লোকের বিশ্বাস যায়,…কম বদ্ ঐ বিশে !… বাইরে যেন যুধিষ্ঠির।"

রূপসী হাসলে। কোন কথা কইলে না।

গোষ্ঠ ব'ললে—"তবে ঐ কথাই রইলো। পূজোর পরে সব ব্যবস্থা দেখা যাবে।…তা'হলে বায়নার টাকা ফিরিয়ে দেব ?…কি বল দাশুদা ?"

দাশু রূপসীর পানে চাইতেই রূপসী ব'ললে—"হ্যাঁ, ফিরিয়ে দেবেন।"

গোষ্ঠর মনে মনে যাই হোক্, বাইরের ভাবের ভাবান্তর হ'ল না।…

"বেলা হ'য়ে গেছে" ব'লে ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট গ্লানি নিয়ে বিদায় হ'ল।

...সেইদিন রাত্রিতে দোকান পাট সব বন্ধ হ'য়ে গেলে, খাওয়ার পর রূপসী দাশুকে ব'ললে "আমি তামাক সেজে আনি, ততক্ষণে তুমি দোকানের খাতা গুলো সব নিয়ে এস। অনেক দরকার—"

...খাতা নিয়ে এসে দাশু জিজ্ঞাসা করলে "এত রাত্তিরে হিসেব হবে না কি?"

রূপসী হেসে উঠ্‌লো; ব'ললে "হিসেব হবে কে ব'ললে? দিদি যা পারেন নি, আমি সেইটাই পারি কিনা—তার পরখ্‌ করবো।... লেখাপড়া শিখিয়ে দেব গো! তোমায় মস্তবড় পণ্ডিত হ'তে হবে এবারে। তা ন'লে আমার আর চ'লছেনা।...নাও টান্‌তে সুরু কর না? তামাক যে ছাই হ'য়ে গেল?"

...দাশু তার সব ভার এই দ্বিতীয় পক্ষের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ততায় তামাক টান্‌ছিল আর রূপসী উল্‌টে পাল্‌টে খাতা গুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে, মাঝে মধ্যে—এক টুক্‌রো কাগজে দু একটা কথা লিখে রাখছিল।

অনেক খানি রাত্রিতে রূপসীর খাতা দেখা শেষ হ'ল যখন, দাশু তখনও এক দৃষ্টে তার মুখের পানে চেয়ে ব'সে ছিল। রূপসী ব'ললে—"অবাক্‌ হ'য়ে গেছ যে?.. বেজায় ভাল লাগ্‌ছে বটে?—আমাকে দেখ্‌তে?"

দাশু রূপসীর ডান হাতখানা নিজের দুহাতের মুঠোয় জড়িয়ে নিয়ে ব'ললে—"সত্যি রূপসী! তুমি না এলে, আমি হয়তো বাঁচতুম না!. বুড়ো বয়েস, ছেলে নেই, মেয়ে নেই,...কে-ই বা দেখ্‌তো!...মুড়ি বাতাসা বেচে, পেটে না খেয়ে, সে মাগী যা দু এক হাজার লুকিয়ে রেখে

গেছলো,—তাও বোধহয় কোন্‌দিন ডাকা'তে গলা টিপে মেরে নিয়ে পালাতো !"...

দাশুর গলাটা ধরে এল। রূপসীর প্রতি ভালবাসাটুকুও যেন বুক থেকে উপ্‌চে পড়ছিল।

রূপসীর চোখ্‌ শুক্‌নো রইলোনা। ব'ললে—"আশীর্ব্বাদ কর্‌রো, আমি ও যেন দিদির মতই তোমার পায়ে মাথা রেখে, যেতে পারি।"

দাশু আচম্‌কা ভয়ে শিউরে উঠ্‌লো। অনেকক্ষণ পত্নীর মুখ পানে চেয়ে চেয়ে ব'ললে—"আচ্ছা রূপো !—তোমার চেয়েও ভাল জিনিস আমার এই সংসারে কিছু থাক্‌তে পারে ?...সেই যে বলে—প্রাণেশ্বরী—"

রূপসী খুসী হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—দূর !...প্রাণেশ্বরী বুঝি আমি ?... সে তো তোমার ঐ দা-ঠাকুর ?...অমন মিষ্টি কি আছে আর ?"

দাশু হেসে ব'ললে—"ঠাট্টা হ'ল বুঝি ?"

"ঠাট্টা করলুম ?...কেন নয় ?"

"যাও যাও !...তোমার কথায় আমি সব করতে পারি।"

"আচ্ছা—তাতেও বেশী দিন নেই। দেখা যাবে।...কিন্তু কাল সকালে এই কাজ গুলো তো আগে কর, তারপর বুঝবো।... নলিন-ডাঙ্গার ঈশ্বর কুণ্ডু, তিলিপাড়ার বলাই মণ্ডল, সাদীপুরের নেত্য অধিকারী, আর জানবাজারের মাতব্বর হাজী, এই চার জায়গায় কাল গিয়ে টাকার তাগাদা দিতে হবে। এক এক জনকার কাছে দুশো একশো করে বাকী।...কবে দেবে, তার একটা মোটামুটি দিন নিয়ে এস।...কিন্তু কাকেও চড়া কথা ব'লোনা।"

দাশু ব'ললে—"কেন দা-ঠাকুরকে ব'ললেই তো সব ব্যবস্থা করে দেবেন !"

রূপসী কতকটা নিরাশ হ'য়েও আশা ছাড়লে না, ব'ললে—"ঐ তো! সাধে ব'লছিলুম—অমন মিষ্টি কি আছে?…কেন দা-ঠাকুরের কি নিজের কাজ?…তাঁর কত দিকের কত জ্বালা। আমাদের কাছেই যদি সব সময় খাটবেন, তা হ'লে তাঁর ছেলে পড়ানো, মাম্‌লা সাজানো, শাস্ত্র প্রচার করা…এসব করবে কে?"

দাশু আর কিছু না ভেবে সোজাসুজি জবাব দিলে "আচ্ছা—তাহ'লে আমিই যাবো।"

* * * পরের দিন;…দুপুর গড়িয়ে গেল; রূপসী রান্না শেষ করে চুপচাপ ব'সে ছিল। মুখখানা তার অসাধারণ গম্ভীর আর ব্যথায় মাখা।

…কতকাল পরে এই মাত্র তপনের চিঠি এসেছে—নর্ম্মদার সঙ্গে তার বিবাহ অসম্ভব! অগ্রাণ মাসের ১৮ই অন্য এক জায়গায় বিয়ের ঠিক হ'য়েছে।…সেখানে রাজ্য আর রাজকন্যা দুটোই পাওনা হবে। 'না' বলবার উপায় নেই, কেননা—তার বাবার মত। নর্ম্মদার সঙ্গে বিয়ে না হ'লে, জীবনে সুখ আস্‌বে কি দুঃখ ঘট্‌বে, তপন তা জানে না; তবে—তার আশা করবারও কিছু রইলোনা।…

…শেষটায় মোটা মোটা অক্ষরে লিখেছে—"তোমাদের গোষ্ঠ অধিকারী বাবাকে চিঠি লিখেছিল—নর্ম্মদার বড় বোন্ ক'লকাতায় থাকে, তার চালচলন ভাল নয়। বংশের অখ্যাতির ভয়ে, আমার হাজার সাধ হ'লেও বাবা মা রাজী হ'তে পারলেন না। আমার মন ভাল নেই।—পরামর্শ দিয়ো—কি করবো। মনের সঙ্গে লড়াই…এ একটা মহা বিপদই।"

রূপসী নর্ম্মদার সম্বন্ধে আর তপনের সম্বন্ধে প্রতিদিন কখনো না

কখনো একটা কিছু ভাবতোই ; আজ আচমকা এই চিঠি পেয়ে, তার ভাববার সময়টা আগের চেয়ে ঢের বেশী বেড়ে গেল।

চারদিকের ভাবনার মধ্যে তপনের চিঠি খানার আজই কিছু জবাব দেওয়া চলে কি না তাই ভাবছে, এমনি সময় শুক্‌নো মুখে দাশু বাড়ী ফিরে এল।

দাওয়ার এক পাশে খুঁটি ঠেস্ দিয়ে ব'সে ব'ললে "তেল দাও রূপসী ! মাথা ঘুরছে !···যা হাঁট্‌তে হ'ল।"

হাঁটার ফলাফল নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে রূপসীর কিছু মাত্র কৌতূহল হয়নি, কেননা দাশুর অবস্থা তখন বেজায় শোচনীয়। অনাহারে আর অনভ্যাসের খাটুনিতে দেহটা তার নেতিয়ে পড়ছিল।

নাওয়া খাওয়ার পর বিশ্রামের সময় দাশুই আগে কথা পাড়লে— "তুমি অনেক দিন আগেই ব'লেছিলে রূপসী, কিন্তু আমি তা বুঝ্‌তে পারিনি।···মুহুরীটাকে না রাখাই ছিল ভাল।"

রূপসী অল্পমাত্রায় আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ললে— "কেন বল দেখি ?"

দাশু ব'ললে— "চারখানা গাঁয়ের চার জনকার কাছ থেকেই টাকা আদায় হ'য়ে গেছে, অথচ খাতায় জমা নেই !"

"তারা সব ব'ললে বুঝি ?—যে টাকা দিয়েছি ?"

"শুধু বলা নয়, পায় তো মারে ! বলে—জোচ্চুরি করে দোকান চালাচ্ছি !...দাশু ময়রা কারও আধ্‌পয়সা ধারেনা রূপসী ! সাতে নেই পাঁচে নেই,...খাটি, খাই ! নিজের নিয়েই প'ড়ে থাকি—"

রাগে দুঃখে দাশুর কথা ফুট্‌লো না। রূপসী সান্ত্বনা দিয়ে ব'ললে—"কাজ কি তোমার সাতে পাঁচে থেকে ? ওসব বড় কারবার আমাদের ধাতে সইবেনা। এবার থেকে দিদির আমলকার মতই

খুব ছোট্ট করে অল্প পুঁজিতে দোকান ক'রবো, বাকীর ধার দিয়েও যাবোনা।"

"কিন্তু টাকাগুলো যে জমা হ'লনা?·· তার উপায়?···গেলই বা কোথা?"

রূপসীর ইচ্ছা হ'ল, একবার বলে—গোষ্ঠ ঠাকুরের পাঠশালের পুরস্কার আর মামলা জেতার পুরস্কার দুটোয় যোগ হ'য়ে ঐ টাকা উসুল হয়ে গেছে!·· কিন্তু প্রকাশ্যে সে কিছু ব'ললে না।···ধাপে ধাপে না উঠে লাফিয়ে উঠ্‌লে যে হাত পা ভাঙার ভয় আছে, তা রূপসী জান্‌তো। ব'ললে "কাল একবার ঠাকুর মশায়কে আর মুহুরীকে জিজ্ঞেস্ ক'রো ...আজ কিছু বলবার দরকার নেই।"

দাশু শান্ত হ'ল।

রূপসী ব'ললে "সকালে শুনলুম বিশু চাটুয্যে তাঁর গরু বিক্রী করবেন। দুবেলায় তিন চার সের দুধ হ'ত।···খাওয়া অভাবে গরুটার যা হাল হ'য়েছে! এখন আধসেরও দুধ হয় না। আমি তোমাকে না জিজ্ঞেস্ করে কথা দিইনি।···গয়লার দুধ খেয়ে যা হচ্ছে! এই বয়েসে ভাল না খেলে খাটুনি সইবে কেন?···বেশী দাম চায়না,- মোটে পঁচিশ টাকা যদি বল, তাহ'লে কালই গরুটা আনিয়ে নিই।"

দাশু ব'ললে "টাকা দিয়ে আনালেই পারতে। কালই তো ব'ললুম —তোমার কথায় আমি সব করতে রাজী?··· কিন্তু বিশু ঠাকুর গরু বেচ্‌বে কেন?"

"অভাব। পেট চলা চাই তো? এদিকে মেয়ে গলায় গলায়!"

"কেন এখনও ঠিক হয় নি?"

"কোত্থেকে হবে? আমাদের ঠাকুর মশায়টি কাঁধে চেপেছেন যে?"

দাশু অল্প হেসে ব'ললে "সত্যি, বিশুঠাকুর গোষ্ঠ অধিকারীকে সেবারে দমিয়ে দিয়ে ছিল।"...

* * * * দিনমানে কোন কথা হ'ল না, রাত্রিতেও হ'ল না। পর দিন সকালে দাশু মুহুরীকে কালকের টাকার কথা জিজ্ঞাসা করলে মুহুরী জবাব দিলে—টাকা আদায় হয় নি! আর যদি হ'য়ে থাকে, তা হ'লে সে জানেনা। নইলে খাতায় জমা নেই কেন?

দাশুর রাগ হচ্ছিল; এমনি সময় গোষ্ঠ অধিকারী আস্‌তেই অল্প চড়া-ভাবে ব'ললে "এ সব কি দা-ঠাকুর? সবাই বলে টাকা দিয়েছি, আর আমরা তা পেলুম না! খাতায় জমা নেই, টাকা কেউ আদায় ক'রেছে কি-না তা-ও জানিনে, অথচ খদ্দেরে আমাকে অপমান করে?"

দাশুর কথার সুর যে এত দিনের মিনতি আর সরলতার সীমা ছাড়িয়ে এক পর্দ্দারও বেশী চ'ড়ে গেছে, গোষ্ঠ তা বুঝ্‌লে, এবং অনেক খানি বিস্মিত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—"তোমায় অপমান করলে? কিন্তু তুমি আদায়ে গেলে কেন? ওসব দোকানের লোকেই করতো?"

দাশুর আরও রাগ হ'ল। রূপসীর কথার মর্ম্ম আজকাল সে একটু একটু বুঝ্‌তে চেষ্টা করছিল, তাই ব'ললে "কিন্তু আমার যাওয়াতেই বা দোষ কি ছিল—দা-ঠাকুর? টাকার মালিক যে, তারই চাওয়া নিষেধ না কি?"

গোষ্ঠ ব'ললে "নিষেধের কথা নয়। দেশের লোক কে কেমন, তা কি জানো তুমি? আর বড় কারবার করতে হ'লে, ওরকম ব্যাপারে তো মিনিটে মিনিটে পড়তে হ'বে।...যদি টাকা দিয়েছি ব'লে থাকে, বেশতো এ-কটা দিন যাক্ তার পর খোলা কাছারীতেই চার জনের নামে চারটি

নম্বর গেঁথে আসবো।···ব্যস্ত কেন ?...বলি দাশুদা! :তোমার দা-ঠাকুর তো আর মরে নি হে ?"

দাশু নরম হ'য়ে ব'ললে "অতগুলো টাকা···যদি না আদায় হয়—"

"ব'ললুম তো—আমি যতক্ষণ বেঁচে র'য়েছি, ততক্ষণ এই দোকান থেকে তোমার এক পয়সারও এদিক ওদিক হবে না।···ইংরেজের কোর্ট খোলা র'য়েছে, টাকা আদায় কি আবার একটা ফ্যাসাদ হ'ল ?"

দাশু মাথা নীচু ক'রে ব'ললে—"নালিশ করতে আমার সাহস নেই দা-ঠাকুর!"

"হেঁ:—তুমিই বুঝি ক'রবে ?···বলি আমি কি এতদিন তোমার সব কাজে বুক দিয়ে ছিলুম না ? না আজও নেই ?···নালিশ হবে, তা তোমার কি ?···ওহে!···রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ··· আমি তোমার সেই বান্ধব!···বুঝলে ?" তার পর আরও কিছুক্ষণ এমনিতর বাঁধুনির কথা ক'য়ে, ব'ললে "বেলা হ'য়ে গেছে—মুসলমান পাড়ায় কটা রুগী আছে, যেতে হ'বে।...কই খাতা পত্র গুলো দাও দেখি!...বাড়ীতেই নিয়ে যাই,দুপুরে হিসেব করে ফর্দ্দ করতে হবে—কার কত বাকী!···সময় পাইনে, তাই সব ব্যাটাই আস্কারা পেয়ে বসে!"

কাল রাত থেকেই খাতাপত্র বাড়ীর মধ্যে ছিল।··দাশু আনতে গেল, এবং দু-তিন মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে জানালে "ওগুলো রূপসীই দেখ্‌বে ব'ললে। আপনার সময় নেই যেখানে—"

গোষ্ঠ পরাজয়ের মসীতে মলিন হ'য়ে গেল।···কেন যে রূপসী খাতা দেয়নি, সে জগতের অজ্ঞাত হ'তে পারে, কিন্তু তার নিজের কাছে অতি স্বচ্ছ—জলের মত!······

* * * * আরও এক দিন পরে দোকানের ডান পাশের যে চালায় আড্ডা জ'ম্‌তো, তারই চার দিকে দরমার বেড়া দেওয়া হচ্ছিল। ...ইদানিং আড্ডার জমজমা অনেক কমে এসেছিল; কিন্তু যে কয়জন নিতান্ত টেঁক্‌সই লোক আস্‌তো তাদেরই একজন জিজ্ঞাসা করলে—"দাশুখুড়ো কি শীতকাল আসছে ব'লে চালাটাকে ঘিরে নিচ্ছ?"

দাশু অনেকখানি গম্ভীর হ'য়ে জবাব দিলে "হ্যাঁ।...বিশু ঠাকুরের দরুণ সেই গরুটা কিনলুম কাল। বাড়ীর ভেতর তেমন জায়গা নেই, কিনা,...তাই এটাকে ঘিরে নিচ্ছি।...দোকানের একধারে তোমাদের হারমোনিয়ম, ডুগী-তবলা, আরও সব কি কি র'য়েছে, ওগুলো নিয়ে যেয়ো বাপু!"

......কেউ কেউ ব'ললে—"লোকটার একেবারে দফা রফা হ'য়ে যাচ্ছে।...দ্বিতীয় পক্ষ!"

—পাঁচ—

......শোক-দুঃখ-হাসি-কান্নার ভিতর দিয়ে পূজোর তিনটি দিন সাঙ্গ হ'য়ে গেল। বিজয়ারও দিনমান শেষ হল।

সামাজিক প্রথা অনুসারে, সন্ধ্যার পর দোকান বন্ধ হ'য়ে গেলে, দাশু গোষ্ঠ অধিকারীর বাড়ীতে এবং আরও অন্য অন্য বাড়ীতে প্রণাম করতে গেছলো। রূপসী প্রতিবেশী কন্যা রাসমণিকে ডেকে, নিরিবিলিতে ব'সে

গল্প করছিল। একটু রাত হ'লে, দাশু গোষ্ঠকে সঙ্গে করে বাড়ী ঢুকতে, রূপসী গোষ্ঠকে প্রণাম করলে, কিন্তু পায়ের ধূলো নিতে গিয়ে তার হাতটা দু একবার অবাধ্যতা দেখাচ্ছিল।...

গোষ্ঠ ব'ললে "এখন তো আর ছোট কচি বউ হ'য়ে নেই, নতুন-গিন্নী!...বচ্ছরকার দিনে, ওবাড়ীতে তোমার দিদিদের প্রণাম ক'রে এসোগে! আমরা ঘর আগ্‌লে রইলুম।"

রূপসী দু একটা নিকট পরিচিত বাড়ীতে নমস্কার করবার আশাতেই এতক্ষণ রাসমণিকে আটকে রেখেছিল। ব'ললে "আমি যাবো ব'লেই ব'সে র'য়েছি। ..আপনারা রইলেন, ঘর বাড়ীও রইলো।...আয় রাসু!" তার পর সিন্দুকের চাবিটা আঁচলে বেঁধে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু গোষ্ঠ অধিকারীর বাড়ীর দিকে না গিয়ে, দুচার বাড়ীতে নমস্কার, আলাপ অভ্যর্থনার পর, সে সোজা রাসমণির হাত ধরে, বিশু চাটুয্যের বাড়ীর সামনে এসে দেখ্‌লে—বাহির দরজা বন্ধ!...আস্তে আস্তে কড়া নেড়ে ডাক্‌লে—"নর্ম্মদা!"

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে, অতি মাত্রায় বিস্মিত হ'য়ে নর্ম্মদা ব'লে উঠ্‌লো—"ওমা! বউদি!...কি ভাগ্যি!"

রূপসী গড় হ'য়ে নর্ম্মদাকে প্রণাম করে ব'ললে—"ভাগ্যি সোজা নয় ভাই! বামুনের বাড়ীতে ময়রাণীর আগমন!...কম ব্যাপার নয়!...বাবা কই? প্রণাম করবো চল্—"

নর্ম্মদা কাঁদ কাঁদ হ'য়ে ব'ললে—"বাবা বাড়ীতে নেই বউদি!...দিদির ভয়ানক ব্যারাম,.. চিঠি এসেছিল। বিকেলেই ক'লকাতা গেছেন।"

রূপসী আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ললে "তুই একলা র'য়েছিস?...এই নিঝুম বাড়ীতে · সোমত্ত মেয়ে—! কিন্তু তোকেও নিয়ে গেলেন না কেন?"

নর্ম্মদা মুখ নামিয়ে রইলো, জবাব দিলে না।

রূপসী জিজ্ঞাসা করলে "আজ নাইতে গিয়ে দিদির অসুখের কথা তো বলিসনি কই?"

"তখন জানতুম না। দুপুরে চিঠি এল, বাবা সন্ধ্যের গাড়ীতেই চলে গেলেন।"

নর্ম্মদার দিদির সম্বন্ধে রূপসী কিছু কিছু জানতো। গোষ্ঠ অধিকারীর অনুগ্রহে এবং গ্রামের আরও দু একজনের অনুগ্রহে এই কথা নিয়ে যে সমস্ত কুৎসা রটনা হয়েছিল, তার এক ক্রান্তিও যে সত্য নয়, তাও রূপসী বিশ্বাস করে! কেননা, নর্ম্মদার মুখ থেকে মিথ্যা কথা আর সাজানো কথা যে মোটেই বেরুবে না, এটা অত্যন্ত ধ্রুব।

নর্ম্মদা রূপসীর হাত ধরে ব'ললে "ঘরে চলো বউদি! বাইরে হিম লাগছে।...আয় রাসু!"...তার পর আলোটায় জোর দিয়ে, নিজের বিছানায় রূপসী ও রাসমণিকে বসিয়ে ব'ললে "বাড়ীতে ব'লে এসেছ বউদি?"

রূপসী মৃদু হাসলে।

নর্ম্মদা ব'ললে—"কিন্তু কথা শুনতে হবে না?"

"কথার কারও ধার ধারিনে নর্ম্মদা!...ব'লেও এসেছি বই কি।...এখন বল্ দেখি—কি করে একা একা থাক্‌বি...এই বাড়ীতে?...চার ধারে জঙ্গল, মধ্যিখানে বাড়ী। দরজাটাও আধভাঙ্গা!...আমি না থেকেই ভয়ে ম'রে যাচ্ছি—"

নর্ম্মদা হেসে ব'ললে—"কিন্তু আমি যে থেকেও বেঁচে র'য়েছি বউদি!"

"কি খাবি—রাত্তিরে?"

"দিনের যা ছিল, তাই। মনের অবস্থা ভাল নেই। দিদির অসুখটা নিশ্চয়ই কঠিন হ'য়েছে, তা ন'ইলে হঠাৎ এমনি চিঠি আসতোনা।... বুড়ো বয়েসে বাবাকে যে আরও কত সইতে হবে!...দুটো মেয়ে, দুজনেই সমান জ্বালাচ্ছি!"

রূপসীর মনটা ভিজে উঠ্ছিল। গলা ঝেড়ে ব'ললে "দিদি বুঝি ক'লকাতায় একা থাকেন? বাড়ীতে আর কেউ নেই?"

"না।...কোলে তিন বছরের খোকা। কে-ই বা দেখছে! বাবাকে ব'ললুম আমিও যাই..তা হ'ল না।...ব'ললেন—ট্রেন ভাড়ার টাকা নেই।"

রূপসী ব্যথিত হয়ে ব'ললে—"আমাকে খপর দিসনি কেন? তোকে তো আমি পর ক'রে ভাবিনি নর্ম্মদা?"

"টাকা যে ছিল বউদি? তোমাদেরকে গরু বিক্রী করার দরুণ সব টাকা তো খরচ হয়নি? ..কিন্তু না নিয়ে যাওয়ার অন্য কারণ ছিল—"

রূপসী জিজ্ঞাসু হয়ে চাইতে নর্ম্মদা ব'ললে—"আমার বিয়ে হয়নি ব'লে।...দিদির নামে পাঁচজনে পাঁচরকম কথা বলে—তাতো শুনেছ? ...জামাইবাবু বহুমূত্র রোগে ভুগতে ভুগতে যখন বুঝলেন—জীবনের আশা কম, তখন থেকে দিদিকে নার্সগিরি শিখিয়েছিলেন—মেডিকেল কলেজে।...যদি ভাল মন্দ কিছু হয়, দিদি দাঁড়াবে কি নিয়ে?... আমাদের এই তো অবস্থা!...তার পর জামাইবাবু চ'লে গেলেন। দিদি তখন পাশ করা নার্স। খোকার বয়েস দুবচ্ছর।"

রূপসী জিজ্ঞাসা ক'রলে "শ্বশুর বাড়ীতে কেউ ছিল না?"

"থাকবে না কেন?...তবে শ্বশুর শাশুড়ী নেই। যারা ছিল, তারা খোঁজ নিলে না। তা ছাড়া এমনিতেও কেউ খাওয়া পরার ভার নিতে

রাজী হতনা। এদিকে আমাদের যা অবস্থা···পেটে ভাত জোটে না, আমি গলায় গলায়!...বাবাও কিছু করে উঠতে পারেন নি! কিন্তু এই নিজের পায়ে ভর দিয়ে খোর পোষ চালানো আর ছেলে মানুষ করার ব্যাপারে বাবা দিদিকে সম্পূর্ণ মত দিয়েছিলেন।···বাবা বলেন—মন খাঁটি করে নিজের কাজ করে যাবে, তাতে যদি সমাজের বাধা আসে, তা হ'লে সমাজ নিজেই ঠক্‌বে।···দিদি ঠকেনি, মাসে তার দুশো টাকা রোজগার। ঠক্‌লেন খালি বাবাই। আমি গলায় বিঁধে রইলুম—কাঁটার মত!"

রূপসী ব'ললে "ভাবিস্‌নি নর্ম্মদা! কে কার কতখানি করতে পারে? ভগবান যদি না সহায় হন!...লোকের অকথা কুকথা সব আসল দিনে ধুলো পড়ার মন্তরে উড়ে যাবে। জোর জবরদস্তিরও দরকার হবে না; খোসামুদীরও দরকার হবেনা। ভুল, সে আগাগোড়া ভুলের মাল মসলাতেই তৈরী!··সত্যিকার চেহারাখানা চোখে পড়লে, মানুষে আর কাঠ মাটির গড়া জিনিস দেখতে চায় না।···কিন্তু এখন মস্ত ভাবনা—বাবা যে কদিন না আসতে পারেন, সে কদিন তুই কেমন করে থাকবি?"

নর্ম্মদা করুণ হাসি হেসে ব'ললে "আমার তরে তুমি একটুও ভেব না বউদি! বাবাকে মাঝে মাঝে এমন কত দিনই তো ক'লকাতায় যেতে হয়! লোকে এই নিয়ে কত কথা কয়। কিন্তু তুমিই বল বউদি! নিজের মেয়ে তো? আমি যেমন, দিদিও তো তেমনি?...মাথার ওপর কেউ নেই...বাবা বেঁচে থেকে, ভুলে থাক্‌বেন কেমন করে? এদিকে আমাদের দেশের লোকে উল্টো বুঝে মুখে যা আসে, তাই ব'লে গালা গাল দেয়।"

দেশের লোকের মধ্যে যে যা ব'লতো, তাদের গোড়ার পাণ্ডা ছিল

গোষ্ঠ ঠাকুর। রূপসী নর্ম্মদার দিক থেকে সমস্ত লোকের অভিযোগের মধ্যে গোষ্ঠকেই মূল ভেবে, অন্তরে অন্তরে অতিশয় রুষ্ট হ'য়ে উঠলো। কিন্তু এই রোষটুকু আজ তার নূতন নয়। ব'ললে—"নর্ম্মদা! কথায় বলে দিন যায়, কথা থাকে!...দুর্দ্দিন তার পালা শেষ করে যখন সুদিনের হাসি ব'য়ে আনবে, তখন সব কষ্টই ঘুচে যাবে ভাই! কেবল থাকবে—গোষ্ঠ অধিকারীর কু কীর্ত্তির কথাগুলো!...কিন্তু এমনি ভাবে ব'সে থাকলে তো আর চ'লবেনা নর্ম্মদা!...বাবাকে এই সব ব'লতেই আমি আজ এসেছিলুম। তোর বিয়ের অবস্থা...। ক'রলে ভাল দেখাচ্ছে না। যেখানে হোক্ ঠিকঠাক্ করতেই হবে।" তারপর নর্ম্মদার এক থালা হাতে ঝাঁকানি দিয়ে ব'ললে "লোকের কথায় কান না দিলেও তোর মনের কথায় কান দিতে হবে তো?...তোর যে দিনে দিনে—মানাতো মানে না প্রাণ—হ'য়ে চ'লেছে?"

নর্ম্মদা লজ্জিত হয়ে ব'ললে "তোমার সব কথাতেই ঠাট্টা! কাঁদতে ব'সেও একবার না হাসলে তোমার সময় কাটে না!.. হাত ছাড়ো—রাসুকে মিষ্টিমুখ করাই—"

রূপসী ব'ললে—"আর আমাকে বুঝি তেঁতোমুখ করাবি বটে?... তবু বিয়ের ঘট্‌কী হ'তে হ'তে ফ'স্‌কে গেলুম।"

নর্ম্মদার মুখখানা ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল। নিজেরই অজ্ঞাতে ব'লে উঠলো—"সেকি!"

রূপসীর বিদ্রূপ করাতো হ'লই না, বরং দুঃখটাই তাকে বেশী করে পীড়া দিতে লাগলো।...আহা! আশাহতা—বেচারী!

নর্ম্মদা জিজ্ঞাসা করলে—"হঠাৎ ব'লতে ব'লতে থেমে গেলে কেন বউদি?"

"আজ ব'লবোনা, আর একদিন শুনিস।...এখন রাতের বেলায় একলা থাকবি কেমন করে তার হিসেব দে! আমারও রাত হ'য়ে যাচ্ছে।"

"আগেই যে ব'ললুম—আমার তরে ভাবতে হবে না? একলা আমি কতদিন থাকি! বাবা যখন দিদিকে দেখতে যান, তখন এমনি করেই আমাকে থাকতে হয়।...তা হলে তোমরা এসো;...কাল নদীর ঘাটে দেখা হবে।"

রূপসীর ফিরবার সময় উতরে গেছলো, কিন্তু নর্ম্মদার বর্ত্তমানের অবস্থা ভেবে, যথেষ্ট তাড়াতাড়ি থাকলেও সে যেতে ভরসা পাচ্ছিল না। খানিকক্ষণ নীরব থেকে ব'ললে—"এক কাজ কর নর্ম্মদা!—রাতের মতন আমার সঙ্গে চল! সকালে কেউ না উঠতে, একেবারে নেয়ে বাড়ী ঢুকবি।"

নর্ম্মদা রাজী হ'ল না। ব'ললে "একলা থাকার সাহস আমার ঢের বেশী আছে বউদি! কিন্তু এতখানি অখ্যাতির বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে, কাল আর পথে বেরুবারও মুখ পাবো না। তোমাকেও ভুগতে হবে, আমারও ভাল হবে না।"

রূপসী বেশী ক'রে বুঝিয়ে বলবার যোগ্যতা পেলে না। অবিবাহিতা হ'লেও নর্ম্মদার বুঝে চ'লবার মত ঢের বেশী বয়স হ'য়েছিল। হিন্দু বাঙালীর ঘরের মেয়েরা যে বয়সে স্বামীর ঘরে যায়, নর্ম্মদার বয়স তার চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে পড়েছে। আর আশৈশব একলা ঘরে মানুষ হ'তে হ'তে, জ্ঞান পাওয়ার কিছুদিন পরেই, ছোটখাটো—যেমনই হোক, সংসারের কর্ত্তৃত্ব হাতে আসায়, তার অনেক কিছু জানবার সুযোগ এসেছিল।

নর্ম্মদা ভাঙবে তো নুইবে না, এটুকু রূপসী তার কথার দৃঢ়তা দেখেই বুঝতে পারলে।...নিতান্ত ক্ষুন্ন না হ'লেও নিশ্চিন্ত হয়ে সে বাড়ী ফিরতে পারলে না।...বাড়ীতে আসার পরও নর্ম্মদার অসহায়তা কল্পনা করে কেবলই মনটায় অস্বস্তির ঘনছায়া অনুভব করছিল।...

গোষ্ঠ অধিকারী অনেকক্ষণ চ'লে গেছে। দাশু ফুটফুটে চাঁদের আলোতে মাদুর বিছিয়ে, দাওয়ার উপর আধ-শোয়া হয়ে চিন্তার জাল বুনছিল,—এমনি সময় রূপসী ফিরে এল।

দাশুর আনমনা অবস্থায় রূপসী তার পায়ের গোড়ায় মাথা ঠেকাতেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সলো।

রূপসী ব'ললে—"কি—চ'মকে গেলে যে? ··ভেবেছ আর কেউ বুঝি?"

প্রৌঢ় দাশু, ষোড়শী রূপসীর মুখ থেকে সুরু করে সারা দেহখানার দিকে চাইতেই, তার মনের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ-শিহরণ এল!...তখন আকাশের মাঝখান থেকে এক ঝলক্ চাঁদের আলো, রূপসীর মুখখানায় ছিট্‌কে প'ড়ে, কেবলই লুটোপুটি খাচ্ছিল।...

রূপসী স্বামীর ভাব দেখে, না হেসে থাকতে পারলে না—"কি গো! আজকের দিনে, আমাকে চিবিয়ে খাবে না কি?...প্রণাম করলুম, একটা আশীর্ব্বাদও করতে হয় না বুঝি?"

দাশু রূপসীর একখান হাত নিজের বুকের কাছে ধরে ব'ললে "আমার এই বুকখানার কাছে কাছে—এমনি ক'রে মিশে থেক' রূপো! ...ঘা খাওয়া লোক, ভরসা আসে না!"

রূপসী মাদুরের উপর ব'সে, স্বামীর কোলে মাথা রেখে ব'ললে "আজ

তোমার কাছে বিজয়ার যে আশীর্ব্বাদ পেলুম, এইটুকুই আমার চিরজীবি হোক্!...কিন্তু কি ভাবছিলে...একলাটি?"

দাশু অভিভূতের মত ব'লে উঠ্‌লো—"তোমার কথাই রূপসী! কিচ্ছু না।...খালি তোমাকেই ভাবছিলুম।..."

"কেন তোমার দা-ঠাকুর ছিলেন যে?"

"এই একটু আগে তিনি চ'লে গেলেন।...ওঁদের ওখানেই বুঝি দেরী হ'ল?...ঠাক্‌রুণ খুব খাওয়ালেন তো?"

"হ্যাঁ গো! এ বেলায় ঘরের খাবার বেঁচে গেল! গলায় গলায় উঠ্‌ছে!"

দাশু খুসী হয়ে প্রশ্ন ক'রলে—"ক-টাকা দিয়ে প্রণাম করলে?"

রূপসীর সামান্য একটুখানি রাগের মত হয়েছিল। কিন্তু সামলে নিয়ে জবাব দিলে "গরীব মানুষ, টাকা কোথায় পাবো? ..কিন্তু আজ্‌কের দিনে হাজার বকা বকি কর,—আমি মিথ্যে ব'লতে পারবো না—তোমার মন্ত্রী ঠাকুরের বাড়ী আমার যাওয়া হয়নি।"

দাশু চমকে উঠ্‌লো—"সেকি! যাওয়া হয়নি? দা-ঠাকুর, তুমি যাবে ব'লে দোকান থেকে সন্দেশ রসগোল্লা সব নিয়ে বাড়ীতে রেখে এলেন আর তুমি গেলে না? ছি ছি কি ভাববেন বল তো?"

রূপসী একটুও আশ্চর্য্য হ'ল না। ব'ললে "সন্দেশ রসগোল্লা রেখে এসেছেন, ওতেই আমার যাওয়া হয়েছে। একটুও ভাববেন না। আমার যেখানে যেতে ইচ্ছে হবে না সেখানেও যেতে বলবে? তার ওপর নর্ম্মদার কাছেই কথা কইতে কইতে অনেক খানি রাত হয়ে গেল।"

"তা হ'লে এতক্ষণ বিশু ঠাকুরের বাড়ীতে ছিলে বুঝি? কিন্তু কাল একটিবার দা-ঠাকুরের বাড়ীতে যেয়ো। আমিই না হয় রেখে আসবো। কি বল যাবে?"

"বেশতো; আজকের রাত গিয়ে, কালই তো হোক? তুমি রেখে আসবে আর আমি যাবো না?...ওসব কথা বাদ দিয়ে, এখন কি খাবে বল?"

দাশু রূপসীর হাত দুটো নিজের গলায় জড়িয়ে নিয়ে ব'ললে "আজ আর নাই বা খেলুম রূপসী? বেশ তো রয়েছি?"

"এমনি করে থাকলেই পেট ভরবে? কিন্তু আমার পেটটার সবটুকুই খাঁ খাঁ করছে।...একদম খালি।"

দাশু বিস্মিত হ'য়ে ব'ললে "সেকি! কেন ওদের ওখানে—"

রূপসী কথার মাঝখানেই বলে উঠলো "গরীবের বাড়ী; ওদের ওখানে গোষ্ঠ ঠাকুরের ঠকানো পয়সার ছড়াছড়ি যায় না। নর্ম্মদার বাবা যদি আমাদের দোকানে আসা যাওয়া করতেন, আর গোষ্ঠ ঠাকুরের মতন চালাকী জানতেন, তা হ'লে আজ কেন, এমাসের ক-টা দিনই খেতে হ'ত না।...চলো খাবার নিয়ে আসি। তুমি পেসাদ করে দেবে, আর আমি খাবো, বেশ?"

দাশু ব'ললে "বেশ।"

পরের দিন অল্প বেলা হ'তেই গোষ্ঠ এসে দাশুর উপর ভয়ানক তোড় জোড় সুরু করলে "বউএর কথায় ওঠাবসা করছো দাশুদা! লোক—লৌকুতোর ধার দিয়ে মাড়াও না। কাল অতকরে বললুম তবু রাণীঠাকরুন ভুলেও একবারটি যেতে পারলেন না। কত দিন ধরেই যে ফিকির খাটাচ্ছেন, কেন আমরা কি জাতে ঠেলা? বামুন নই?...

এখনও জপ তপ না করে জল খাইনে। এত বড় গাঁ খানায় আমার মতন কজন লোকে পূজো আহ্নিক করে শুনি?"

দাশু ভা—রি থত মত খেয়ে গেল। বললে "দুপুরের সময় আমিই ওকে রেখে আস্‌বো দা-ঠাকুর! আজ নিশ্চয়ই যাবে। কাল রাত্তিরে যেতে পারেনি বলে খুব দুঃখু করছিল।"

"সে তোমাদের কর্ত্তা গিন্নীর মর্জ্জী;" ব'লে গোষ্ঠ দোকান থেকেই বাড়ী ফিরে গেল। আজ আর রূপসীর সাথে দরবার করতে বাড়ী ঢুক্‌লো না।

রূপসী নেয়ে এসে তার তপনদাকে চিঠি লিখ্‌বার মতলব করছিল, এমনি সময় হঠাৎ এক জনের আগমনে, মনস্থ কাজে বাধা পড়লো।

যে এল, সে স্ত্রীলোক। এই গ্রামেরই দুলে পাড়ার টহল দুলের স্ত্রী, নাম বিলাসী; কোলে খুব হাড়গোড় বেরুনো একটি দুতিন বছরের ছেলে। মেয়েটিকে রূপসী দু একবার দেখেছিল। জিজ্ঞাসা করলে "কিছু দরকার আছে বিলাসী?"

বিলাসী প্রথমে কথা কইতে পারলে না। চোখ মুখ মুছে অনেকক্ষণ পরে বললে "বড্ড কষ্টে পড়েছি মা! নমুদিদি তোমার নাম করতেই ছুটে এসেছি।...মিন্‌সের আজ আট দিন ধরে জ্বর, ঘরে খোরাক নেই, তার ওপর বিপদ—গোষ্ঠ ঠাকুর ভিটে টুকু বোধহয় রাখবেন না।"

রূপসী কিছুই জানতো না। জিজ্ঞাসা করলে "নর্ম্মদা ব'ললে আমার কাছে আস্‌তে? ভাল হ'য়ে ব'স্।.. কি হয়েছে?—"

বিলাসী ব'লতে লাগলো "এই কোলের ছেলেটা, বুঝলে মা!—রোগে ভুগছিল। গোষ্ঠ ঠাকুর ওষুধ দিয়ে তিন মাসে সারায়। ঠাকুরকে

পাঁচ টাকা দিয়েছিলুম, আর কিছু দিতে পারিনি। সে টাকাও আবার মিন্‌সে সিংহীদের দোকানে মজুর দেবে বলে ধার করে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু রোগে রোগে মিন্‌সে এমনিতেই ম'রে আছে, খাটতে পারলে না। সিংহী বাবুরাও কেবলি তাগাদা সুরু করেছে, কি করি উপায় নেই—"

রূপসী জিজ্ঞাসা করলে "তোরা আরও কিছুদিন সময় নিলিনি কেন?"

"নিয়েছিলুম মা! কিন্তু গোষ্ঠ ঠাকুরের ওযুধের দাম পাওনা হয়েছে ব'লে জুলুম ধরলে। শেষকালে বামুনের হাতে পায়ে ধরে সব কথা জানা'তে, বামুন নিজেই কি ভেবে টাকা ধার দিতে চাইলে। সব বাড়ী খানা বাঁধা রেখে গোষ্ঠ ঠাকুরের কাছে টাকা নিয়ে পাঁচ টাকা সিংহীবাবুদের শোধ করলুম, আর পাঁচ টাকা ঠাকুর ওযুধের দাম ব'লে কেটে রাখলে। এখন সুদে আসলে পাঁচ গণ্ডাটাকা বাকী হ'য়েছে। খোলা কাচারীতে নালিশ হবে।"

"কে ব'ললে?"

"ঐ গোষ্ঠ ঠাকুরই কাল বলে এলো—টাকা না দিলে আর রাখবে না। এখন যা হয় ক'রে বাঁচাও মা! ছোট লোককে কেউ ভরসাও দেয় না। দুএক জন বলে—বাড়ীর কাছে যে পাঁচ কাঠা জমী আছে, তাই বাঁধা রাখতে। কিন্তু সব গেলে খাবো কি? টাকাই বা শোধ হবে কি করে?...মিন্‌সের যা অবস্থা, উঠতে গেলে চোখে আঁধার দেখে!"

"গোষ্ঠ ঠাকুর কি বলে?—টাকা না দিলে নালিশ করবে?"

"হ্যাঁ। বলে—হয় টাকা দে, নয় ঐ পাঁচ কাঠা জমী লিখে দে! সব

শোধ হয়ে যাবে।…নমুদিদি ব'লছিল—তোমার কাছে এলে যা হয় সাধ্য-মত করবেই।… পেটে ভাত জোটেনা মা!…ছেলে পুলে নিয়ে—"

রূপসী করুণ হয়ে বিলাসীর দিকে চেয়ে ব'ললে "আর কারও বাড়ীতে বলিসনি কেন ?"

"সবাই এক কথা কয়—জমী রেখে টাকা দেব। তুমি যদি গোষ্ঠ ঠাকুরকে একবার ব'লতে মা!…টাকা আমরা দেবই ; যেমন করে পারি —গতর খাটিয়ে হোক্, জমীর ফসল বেচে হোক,…কেবল কিছু দিন সময় চাচ্ছি।"

রূপসী কিছুক্ষণ ভেবে ব'ললে "কাকেও আমি ব'লতে পারবো না বিলাসী! পাঁচগণ্ডা টাকা বরং আমার কাছ থেকে নিয়ে যা!…গোষ্ঠ ঠাকুরকে অনুরোধ করা আমা হ'তে হ'য়ে উঠবে না।"

বিলাসী কান্না রাখ্‌তে পারলে না, ব'ললে "তুমি ছাড়া এমন কথা আর এ গাঁয়ের কেউ বলেনি মা! এক নমুদিদি—কিন্তু ভগবান তাদের মেরে রেখেছেন।"

রূপসী বেশী কথা কইলে না। তখনই কুড়ি টাকা বিলাসীর হাতে দিয়ে জানালে—"যদি কাকেও বলিস তাহ'লে আর কখনো দরকার হ'লে মিলবে না। যা, টাকা শোধ দিয়ে দলীল খানা ফিরিয়ে নিস্।"

বিলাসী চোখ মুছতে মুছতে চ'লে যাচ্ছিল, রূপসী আবার তাকে ডেকে ব'লে দিলে "দলীল নিয়ে, হাতে হাতে টাকা দিবি। দলীল না পেলে টাকা ছাড়বিনি।"…

…রূপসীর আর চিঠি লিখবার কথা মনে হ'ল না। সকাল বেলাতেই নিতান্ত অশুভ এই ঘটনার কথা শুনে তার ভিতরটা কি এক দাবানলের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছিল। সামান্য ছোট একটুকরো পল্লী, অত্যন্ত সীমাবদ্ধ

যার লোক সংখ্যা, তারই মধ্যে এতখানি নির্ম্মমতার শাসন, আর স্বার্থের এলো মেলো স্বেচ্ছাচার! যার নাই, তার কিছু থাক্‌বেনা, আর যার আছে, তার পাওয়ার চাইতেও বেশী করে পেতে হবে! ধর্ম্মের দিক্ দিয়ে না মিললে অধর্ম্মের ডঙ্কা বাজিয়ে ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা লাভ করেও মানুষ সন্তুষ্ট নয়। ক্ষুদ্রকে তার অতিক্ষুদ্র ছেঁড়া আসন থেকে টেনে, পথের ধূলোয় অথবা ধ্বংসের বিকট স্তূপে না বসাতে পারলে, এখনকার বড়দের অতি বড় আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি আসেনা! কেবল দেহি! দেহি!···অভাব নাই, অভিযোগ নাই, দৈন্য নাই, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা বুকের কানায় কানায় উপচে পড়ে—সদাই চাই, আরও চাই! যত হাতে আসে!

গোষ্ঠ অধিকারীর কোন অপ্রতুল নাই, কিন্তু ভাগ্যহীন গরীব এই স্কুলের নগণ্য একটুক্‌রো বসত বাড়ী বা জমীর স্বত্বটুকু দখলে না এলে, তার ঘুম হচ্ছে না!

সংসারের এই-ই আজ কালকের রীতি! কেউ পাঁচ টাকা এক কথায় বাজে খরচ করে, কেউ বা পাঁচ পয়সার তরে অনাহারে দিন কাটায়।

রূপসী আরও ভাবলে—এই গোষ্ঠ অধিকারী প্রবঞ্চনার ফাঁদে ফেলে তার স্বামীর যথাসর্ব্বস্ব হরণ করার মতলবে যা করে এসেছে, এক তিলও তার অজানা নাই, কিন্তু বন্ধুত্বের ছলাকলায় ভুলিয়ে প্রকৃত শাঠ্যের দোকানদারী আজ রূপসীর কাছে গোপন না থাকলেও, এমনি সর্ব্বনাশের স্বেচ্ছাকৃত লীলা যে কেবলই এক জায়গায় সীমাবদ্ধ নয় সে এই বিলাসীর কথায় এত দিনে তা বুঝ্‌তে পারলে। কিন্তু দুর্ব্বল নারী হয়ে, সবলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি রূপসীর কতখানি আছে, নিজের

মনে মনেই সে তার জমা খরচ রাখে না। অথচ গোষ্ঠর মত লোকে ক্রমাগত বল পায়—আর একজন বুদ্ধিহীন বল-হারার বুকের রক্ত জোঁকের মতই নিঙড়ে নিঙড়ে চুষে খেয়ে।

সিন্দুকটা খোলা, আর রূপসী তারই সামনে ব'সে বাইরের যা কিছুর সীমা হারিয়ে সুদূর অথবা অদূর কল্প-লোকের প্রাবাসী! বাস্তবের বাঞ্ছা করা জগতে সে ব্যর্থতার আঘাতে আহতা…সকল হারা কাঙালী। কিন্তু কল্পনার সীমান্তে দাঁড়িয়ে, আজ তার এই স্তব্ধ নিষ্ফল… কোটী উচ্চ আশার তাড়নায় আপনি নুয়ে পড়ে।…উৎসাহ কেবলই ডাক দেয়—ওরে! আয় ছুটে আয়!

দাশু এসে ডাক্‌লে "অমন ধারা ব'সে রয়েছ যে? সিন্দুক খোলা! …কি ভাবছিলে?"

তাড়াতাড়ি সিন্দুকে চাবি দিয়ে রূপসী উঠে দাঁড়ালো। দাশু জিজ্ঞাসা করলে "কি হয়েছে? সিন্দুক খুলে—"

রূপসীর ইচ্ছা হ'ল এখনই এইদণ্ডে গোষ্ঠ ঠাকুরের নূতন কীর্ত্তির ইতিহাস খানা স্বামীর বিশ্বাসনত চোখ দুটোর সুমুখে টকটকে করে এঁকে দেয়! কিন্তু তা দিলেনা। নিজের মনটাকে যেদিন সে বুঝিয়ে দিতে পারবে যে স্বামী তার গোষ্ঠকে চিন্‌তে পেরেছে, ঠিক সেই দিনই যথাকর্ত্তব্য করতে রূপসী এক লহমাও পিছন ফিরে চাইবে না। ব'ললে "সিন্দুক খুলে বন্ধকী গহনা গুলোর হিসেব দেখছিলুম।"

"মিল্‌লো?"

"কি জানি বোধ হয় মিল্‌বেনা। আর একবার সময় করে দেখতে হবে। একদিন দেখেছিলুম জিনিষের সঙ্গে আর লেখার সঙ্গে মিল্ হয়নি।"

"তার মানে ?"

"যতগুলো জিনিষ খাতায় লেখা র'য়েছে, সিন্দুকে ততগুলো নেই।"

"তবে মিলিয়ে দেখলে না কেন—আজই ?"

"ওবেলা দেখবো, বেলা হয়ে গেছে। উনুন ধরাতে হবে।"

দাশু বিস্মিত হয়ে ব'লে উঠলো—"সেকি! দা-ঠাকুরের ওখানে নেমন্তন্ন রয়েছে যে ?...যাবেনা ?"

শক্ত গলায় রূপসী জবাব দিলে—"না"

ভয়ে ভয়ে দাশু জিজ্ঞাসা করলে 'কাল যে ব'লেছিলে—যাবো ?"

"দেখ, ছেলেবেলায় মার মুখে শুনেছিলুম—বিজয়ার পরের দিন, কারও বাড়ীতে খেলে, সম্বচ্ছর ঐ পরের বাড়ীরই ভরসা করতে হয়।...আজকের দিনে নিজের বাড়ীতে ব'সে, দিব্যি আরামে আমি রাঁধবো আর তুমি হাসিমুখে খাবে। তার পর আমি পেসাদ পাবো।...বুঝলে ?"

দাশু খুব খুসি হয়ে বললে "আচ্ছা..."

...বিকেলে হঠাৎ আকাশে মেঘ করে এল। রূপসী তার লক্ষ্মী পুজোর হাট বাজার করবার ফর্দ্দ দিয়ে দাশুকে বাজারে পাঠাচ্ছিল কিন্তু মেঘ দেখে বারণ করলে।

শরৎ কালের আকাশটার বুকে পাষাণ চাপা দিয়ে কালো মেঘের রাশ কেবলই জমা হয়ে উঠছিল। রাতের বেলায় রাসমণি এবং আর একজন বর্ষিয়সীকে সঙ্গে নিয়ে, নিজে প্রত্যেক ভদ্র লোকের বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ করে আসবে ব'লে রূপসী তারই একটা পাকা পাকি ব্যবস্থা ঠিক করছিল কিন্তু মেঘের গর্জ্জন আর সাজন দেখে যেতে সাহস করলে না।

দোকান বন্ধ হয়ে গেছে।...রূপসী ঘরে আলো জ্বালতে যাবে;

এমনি সময় বিলাসী এসে হাজির! দাশু বাড়ীর মধ্যেই ছিল। পাছে স্বামীর সামনে সব কথা প্রকাশ হয়ে যায় এই আশঙ্কায় খুব কাছাকাছি হয়ে জিজ্ঞাসা করলে "মেঘ মাথায় এসে পড়লি যে ?"

বিলাসী ব'ললে "গোষ্ঠ ঠাকুর টাকা নিলে না মা !·· পাঁচগণ্ডা টাকা দিলে শোধ হবে না। বলে--আসল টাকাই পাঁচ কুড়ি, কেবল সুদ পাঁচ গণ্ডা। ঐ সুদের পাঁচ গণ্ডা দিলে এখন আর নালিস হবে না।"

রূপসী কতক কতক বুঝতে পেরেছিল। ব'ললে "তোরা, ধার নিয়েছিলি কত ?·· দশ টাকা তো ?"

"হ্যাঁ। সিংহীবাবুদের পাঁচ আর ঠাকুর মশায়ের পাঁচ।"

রূপসী অল্প হেসে বললে—"তাহলে একশো টাকাই হয় বটে। তুই সব কথা ভাল বুঝ্‌বিনি। দলীলে একটা শূন্যি বেশী উঠে গেছে। তা যাক্! নালিশ হয়, হোক্; ভয় নেই। দরকার হ'লে পাঁচ কুড়িও তোকে দেব। ও পাঁচগণ্ডা এখন রেখে দে।···মেঘ ভেঙে পড়ছে, বাড়ী যা।"...হঠাৎ মেঘের দিকে চেয়েই ঝাঁ করে তার নর্ম্মদার কথা মনে পড়ে গেল। বিলাসীকে ব'ললে "যাবার পথে, একবার নর্ম্মদার কাছ হয়ে যাস্‌তো বিলাসী! সে একলা আছে, যদি না থাক্‌তে পারে, তা হ'লে সঙ্গে করে এখানে রেখে, তুই বাড়ী যাবি,·· আস্‌তে না চাইলেও আমি যেন খবর পাই।...আর এক কথা—তোর বাড়ীর খরচা আছে তো ?··· চ'লছে কি করে ?"

বিলাসী মুখ নামিয়ে রইলো দেখে বললে "লজ্জা নেই বল—"

"তোমাকে আর কত ব'লবো মা ?—মুখ নেই বলবার। ছেলেটা আর মিন্‌সে ও বেলা দুটি খেয়েছিল, কিন্তু পেট ভরে নি।"

"আর তুই ?"

"আমার কথা একটুও ভাবিনি মা !—"

রূপসী চট্‌করে দুটো টাকা এনে বিলাসীর হাতে দিয়ে ব'ললে "যা ! কিন্তু নর্ম্মদার কথা মনে থাকে যেন।"

…ঘরে আস্‌তে দাশু জিজ্ঞাসা করলে—"ওকে কি দিয়ে এলে ?"

"টাকা।"

"কিছু কিন্‌তে বুঝি ?"

"হ্যাঁ।…আলো জ্বালি, দাঁড়াও !"

…তখন ঝড়ের দোলায় চ'ড়ে বৃষ্টি নেমেছিল—প্রলয়ের মাতন নিয়ে !

রূপসী মৃদু হেসে বললে—"এবারে তামাক চাই তোমার এক কলকে—বটে ?…কি রকম থাপ্‌ছাড়া হ'য়ে ব'সে রয়েছ—"

দাশু দাঁড়িয়ে উঠতেই রূপসী ব'লে উঠলো—"কোথায় ?"

"সেজে নিয়ে আসি ?"

রূপসী তাকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ললে "এই ঝড়ের রাতে আমার সঙ্গে আড়ি করলে ভাল হবে না কিন্তু—"

ঠিক এই সময়টিতেই বিলাসী খুব জোরে হেঁকে বলে গেল—"নর্ম্মদা পারবে একলা থাক্‌তে—"

—ছয়—

কিন্তু একলা থাকার সাহস নিয়েও নর্ম্মদার মনের আগাগোড়ায় আশঙ্কার-আঁধার ঘনিয়ে আসছিল।

মেঘের হুঙ্কার কানে বাজে, অমনি তার সাহসের শক্ত বাঁধনটা ভয়েরই দিকে এগিয়ে যায়! আকাশের বুক চেরা বিদ্যুতের ভৈরবী হাসির ছটাটুকু ভাঙা ঘরের ফাঁক দিয়ে চোখের সুমুখে ছিট্‌কে পড়ে, অমনি তার বুকথেকে কান্নার হাজার তুফান ঠেলে ওঠে! ধারায় ধারায় শতধারে চোখ গ'লে অশ্রু ঝ'রে পড়ে—অঝোরে শোণিতের স্রোত বুকে নিয়ে! …এই কিশোর জীবনের কোণে কোণে জমায়িত অসংখ্য কামনা কল্পনার রাশ একটি একটি করে জেগে উঠছিল নর্ম্মদার·· তার অজানিতে, আপনা হতে—না চাইতে! আশার আশ্বাস নাই, তবুও মনে তার অযুত সাধের বিস্তৃত সৌধ গড়ে উঠেছিল, সে কেবল ভেঙে চুরমার হয়ে ধূলোয় লুটিয়ে পড়তেই!

আজ আকাশ ভুবন একসঙ্গে ধ্বংসের মাতন নিয়ে ফেটে পড়ছে! ·· বিশ্বের স্বাবাভিক বৈচিত্রের মাঝখানে প্রলয়ের সাথে লড়াই করতে তৃণ হতে লতাগুল্ম পর্য্যন্ত কেউ নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে নেই!…কিন্তু নর্ম্মদার কি আছে? কাঙালীর বুকে ভয়ের ঘনরোল বেজে উঠছে, সহস্র স্রাবে যাতনায় উৎস ছুটে পড়েছে, কিন্তু আত্মরক্ষার অস্ত্র তার হাতের কাছে নাই! কোথায় আছে, তাও না-জানা!

অবলা উপায় হারা নারীর সমস্ত উপায়-হীনতার আবরণকে দুহাতে

টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে, আশ্বাসের মধু প্রলেপ বুলিয়ে দিতে, তার আজন্মের অশেষ মমতায় ঘেরা জন্মপল্লীর কেউ জেগে নাই! বিপন্ন পিতা বিপদের বোঝা নিয়ে সুদূর প্রবাসে, আর কেউ-না-থাকা কন্যা, আপন নিরাপদ নীড়ে আপদের ফাঁসি গলায় বেঁধে - একা!

রূপসীর কথা যে নর্ম্মদার মনে হচ্ছিল না, তা নয়। কিন্তু সাধ করে একলা থাকার সাহস জানিয়ে সে রূপসীর আহ্বান কানে তোলে নি! অথচ এই রাক্ষসী লীলার বুকের উপর চরণ ফেলে এক পাও বাইরে বাড়াবার শক্তি নাই!

যত রাত বাড়ে, ঝড় বাদলও ততই বেড়ে উঠে। নর্ম্মদা চোখ বুজলে বিভীষিকা দেখে, আবার তাকিয়েও স্বস্তি পায় না।

দশটা বেজে গেছে। ঘরের ভাঙা চাল বেয়ে যে জায়গায় জল পড়ছিল তারই পাশাপাশি জিনিষ গুলো সরিয়ে রাখতে গিয়ে হঠাৎ কাণে গেল – ঝড় জলের হাহাকারকেও ছাপিয়ে অত্যন্ত খেদের সুরে কে যেন ডাকৃছে! কিন্তু কাকে ঠিক বুঝলে না। সামান্যক্ষণ কাণ পেতে শুনবার চেষ্টা করলে কিন্তু অনুমান হ'লনা। পাশের ফাঁকা মাঠটার কাছাকাছি বুনো যায়গা থেকে জল বাতাসের ঘা-খাওয়া কতকগুলো শিয়াল কুকুরের কান্না শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু ঝড়ের শব্দ আর জলের ঝাপ্টানীর সঙ্গে মিশে তাও ক্রমে অস্পষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে!

নর্ম্মদা জিনিষ পত্র সরিয়ে বিছানার কাছে এগিয়ে আসতেই আবার শব্দ পেলে—অনেক খানি স্পষ্ট!...ডাকাডাকির সঙ্গে তাদের ভাঙা দরজাটায় কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে, এমনিতর ধারণা হতেই, পশ্চিমের জানলাটা খুলে দেখতে যাবে—একটা বাতাস এসে ঘরের আলো নিভে গেল।...তখন ডাকাডাকি থেমে গেছে।

নর্ম্মদা আঁধারেই কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল ; কিন্তু যে শব্দ এতক্ষণ ধরে সে দূরে শুনছিল, এখন সেই শব্দই তার ঘরের দরজায় !...দু তিনবার বন্ধ দুয়ারটায় আঘাত আস্‌তেই সে ভয়ে, বিছানায় উপুড় হয়ে লুটিয়ে পড়লো ।...“ঠাকুর ! মধুসূদন !..আজ আমার কেউ নেই—শুধু তুমিই—”

আবার ধাক্কা ।...নর্ম্মদা উঠে বসলো । কিন্তু আলো জ্বালতেই আবার নিভে গেল ।...জানলাটা তখনও খোলাই ।

স্পষ্ট আওয়াজে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কে যেন বলছে—শীগ্‌গীর দরজা খুলুন ।

অচেনা, আচমকা শোনা এই ডাকে, নর্ম্মদা তার নিরালা কক্ষের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটুও সাহস আনতে পারলে না । ভয়ের কাঁপনে দাঁড়াবার শক্তিটাও ক্রমে শ্লথ হয়ে আসছিল ।......যে ডেকে ডেকে দূর থেকে কাছে এসেছে, একটু বিলম্বে সে-ই যে ঘরের মধ্যেও আস্‌বার ক্ষমতা রাখে, এটুকুই অনুমান ক'রে, কোন রকমে সে খুব ছোট ক'রে বললে “আপনি কে ?”

জবাব এল—“শীগ্‌গীর খুলুন ! আমি তপন—”

তপন !!...নর্ম্মদার ভয় হ'ল কি আশ্বাস এল, না কী হ'ল, কিছুই বুঝবার শক্তি রইলো না । খোলা জান্‌লার পাশে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো—এর মানে কি ? পরিহাস, না অত্যাচার, না সান্ত্বনা ! কি এ ?......এই ঘন-আবরণ-ঘেরা ভয়াল রাতের লক্ষ বিভীষিকার কোলে কোলে অলক্ষ্যে গোপন চরণ বাড়িয়ে ভিখারী নর্ম্মদার দুয়ারে আজ যার শুভ আগমন হয়েছে, সে যে নর্ম্মদার কত জন্মকার কত তপস্যার ধন, তা কি আগন্তুক নিজেই জানে না ? অথবা জানে বলেই, মোহঢালা

কাম্যের উৎসে গৈরিক স্রাব ঢেলে দিতে, আজ ঝড়ের রাতে তার এই সত্য-সুন্দর-অভিসার! যাকে একদিনের দেখায় মনে প্রাণে জন্ম জন্মকার পিয়াসা জেগে উঠেছিল, আশার সজীবতায় নীরস-জীবনে সরসতা আন্‌তে গিয়ে এক দিন যার অকরুণতার নিক্ষিপ্ত বাজে নর্ম্মদার সাজানো মালঞ্চে আগুনের ঝল্‌কা ব'য়ে গেছলো, আজ আবার কী সুখের অথবা দুঃখের আভাস জাগিয়ে তুলতে এই আঁধার ঢাকা সর্ব্বনাশী নিশির উন্মত্ত অন্তরে, প্রকৃতির ভরা উষ্ণতার তালে তালে পা ফেলে, সেই দয়াল অথবা ভয়াল দেবতার মোহন চরণাঘাত—নর্ম্মদার বদ্ধ কুটীর দুয়ারে!

বিকট মেঘ গর্জ্জনে ভাবনা ভেঙে গেল!—এখনও যে বাইরে দাঁড়িয়ে সে!... ..

দরজা খুল্‌লো—কিন্তু ঘর আঁধার! চারদিকই আঁধারে ঢাকা!

নর্ম্মদা অচল পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলো। না পারলে কথা কইতে, না গেল আলো জ্বালতে!.. যাকে মনে ভেবে এসেছে কিন্তু মুখের কথা কয়নি আজ তারই সুমুখে দাঁড়িয়ে মুখ খুলতে তার কেবলই লজ্জায় বাধছিল.

তপন বললে "আলো নেই?"

নর্ম্মদা জবাব দিলে না, খোলা জান্‌লাটা বন্ধ করে দিয়ে আলো জ্বাললে। চকিতে একবার তপনের দিকে চাইতেই তার দেহটা শিউরে উঠলো। সারা অঙ্গ ভিজে সুট্‌সুটে! চরণ কাদায় ভরা!... দুর্দ্দশার এক শেষ হ'য়ে গেছে!...কিন্তু তবুও সে কথা কইতে পারলে না। বিয়ের তরে যাচাই হতে গিয়ে একদিন মাত্র সুমুখে দাঁড়িয়েছিল, তারপর বিয়ে না হ'লেও মনে মনে বাঞ্ছা করে আস্‌তে আস্‌তে আজ আবার তারই সুমুখে অল্প পরিচিত হ'য়ে কুশল প্রশ্ন বা অন্য প্রশ্নের বাক্-

পটুতা দেখাবার যোগ্যতা আর কোন মেয়ের থাকে থাকুক, নর্ম্মদার এক রত্তিও নাই।

তপন জিজ্ঞাসা করলে—"চাটুয্যে মশায় কোথা?"

নর্ম্মদার জবাব কণ্ঠে এসেও বাধা পাচ্ছিল। কোন রকমে বললে—"বাবা কলকাতায়।"

তপন বিস্মিত হ'য়ে বলে উঠলো—"তুমি একলা রয়েছ বাড়ীতে?"

"হ্যাঁ।"

একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে, কতকটা নিরুপায় ভাবেই তপন বললে—"কিন্তু আমি যে তাঁর কাছে এসেছিলুম—"

নর্ম্মদার কথা না ক'য়ে উপায়ান্তর রইলো না। বললে "কোন কাজ ছিল?"

"হ্যাঁ।··· ট্রেণ থেকে নেমে, সারা পথটা ভিজে এসেছি, আর কোথাও জানা শোনা লোক নেই যে দাঁড়াই। রূপোদের বাড়ীতেও গেলুম না, একেবারে তোমাদের এখানেই–"

"বাবা কাল থেকে বাড়ী নেই।"

তখনও ঝড় বৃষ্টি থামেনি। তপন বললে "তোমাকে বিরক্ত করবো না নর্ম্মদা!...কিন্তু একটা কথা—আমাকে বোধ হয় চিন্‌তে পেরেছ।"

নর্ম্মদা মুখ নামিয়ে কোনরকমে জবাব দিলে-'হ্যাঁ। তার পর কিছুক্ষণ থেমে বললে—'আপনি ভেতরে আসুন!"

তপন ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালে, নর্ম্মদা তার ছাতাটা বারান্দারই এক কোণে রেখে, দরজা বন্ধ ক'রে দিলে; কেন না বাতাসে আলো নিভ্‌বার আশঙ্কা ছিল। কর্ত্তব্য তাকে যে পরিমাণে জাগিয়ে তুলছিল, লজ্জা সেই পরিমানেই অবসাদ এনে দিচ্ছিল। কিন্তু এই

তুফান রাতের অতিথিটির সুখ সুবিধার দিকে নজর না দিলেও উপায় ছিলনা। আল্না থেকে তার বাবার একখানা কাপড় টেনে নিয়ে তপনের দিকে এগিয়ে দিয়ে ব'ললে—"ভিজে পোষাকটা ছেড়ে ফেলুন।"

তপন কুণ্ঠার সঙ্গে ব'ললে "বিষ্টিটা একটু থামলে, আমি রূপোদের ওখানেই যাবো না হয়—"

নর্ম্মদার মনে মনে যা কষ্ট হ'ল, তা প্রকাশ করবার নয়। কিন্তু প্রকাশ করেও তার লাভ নাই, না করেও লোকসান নাই। ব'ললে "বিষ্টি বোধ হয় থাম্‌বেনা। তা ছাড়া রাত ঢের হয়ে গেছে।"

তপন আর কিছু না ব'লে, জামা কাপড় ছেড়ে বিছানার এক পাশেই ব'সে পড়লো। নর্ম্মদা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, জিজ্ঞাসা করলে—"খাওয়া হয়েছে?"

"সে না হোক্। তার জন্যে তোমায় ব্যস্ত হ'তে হবে না। কিন্তু কষ্ট করে, বৈঠকখানা ঘরটায় আমায় একটু খানি জায়গা করে দাও, দুজনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাত কাটানোর কোন দরকার নেই।"

নর্ম্মদা অপ্রতিভ হয়েও, প্রকাশ করে ব'লতে পারলে না যে, বৈঠকখানা ঘর জলে ভেসে যাচ্ছে। ঘরের এমন কোন স্থান নেই যেখানে ফুটো চাল দিয়ে জল পড়েনি!

তপন ব'ললে "একদিনের ছুটি নিয়ে এসেছি, আফিস কামাই করবার উপায় নেই; তোমার বাবার সঙ্গে দেখা না হ'লেই চ'লবে না। তাঁর কত দিনে ফিরবার কথা আছে জানো?"

নর্ম্মদা নীরবে ঘাড় নাড়লে—"না।"

"তা হ'লে কতকগুলো কথা তোমাকেই জানিয়ে যাবো!...কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থেক না নর্ম্মদা! ওঘরটা খুলে দাও—"

নর্ম্মদা দ্বিধা কাটিয়ে ব'ললে—"ওঘর ভাল নেই। মেরামত হয়নি ব'লে চার দিকে জল পড়ে। এই ঘরেই আপনি বিশ্রাম করুন! আমি রান্না ঘরে বিছানা করে নিচ্ছি। কোন অসুবিধে হবে না।"

তপনের মুখখানা দুঃখে ভ'রে গেল, নর্ম্মদা তা দেখতে পেলে। কিন্তু সাধ হলেও ভাল করে কোন কথা বুঝিয়ে ব'লতে পারলে না।

তপন ব'ললে "তবে এক কাজ কর নর্ম্মদা! ঝড় বৃষ্টি যেমন চ'লছে, চলুক, আমরা বাকী রাতটুকু গল্প ক'রে কাটিয়ে দিই।...কি বল?"

গল্প ক'রে কাটিয়ে দেওয়ার মত কথার অভাব নর্ম্মদার নাই; রূপসীর কাছ থেকে এই ব্যক্তিটির গুণের এবং ভদ্রতার পরিচয় পেয়ে, এত দিন সে কেবল নিষ্ফল জেনেও এরই কথায় তার নিভৃত চিন্তাকে ফুলে ফুলে সাজিয়ে রেখেছিল, এখন সেই সাজানো ফুলেরই ঘ্রাণে—সুগন্ধে তার মন উপবনের সমস্ত গোপন বীথিকায় অলস উন্মাদনার সাড়া এনে দিলে। কিন্তু বাইরের সম্পর্ক-বিহীনতার শক্ত আড়ালে দাঁড়িয়ে, লোভীর মতই কেবল দুরাকাঙ্ক্ষার মালা গেঁথে গেঁথে, ভাবী নিষ্ফলতার কশাঘাত সইবার শক্তি নাই তার!

ব'ললে—"আপনার অনেক কষ্ট হ'য়েছে, বিশ্রাম দরকার। আমি ওঘরেই জায়গা করে নিচ্ছি।" তারপর আর একবার কুণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"যদি কিছু খাওয়ার দরকার হয়—"

"কিচ্ছু দরকার হবে না!...তোমার অনেক খানি ভোগান্তি হ'ল। ...আর এক কথা, এখনি জানিয়ে রাখি—তোমার বাবা এলে আমার আসার কথা ব'লো—"

নর্ম্মদা চোখ বুজে মাথা নীচু করে প্রশ্ন করলে—"কি ব'লবো?"

"বলো—আমি পাকা পাকি করতে এসেছিলুম। আমার বাবা মত

না দিলেও যে কোন রকমে পারি তাঁর মত করাবো। তাও যদি না পারি, তা হলে যেমন করে হোক আমার নতুন সম্বন্ধ ভেঙে দেব। তার পর শপথ ক'রে এই রাতের বেলায় ব'লে রাখছি—তোমা ছাড়া আর কারো সঙ্গে আমার বিয়ে হবেই না।"

...নর্ম্মদা ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য ঘরে যাচ্ছিল...তপন বললে, "সব গুছিয়ে বলতে পারবে তো নর্ম্মদা ?"

নর্ম্মদা বললে "ওসব কথা আমি কেমন করে ব'লবো ? ..তার চেয়ে আপনি নিজে আর একদিন—"

"সে তো আসবোই। তুমি না বলতে পারো, আমি লিখে রেখে যাবো, এলে তাঁর হাতে দিয়ো।"

নর্ম্মদা দাঁড়িয়ে রইলো। তপন বললে..."ঘুম হবে না নর্ম্মদা! রাতও খুব বেশী নেই, এখানেই ব'সো, অনেক কথা আছে বলি।... একটুও লজ্জা করো না! লজ্জা করবার দরকার হলেও তোমার মতন অবস্থায় পড়লে উপায় থাকে না। তা নইলে এই রাত দুপুরে বিপন্ন হয়ে তোমার দরজায় এসে, আরও বিপন্ন হয়ে আমাকে ফিরে যেতে হ'তো... রূপসীর মুখে তোমার কথা না শুনেও, তোমাকে দেখার পর থেকেই আমি মনে মনে যে সংকল্প এঁটে রেখেছিলুম, তার নড় চড় না হ'লেও আমার বাবার মত অনুসারে অনেক খানিই মুসড়ে যেতে হয়েছিল। কিন্তু একবারে আশাকে ছেঁটে ফেল্‌তে পারিনি, মনে মনে তোমাকে চেয়ে এসেছি আর বাইরে বাবার দারুণ আদেশের মান রেখে চলেছি!... ১৪ই অঘ্রাণ আমার বিয়ের যে দিন হয়েছে, তা জানো নর্ম্মদা ?"

নর্ম্মদার খুবই লজ্জা হচ্ছিল, কিন্তু যে সহজে ছাড়ে না, তাকে এড়িয়ে যাবো বললেই চলে না!...

ত: আবার জিজ্ঞাসা করলে…"জান্‌তে নর্ম্মদা?—১৪ই অঘ্রানের কথা;"

"কই শুনিনি।"

"রূপো তা হ'লে বলে নি। কিন্তু তোমাদের এখানে, অন্য কোথাও থেকে কোন ঠিকঠাক হয়নি তো?…বললুম যে লজ্জায় ফল হবে না? …পাকা পাকি হয়নি তো কোথাও?"

"না।"

তপন আশার উৎসাহ পেয়ে, শরীরের গ্লানিটুকু ঘুচিয়ে দেবার জন্যে নিশ্চিন্ততায় বিছানার উপরেই গড়িয়ে পড়লো।

…নর্ম্মদা দরজা খুলে বাইরে এসে দেখে—আকাশ ঘোলাটে, বৃষ্টি থেমে গেছে, ঝড় পড়ো-পড়ো।

বাকী ঘণ্টা খানেক রাত সে বাইরের ভিজে বারান্দায় ব'সেই কাটিয়ে দিলে। তার তপ্ত মানস-মরুতে শীতলতার ধারা ঝরে ঝরে বাইরের সিক্ততার রেশটুকু বুঝতে দেয় নি!

…পূবের আকাশটায় ভোরের তারা গা-ঢাকা দিয়ে ছিল, গা ঢাকা দিয়েই সরে গেল। ঊষা এল—তার মঞ্জির বাজিয়ে!

…নর্ম্মদা উঠানের নীচে থেকে দেখলে—দরজার বাঁ ধারে কাঁচা মাটীর পাঁচিলটার অর্দ্ধেক ভেঙে পড়েছে!…তার মনে পড়লো—কাল এই ভাঙা পথ দিয়েই তপন বাড়ীতে ঢুকেছিল। দরজা যেমন ছিল তেমনি বন্ধ।

…উঠান থেকে বারান্দায়, তার পর ঘরে এসে উঁকি মেরে দেখলে—তপন ঘুমুচ্ছে—অঘোরে!

নর্ম্মদার বুকের কানায় কানায় গভীর তৃপ্তি আর অতৃপ্তির সাড়া

আসছিল—একই সঙ্গে! কিন্তু কোন্‌টা তৃপ্তি আর কোন্‌টা অতৃপ্তি, তার বাছ বিচার করবার ও কৃতিত্ব নাই!

জগত শুদ্ধ লোকে জানে—তপন তার পর। কিন্তু সে নিজে জানে—তপন তার আপনার হ'তেও বড় আপনার!

···ঘুম ভাঙাবার কথা তো মনেই হ'লনা, বরং এই নিশ্চিন্ত নিদ্রার স্থায়ীত্ব টুকুকে অনেক খানিই সে আকাঙ্ক্ষার সীমায় টেনে আনছিল। অথচ বেলা হ'লে লজ্জার কত কড় ভীষণ আক্রমণের কবলে যে তাকে বাঁধা প'ড়তে হবে, সেটুকুও ঘন ঘন মনে জাগছিল।

···খড় কুটো, ছেঁড়া লতা পাতায় উঠান ভরে গেছলো। পরিষ্কার করবার জন্যে নীচে নামতেই দেখে—ভাঙা পাঁচিলের নতুন পথ দিয়ে দাশু বাড়ী ঢুক্‌বার চেষ্টা করছে!

নর্ম্মদার বিস্ময় এল'না। রূপসী সকল সময়েই যে তার সুখ দুঃখের কথা নিয়ে চিন্তা করে, সে তা জান্‌তোই। দাশুকে দেখে বললে "কষ্ট করতে হবেনা দাশুদা! আমি দরজা খুলে দিচ্ছি।"

···দাশু বাড়ীতে ঢুকে ব'ললে "তোমার বউদি জান্‌তে চাইলে··· রাতের বেলায় ভয় লাগেনি তো? কেমন ছিলে, আর কোন কিছুর দরকার হবে কি না,···রূপসী খুব ভাবছে ··"

নর্ম্মদা ব'ললে "আমার কিচ্ছু ভয় লাগেনি দাশুদা! বউদিকে ভাব্‌তে বারণ ক'রো।···যদি এরই মধ্যে কোন দরকার হয়, নিশ্চয়ই জানাবো।"

দাশু ফিরে যাচ্ছিল; নর্ম্মদা কোন রকমেই তপনের আকস্মিক আগমন বা তার উপস্থিতির বিষয়টা দাশুর কাছে প্রকাশ করতে পারলে না। অথচ এই কথা সারাক্ষণই তার মনে জেগে রয়েছে। একবার মনে

হ'ল বলে—দাশুদা বউদিকে যেমন করে হোক্ একবার পাঠিয়ে দিয়ো ! ...কিন্তু তাতেও দুর্নিবার লজ্জা !·· দাশু চ'লে গেল।

নর্ম্মদা ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখে—তপন তখনও সুষুপ্ত !··· স্নানের সময় ব'য়ে যায় ; · বেলা হ'লে ঘাটে যাওয়ার সাহস নাই, কত লোকে কত কথা বলে ! আবার রূপসীর সঙ্গেও দেখা হয় না। ..এদিকে একলা জনহীন বাড়ীতে বাঞ্ছিত সম্ভ্রান্ত অতিথিকে ঘরে আটক রেখে বেরুবারও উপায় নাই···নর্ম্মদা চিন্তান্বিত হ'য়ে উঠলো ! কিন্তু এরই মধ্যে তপন জেগে উঠলো। নর্ম্মদা একটা স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে ব'ললে "আমি নাইতে যাবো ···আপনি কি বাড়ীতেই থাক্‌বেন ? না কোথাও বেরুবেন ?"

তপন পাশ ফিরে জবাব দিলে—"তুমি বরং নেয়েই এস। আমি আরও খানিক শুয়ে থাকি।···সারা দেহটায় যা বেদনা হয়েছে!"

নর্ম্মদার অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করবার সাধ হ'ল—গায়ের বেদনা ! শরীরে আর কোন অসুখ বোধ হচ্ছে কি না, এই সব কত কি ! কিন্তু মনের সাধ গুপ্ত রেখে সে কল্‌সীটা নিয়ে স্নানের ঘাটের দিকে বেরিয়ে পড়লো।·· তখনও রক্তিম উদয়াচলে সূর্য্য দেখা দেয়নি।

···রূপসী নর্ম্মদার অপেক্ষায় তখনও ঘাটে বসে ছিল। অন্য অন্য দিনের চেয়ে আজ অনেক দেরী দেখেও তার বিশেষ কিছু ভাবনা হয়নি। কারণ একটু আগেই দাশুর মুখে নর্ম্মদার ভাল খবর পেয়েছিল।

সঙ্গী সাথীর দল চ'লে গিয়ে নূতন দল আসতেই রূপসীর সাহস হল। তখনই নর্ম্মদাও এসে পড়লো।

রূপসী জিজ্ঞাসা করলে—"আজ দেরী যে ?"

নর্ম্মদা তবুও তপনের আসার কথা বলতে পারলে না। জবাব দিলে "ঘর দোর পরিষ্কার করছিলুম।·· সুমুখের পাঁচিলটা পড়ে গেছে—"

"দিদির কোন খবর পেলি?—বাবা চিঠি লেখেননি?"

"না। চিঠি আসবার দিন—আজ।"

"কোন কিছুর দরকার পড়েনি তো? খরচ পত্রর কিম্বা আর কিছুর?"

"না।"

"ওবেলা—সন্ধ্যের পর আমি যাবো।···কাল আমার লক্ষ্মীপূজো। তোকে আস্‌তে হবে!"

নর্ম্মদা সম্মতি জানালে। তার পর দুজনকারই নাওয়া শেষ হলে যে যার বাড়ী ফিরে গেল।

নর্ম্মদা আগের অপেক্ষা আরও বেশী করে অস্বস্তি নিয়ে ঘরে এল। ···কেন সে রূপসীকে ব'লে এলনা যে তপন এসেছে!

শুক্‌নো কাপড় আন্‌তে ঘরে ঢুকে আড়চোখে চেয়ে দেখলে—তপন জেগে আছে, কিন্তু নিশ্চিন্ত নাই!...অস্পষ্ট কথার সঙ্গে যেন কি এক রকম যাতনার সাড়া আসছিল! রান্নাঘরে কাপড় ছেড়ে, রদ্দুরে দিয়ে আবার সে ঘরে ঢুক্‌লো। তপন তেমনি অবস্থাতেই!

নর্ম্মদা কাছে আস্‌তে স্পষ্ট বেদনার স্বরে ব'ললে "নর্ম্মদা! বড্ড কষ্ট হচ্ছে।···হয়তো তোমায় আরও ভুগ্‌তে হবে।"

নর্ম্মদার পায়ের নীচেকার মাটীটুকু দুলে উঠছিল। কোন রকমে জিজ্ঞাসা করলে "অমন করছেন কেন?"

"সারা দেহটায় ব্যথা!···টাটিয়ে যাচ্ছে! উঠতে গেলে মাথা ঘোরে—এখন উপায় নর্ম্মদা?···কি করবো?"

নর্ম্মদা কি যে জবাব দেবে, তা নিজেই জানে না। সঙ্গোপনের মধ্যেও এমন একটা তীব্র রহস্যের খরবেগ তার চার পাশ দিয়ে ছুটে আসছিল, যার প্রবল ধাক্কায় নির্দোষ এই লুকোচুরিটা অত্যন্ত সহজ সত্যের সীমায় ধরা দিবার সাহস পাচ্ছিল না। অনিচ্ছাকৃত লুকোন কাহিনী অনিচ্ছাতেই আত্মপ্রকাশ করবার ছল খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

তপন আরও কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে ব'লে উঠলো—'যেমন করে হোক আমায় যেতে হবে নর্ম্মদা! নইলে নিজে যা কষ্ট পাবো তার চারগুণ তোমাকে ভোগ করতে হবে।...কোন উপায়ে যদি একখানা গাড়ী দেখে দিতে পারো—"

নর্ম্মদা থপ্ করে তপনের বিছানার পাশে বসেই তার মাথায় নিজের ডান হাতখানা দিয়ে গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করলে,—তারপর কিছুক্ষণ হতভম্বের মত বসে থেকে ব'ললে,—"জ্বরের মত মনে হচ্ছে যেন। গা তো ভাল নেই!.. খুব কষ্ট হচ্ছে?"

"বড্ড নর্ম্মদা!...ব্যথায় পাশ ফিরতে পারছিনে।...কিন্তু সে কথা ভাবলে চ'লবে না। যা হয় উপায় করো। যদি বেশী হয়ে পড়ে, তা হ'লে চারদিকে মুস্কিল।...চাটুয্যে মহাশয় না এলে তোমারও লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকবে না।"

নর্ম্মদা গম্ভীর হয়ে বললে—"লজ্জা রাখবার ঠাঁই আমার দরকার নেই। কিন্তু এমন অবস্থায় যাবেন কি করে? বরং রূপসী বউদিদিকে খবর পাঠাই।"

তপন জিজ্ঞাসা করলে "তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল? আমার কথা ব'লেছ?"

লজ্জায় মুখ নামিয়ে নর্ম্মদা জবাব দিলে—"দেখা হ'য়েছিল, কিন্তু বলিনি কিছু।"

"বেলা কতটা নর্ম্মদা ?"

নর্ম্মদা খোলা জান্‌লার দিকে চেয়ে ব'ললে—"অনেকখানি···ঘড়ি তো নেই! ··কিন্তু এ অবস্থায় আপনাকে ছেড়ে দিতে পারবো না তো? ···যদি পথে বেশী হয় ?"

"তা হবে না। ট্রেণে উঠ্‌তে পারলে, যেমন করে হোক পৌঁছে যাবো।···হয়তো তোমার ভাবনা হচ্ছে...কিন্তু আমি গিয়েই খবর দেব—যেমন থাকি।"

নর্ম্মদার বেশী অনুরোধ উপরোধ করার অধিকার ছিল না। খবর না দিলেই বা সে কি করতে পারে? ভাল হলেও তার বলবার কিছু নাই, ভাল না হলেও মুখ ফুটে কাঁদবার মৌখিক অধিকার সে পায় নি।... ব'ললে "আপনি ভাববেন না। যা হয় হবেই।" কিন্তু কি কারণ দেখিয়ে এবং কেমন করে যে গাড়ীর অনুসন্ধান করবে, এই ভাবনাই তাকে বেশী করে ভাবিয়ে তুললে।···একটা সম্বন্ধ পর্য্যন্ত নেই!···

বেলা বেড়েই চলেছে।···তপনের জ্বর ক্রমেই বেশী হচ্ছিল। নর্ম্মদা নিজের খাওয়ারও যোগাড় করতে পারলে না।...রোগী ক্রমেই বেহুঁস্ হয়ে পড়লো। এমন সহায় কেউ নাই যে ও পাড়ার রূপসীকে একটা সংবাদ দিয়ে আসে। লোক লজ্জার ভয় তখন নর্ম্মদার কোথায় উড়ে গেছে!...অর্দ্ধ সংজ্ঞাহারা রোগীর কপালে হাত রেখে সে শুধু চিন্তা করছিল—কি উপায়ে আজ এই অত্যন্ত নিকটতম ব্যক্তিটিকে, সকল সম্পর্ক-বিহীনতার বাধা ঘুচিয়ে একান্তে কাছে করে নিতে পারে!... দুপুর পার হ'য়ে গেল। তখন কথা বলা দূরের কথা, জ্ঞানের সঙ্গে কোন

কিছুই বলতে পারেনি। নর্ম্মদা সমস্ত দিনের অনাহার-ক্লিষ্ট দেহ মন নিয়ে ঠায় ব'সেছিল, একবারও উঠে দাঁড়ায়নি।...ভরসার মধ্যে রূপসী, কিন্তু এখনও তার আস্তে অনেক খানি দেরী!...

...সন্ধ্যার কাছাকাছিতে রোগীর কথা ফুট্‌লো কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে নয়। নর্ম্মদা ঠিক বুঝ্‌তে না পারলেও অবস্থা ক্রমেই যে সাংঘাতিক হচ্ছে তা জান্‌তে পারলে। লজ্জার পর চিন্তা, তার পর উদ্বেগ, তার পর বিপুল আশঙ্কায় তার সকল শক্তি ওলোট্‌ পালোট হয়ে যাচ্ছিল।

যাকে পাবোনা জেনেও পাবার আশা মেলে; তাকে পেয়ে, নিজের কবলিত অবস্থায় হারিয়ে ফেলার মতন দুর্ভাগ্য বুঝি আর কিছুতে নাই! নর্ম্মদার ক্ষোভেরও সীমা নাই, উদ্বেগেরও অন্ত নাই!

কিন্তু মধুসূদন মুখ রাখলেন!...যথা কথিত সময়ে রূপসীকে আস্‌তে দেখে তুফান তোলা দরিয়ার মাঝখানে আশ্রয় পাওয়ার মতই একটা বিরাট নিশ্চিন্ততায় নর্ম্মদা রোগীর বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

রূপসী হতবুদ্ধির মত মিনিট খানেক চেয়ে ব'ললে "কার অসুখ নর্ম্মদা!... কে?"

নর্ম্মদার সুপ্ত লজ্জাটুকু আবার ফিরে এল—রূপসীর আশ্বাসের পরশ পেয়ে!... ব'ললে "ঝড় জলের সময় এসেছেন।... সকাল থেকে খুব অসুখ..."

রূপসী ব্যস্ত বিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—"কিন্তু কে?"

নর্ম্মদা টল্‌তে টল্‌তে জবাব দিলে—"তোমার দাদা।"

গোষ্ঠ কদিন ধরেই নেহাৎ ভালমানুষটি হ'য়ে, রূপসীর কাছে পরাজয়ের পর সন্ধি খুঁজছিল। আজও সেই পথই অবলম্বন করে ব'ললে "দাশুদার বাড়ীর কাজ, আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারিনি। ...তা বেশ, পুরুত যদি এসে থাকেন—"

রূপসী ব'ললে—"হ্যাঁ—এসেছেন। অন্য যা কিছুর দরকার সব তিনিই করে নেবেন। আপনাকে তো কত রকমেই কষ্ট দিচ্ছি—"

গোষ্ঠ এ আঘাতটুকুও সহ্য করে নিলে। প্রতিমার সুমুখ থেকে উঠে, ব'ললে—"আমি বাড়ী গিয়ে মেয়েদের পাঠিয়ে দিচ্ছি, অন্য যা কাজ আছে হাতাপাতি সেরে নেবে।"

রূপসী কথা কইলে না। কিন্তু গোষ্ঠ চ'লে যাওয়ার পরই দাশুকে ডেকে ব'ললে—"নর্ম্মদাকে অন্ততঃ ঘণ্টাখানেকের জন্যেও এখানে আনতে হবে। ততক্ষণ তুমিই তপনদার কাছে থেক।"

দাশু বাক্যব্যয় না ক'রে বেরিয়ে গেল।...ছুলে বউ বিলাসী বিকেল থেকেই হাজির ছিল, রূপসী নর্ম্মদাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে তাকেই পাঠিয়ে দিলে। তারপর নিজেদের পুরুত ঠাকুরকে ডেকে, যথারীতি পূজোর যোগাড়ে লেগে গেল।

......আধঘণ্টার মধ্যে নর্ম্মদা এসে পড়লো। রূপসী তার মুখ চোখের চেহারা দেখে মনে মনে যথেষ্ট দুঃখিত হ'য়ে ব'ললে—"মা লক্ষ্মী তোর এতখানি সাধে বাদ সাধবেন না নম্! পূজোর উজ্জুগ ক'রে নে! ...খাওয়া দাওয়া মিটে গেলে, আমি ও ওবাড়ীতে যাবো।...ভয় কি?"

নর্ম্মদা কথা না ক'য়ে কাজে লেগে গেল। ঠিক এই সময়টিতেই গোষ্ঠ অধিকারী স্ত্রী কন্যা নিয়ে হাজির হ'ল, এবং ভয়ানক মুরব্বিয়ানা চালে দোকানঘর থেকেই কাজের বাড়ী খানাকে জাঁকিয়ে তুলবার

চেষ্টায় হাঁকা হাঁকি সুরু করলে—"দাশুদা কোথা গেলে? দোকান থেকে ঘি ময়দা বের ক'রে দাও!···রাত হ'য়ে গেল—"

······যারা গোষ্ঠ অধিকারীকে মনে মনে পছন্দ করতো না, রূপসীর সূক্ষ্ম বুদ্ধি তাদেরকে চিন্‌তে পেরেছিল। সেই সব লোকদেরকেই খাবার তৈরীর জন্যে দাশুকে দিয়ে সে বিনীত অনুরোধ জানিয়েছিল। গোষ্ঠ বাড়ীর মধ্যে ঢুকে, রান্নাঘরের ছোট দাওয়ায় তারই বিপক্ষ দলকে কাজে ব্যস্ত দেখে, নিতান্ত সহিষ্ণুতার মধ্যে নিজের কূট চক্রান্তটাকে ঢেকে রাখ্‌তে পারলেনা; স্বভাবসিদ্ধ টেকঁসই ঠাণ্ডা মেজাজ টুকুই রূপসীর কাছে বজায় রেখে অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে "নতুনগিন্নী কি শিব-রহিত যজ্ঞ করবার মতলব এঁটেছ না কি?··· সেদিন যে ব'ললুম—যাকে তাকে কাজের ভার দিয়োনা?"

রূপসী অল্প রহস্যের কায়দায় ব'ললে "হাড়ি মুচি তো কেউ নেই ঠাকুর মশায়! আপনারই মতন সক্কলকার গলায় সূতো র'য়েছে!··· মায়ের পূজো···আমিই কি এত বোকা?"

গোষ্ঠ "তা বটে-তা বটে," ক'রে বরাবর পুজোয় জায়গায় গিয়ে কন্যার নাম ধ'রে ডাক্‌লে—"তোদের কতদূর হ'ল রে?···নৈবিদ্যি গুছিয়ে দিলি?"

······কিন্তু সেখানেও উল্টো বিচার।···দেখ্‌লে—তার স্ত্রী কন্যা নেহাৎ পরের মত দাঁড়িয়ে, আর বিশুচা;য্যের মেয়ে নর্ম্মদা, ক্ষিপ্র হাতে পূজোর উপকরণ সাজাচ্ছে!

গোষ্ঠ গম্ভীর হ'য়ে কন্যাকে ব'ললে—"তোরা কোন জিনিষে হাত দিস্‌নি যেন।" তারপর রূপসীকে উদ্দেশ করে ব'লতে লাগলো—"এমনি সময় দাশুদাকেও কোথায় সরিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। বোঝা

পড়া তার সঙ্গে হ'লেই ভাল হ'ত।...গোষ্ঠ অধিকারী গাঁয়ে ছিল তাই এখনও বাস ওঠেনি, নইলে ঘুঘু চ'রতো—ভিটের! ......কিন্তু একথাও আজ শুনে রাখো নতুন গিন্নী!—খ্রীষ্টানী মত নিয়ে হিঁদুর ঘরে থাকা চলেনা।...এইযে অনাচারগুলো করছো, মানুষ না হয় বরদাস্ত করবে, কিন্তু স্বয়ং মা লক্ষ্মী তা কদাচ করবেন না!... চঞ্চলা কমলা আজকের মতই রইলেন, কাল থেকে দেখ্‌বে—তোমার ঘর দোর সব খাঁ খাঁ করছে! ...বিশু চাটুয্যের মেয়ে,—যার বোন্—"

রূপসী নরম হ'য়ে বললে—"জ্ঞানতঃ আমি কোন দোষ করিনি ঠাকুর মশায়! আর বিশু চাটুয্যেকে এর ভেতরে টান্‌বেন না।· যদি আমার দোষ দেখে থাকেন, যা বলবার আমাকেই বলুন।...অপর পাঁচজনে না জানুক, কিন্তু আমি তো জানি—আপনি আমাদের কতখানি করেন?"

তারপর গোষ্ঠর স্ত্রীকে ব'ললে "দিদি! ভাঁড়ার ঘরটা খুলে, যা যা দরকার দেখে শুনে বের ক'রে দাওগে ভাই! আমি এ দিকে রইলুম!"

গোষ্ঠ মনে মনে কি যে ভাবলে, তা গোষ্ঠই জানে; আর কোন উচ্চ বাচ্য না করে পূজোর বারান্দাতে ব'সে পড়লো।...নর্ম্মদা তখনও পুরুত-ঠাকুরকে সাহায্য করছিল।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পুরুতঠাকুর পূজোয় ব'সলে নর্ম্মদা সমস্ত কাজ শেষ করে দিয়ে উঠে এসে ব'ললে, "আমি যাই বউদি!...বিলাসী কোথা?...দাশুদার এখনই আসা দরকার।"

রূপসী তখনও তামাসা করতে ছাড়লে না। ব'ললে "কিন্তু তোর যাওয়াটা আরও বেশী দরকার বটে?"

নর্ম্মদা ঘাড় হেঁট করে জবাব দিলে "বেশী গোল বাধানো ঠিক হবে

না বউদি! এমনি এমনি চেপে যাওয়াই ভাল। আমার তো ঘরের কথা ‥আগে ওদের মন যোগাও! তা ছাড়া রোগীকে নিয়ে দাশুদার ও কম ভোগান্তি হচ্ছে না।"

রূপসী ব'ললে "তবে যা!…আমি পেসাদ নিয়ে যাবো। আর কিছু খাস্‌নে বাড়ীতে, খুব সাবধানে থাকিস।…বিলাসীকে ও বাড়ীতেই রেখে দিবি।…হঠাৎ যদি দরকার পড়ে—"

"আচ্ছা।" ব'লে নর্ম্মদা রওনা হ'য়ে গেল।

…দাশু ফিরে আস্‌তে আর এক চোট্‌ গোষ্ঠ অধিকারী খুব বকাবকি করলে, তার পর রূপসীর কায়দার খোসামুদীতে ঠাণ্ডা হ'য়ে, লোকজন খাওয়ানোর শেষ পর্য্যন্ত ঘোরা ফেরা ক'রে ক'রে রাত দুপুরে স্ত্রী কন্যা নিয়ে বাড়ী যাবার জন্যে তৈরী হ'য়ে ব'ললে "আমরা চ'ল্‌লুম দাশুদা!… নতুন গিন্নী! ঘর কন্না দেখে শুনে নাও!…আজ কাল আমরা হচ্ছি তোমাদের শত্রু পক্ষ যেখানে—"

রূপসীর কথা কইবার আগেই দাশু সসব্যস্ত ব'লে উঠ্‌লো—"যাবে কি দা-ঠাকুর! খাওয়া হয়নি যে?"

গোষ্ঠ ভয়ানক দুঃখিত হ'য়ে ব'ললে—"কিচ্ছু যায় আসে না দাশুদা …মায়ের পূজো হয়ে গেছে, আর কি চাই?…আমাদের মতন লোকের খাওয়া না খাওয়া নিয়ে ভাববার দরকার করে না।"

দাশু গোষ্ঠর পায়ের কাছে ব'সে ব'ললে—"রূপসী এখনও ছেলে মানুষ। ওর কথায় রাগ করোনা দা-ঠাকুর! তোমার চরণ ছাড়া হ'য়ে আমি কখনো কিছু করিনি।…আজকের দিনে—"

গোষ্ঠ এই আস্কারা পাওয়ার অহঙ্কারটুকু পেয়েই ব'লে উঠ্‌লো— "গোষ্ঠ অধিকারী ভগবানের নাম না নিয়ে কোন কাজ করে না। এক

দিন যা ব'লেছি, আজ তার নড় চড় হবে না। বিশে ঠাকুরের মেয়ের ছোঁয়াছুঁয়ি যে কাজে হয়, আমি সেখানে জলটুকুও স্পর্শ করিনে।"

দাশু অভিশাপের ভয়ে গোষ্ঠর পায়ে লুটিয়ে পড়লো। গোষ্ঠ দু পা পিছিয়ে গিয়ে ব'ললে—"গিন্নীকে চটিয়োনা দাশুদা! পরকালে ত'রে যাবে কি নিয়ে?...ওঁকে খুসী রাখ্‌তে হ'লে, তোমার আচার নিয়ম মান্‌লে চলবে না।"

রূপসী দাশুর হাত খানা ধরে ব'ললে "ঠাকুর মশায়ের যাতে ধর্ম্মহানি হয়, সে কাজ করা কি আমাদের উচিত?...উনি যদি এখানে খাওয়াটাকে অনাচার ব'লে ভাবেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই সেটা অনাচারই। ...ধর্ম্মে বিঘ্ন হ'তে দিয়োনা। বরং আজকের এই অন্যায়, যা হ'য়ে গেল, তার জন্যে মাপ চাও।"

দাশু বিহ্বলের মত গোষ্ঠর দিকে চেয়ে ভাঙা ভাঙা সুরে ব'ললে—"গরীবকে এত করে অপরাধী করোনা দা-ঠাকুর! আমার ইহকাল পরকাল কিছুই যে থাক্‌বে না তা হ'লে?"

রূপসী মনে মনে খুবই বিরক্ত হচ্ছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে ব'ললে—"ঠাকুর মশায়! যে যাকে ভালবাসে, হাজার দোষেও তাকে মাপ করবার শক্তি হারায় না। আমাদের বিশ হাজার গুণ অপরাধ হলেও আপনার কাছে মার্জ্জনা পাবার আশায় রইলুম!"

এতখানি অপমান গোষ্ঠ এর পূর্ব্বে একদিনও পায়নি, আর সেই জন্যেই আজ না খেয়ে বাড়ী ফিরে গেল।

অল্পখানিক পরে দাশু বিমর্ষ হ'য়ে ব'ললে "জীবনে এমন দুর্দ্দিন আর কখনো আসেনি রূপসী!...ব্রাহ্মণ, না খেয়ে বেরিয়ে গেলেন—"

রূপসীর দুঃখ হ'ল, কিন্তু সে গোষ্ঠর না খাওয়া অবস্থা ভেবে নয়,

তার স্বামীর ছলনা-মুগ্ধ অন্তরের গূঢ় সরলতার কথা বুঝে! কিন্তু প্রকারান্তরে স্বামীকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে ব'ললে—"না খেয়ে গেলেন বটে, কিন্তু বাড়ীতে গিয়ে সবই খাবেন।...গিন্নী ভাঁড়ারে ছিলেন, খোকাটিকে দিয়ে লুচি সন্দেশ যা বাড়ীতে পাঠিয়েছেন, তাতে দুটোদিন রান্না করবার দরকার হবে না।"

দাশু অবাক্ হ'য়ে কেবলই চাইতে লাগলো। রূপসী ব'ললে "দুঃখ করোনা।...এখানেও মান বাঁচিয়ে গেছেন, আর বাড়ীতেও উপোষ ক'রবেন না। সেখানে লুচি সন্দেশ গাদা গাদা জমে র'য়েছে! ...তুমি খেয়ে নাও! তার পরে আমায় ও বাড়ীতে রেখে আসবে।... নর্ম্মদা একলা র'য়েছে—কিছু না খেয়ে।"

* * * *

দাশুকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে নর্ম্মদা যখন তপনের রোগ শয্যার পাশে বসলো, তখনও সে অজ্ঞান। গায়ের উত্তাপ এত বেশী যে, নর্ম্মদার ভয়টা আরও চতুর্গুণ বেড়ে গেল। বাড়ীতে বিলাসী উপস্থিত ছিল, যদি কোন বিপদ হয়, তাকে দিয়েই রূপসীকে খবর পাঠানো যাবে, এই ভরসায় সে কতক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হয়ে তপনের মাথায় জড়ানো পটীটায় জল দিয়ে বাতাস করতে লাগলো। কিন্তু বিলাসী বিকেল থেকে বাড়ী ছেড়ে বেশীক্ষণ আর থাক্‌তে সাহস করছিল না, তারও স্বামীর রুগ্ন অবস্থা।...সকল কথা জানাতেই নর্ম্মদা নিজের বিপদের গুরুত্বটুকু উপলব্ধি ক'রে, বিলাসীকে তখনই বাড়ী যেতে ব'ললে।

...এখন সে নিতান্ত একা! আশে পাশের বাতাসটুকু অবধি যেন এই নিষ্ঠুর অত্যাচারী সময়ের তপ্ততায় দূরে স'রে পালিয়েছে!...

···রাত বারোটারও বেশী হ'য়ে গেছে।·· নর্ম্মদার মনে হ'ল, তপনের অজ্ঞান অবস্থার চাইতেও আরও যেন কিছু ভীষণ অবস্থা এসেছে, যার আশঙ্কাটুকুকে ঠেকিয়ে রাখার আর সাধ্য নাই! এত দূর নিঝুম ভাব রোগীর এক দিনও দেখা যায়নি। যেন যাতনার সঙ্গে দেহ মনের স্পর্শ শক্তি যোজনা করে লড়াই করতে গিয়ে, ক্লান্ত, পরাজিত, অবসন্ন তনু মন নিরাশার ব্যথায় এলিয়ে প'ড়েছে—দুঃস্বপ্নের ভয়াল জড়িমার অংশে অংশে!

এই অতি অনভ্যস্ত বিপদের বুক চিরে সান্ত্বনার আশা করতে ব'সে, কেবলই বিভীষিকার নগ্ন মূর্ত্তি নর্ম্মদার জল-ছল-ছল-কাতর-করুণ নয়ন দুটির পূরোভাগে বিকট তাণ্ডবের তালে নেচে ফিরছিল যেন!

দুটি দিনের পাওয়া অন্তরের অভ্যাগতকে বিশিষ্ট বিশেষণে ডাক্‌বার বিপুল সৌভাগ্য তার একবারও হয়নি, এবং প্রয়োজনও আসেনি। আজ এ নিসাড়তার কোলে দেহ বিছিয়ে যে পরম পুরুষ আশান্বিতা কিশোরীর সকল পরমার্থ চিন্তার পুঞ্জীভূত আশ্বাসকে নিঃশেষে আপন অধিকারভুক্ত ক'রে বাস্তবের দুয়ারে ঘুমিয়ে গেছে, তাকে জাগিয়ে তোলার বি-জানি কেমন ডাক অভাগীর ক্ষুব্ধ কণ্ঠের ভিতর গুমড়ে সাড়া হ'য়ে যাচ্ছিল—কেবল মুক্তির সন্ধান না পেয়ে!...তপনের মুখের কাছে মুখ রেখে নর্ম্মদা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলে—মাত্র এক ঝলকা শ্বাস প্রশ্বাসের ক্ষীণ অথবা খর আশায়! তার পর নিজের দুরু-কম্পিত বুকখানাকে অতি শিথিল হাতে কোন রকমে দেবে ধ'রে, রোগীর পায়ের তলায় মুখ গুঁজে প'ড়ে রইলো।···কতক্ষণই তার হুঁস্ ছিল না।...

রাত—দুপুর গড়িয়ে গেলে, বাড়ীর সকল কাজ যেন তেন করে

চুকিয়ে ফেলে, রূপসী যখন দাশুর সঙ্গে উপস্থিত হ'ল, তখনও নর্ম্মদার একই ভাব। রোগীও পূর্ব্বের মত।

চারধারে জঙ্গলা মেঠো জায়গায় বাড়ী, বাহির দরজা খোলা, তবুও বিপদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করতে ব'সে, রোগীর ঘরের দরজাটাও বন্ধ করতে নর্ম্মদার মনে ছিল না। রূপসী বিনা সাড়ায় বাড়ীতে ঢুকে ছিল, কিন্তু ঘরে পা দিতেই অপ্রত্যাশিত এই ব্যাপার দেখে তার চুপ চাপ থাকা হয়ে উঠলো না। নর্ম্মদার একখানা হাত ধরে ডাকতেই তাড়াতাড়ি সে উঠতে গিয়ে মেঝেয় গড়িয়ে পড়লো, তার পর সামলে নিয়ে যখন উঠে দাঁড়ালো, তখন ডাগর ছুটি নয়ন থেকে গণ্ড বেয়ে আকুল অশ্রুর প্রবাহ ছুটেছে—সান্ত্বনার বাতাসে এলোমেলো হ'য়ে।

রূপসী রোগীর পানে চেয়েই চমকে উঠলো।...মুহূর্ত্তকাল ভেবে দাশুকে ব'ললে—"তোমাকে ছাড়া আর কাকেও এ নিশুতি রাতে আমি পাঠাবার ভরসা করিনে,.. ডাক্তারকে যেমন করে হোক্ আনা চা-ই-ই! .. যত টাকা খরচা হয়, সেও তোমারই!"

দাশুর চোখ্ ছুটো অশ্রু-টল-মল হ'য়ে গেছলো।

রূপসী আরও ব'ললে—"আমার নর্ম্মদা, আমার তপনদা,.. দুজনের কাকেও এতটুকু কম বেশী ক'রে ভাবতে পারিনে। কিন্তু আজকের এই কষ্টের রাতে ওদের আমি ছাড়া আর কেউ নেই! ওদের যেমন আমি র'য়েছি, তেমনি আমার সমস্ত দুঃখ কষ্ট, লজ্জা, ভয়, অনুরোধ, উপরোধ বুকে ধরে রয়েছ...কেবল তুমিই!.. তপনদাকে বাঁচাতে পারলে নর্ম্মদাকেও বাঁচানো যাবে। ..আর সে ভার তোমারই ঘাড়ে।"

দাশু বিস্ফারিত চোখে চেয়ে খুব স্পষ্ট করে না বুঝলেও কতক বুঝ্তে পারলে যে, তপনের সাংঘাতিক অবস্থা দেখে নর্ম্মদার মনে এবং বাইরে

কত বেশী আশঙ্কার আকুলতা এসে পড়েছে। ব'ললে "আমি যাচ্ছি! ভেবোনা। ডাক্তারকে ঠিক নিয়ে আসবো। কিন্তু দোকান ঘর, বাড়ী, কিছুই যে গোছানো হয়ে নেই?...রাতের বেলায় যদি কিছু হয়..."

রূপসী স্পষ্ট জোরের সঙ্গে জবাব দিলে "কিচ্ছু হবেনা।...পুরুত ঠাকুর দোকানে শুয়ে র'য়েছেন। বাড়ীতে আর কেউ না থাকলেও ভয় পাবার কারণ নেই। জীবন নিয়ে টানাটানি, এ সময় ঘর বাড়ীর ভাবনা ভাবা চলে না।"

...দাশু গ্রামান্তরে রওনা হ'য়ে গেলে রূপসী নর্ম্মদাকে জিজ্ঞাসা করলে—"এমন ধারা কতকক্ষণ হয়েছে?"

নর্ম্মদা ব'ললে "ঠিক বুঝতে পারিনি। যখন জানলুম, তখন একটুও নড়াচড়া ছিল না।"

"বিলাসী কোথা? তাকে রাখ্‌তে বলেছিলুম যে?"

নর্ম্মদা কাঁদ কাঁদ হ'য়ে ব'ললে "আমারই মত—তারও...তার স্বামীর শরীর ভাল নেই, বাড়ী চ'লে গেছে।"

রূপসী আর কিছু না ব'লে নানা রকমে রোগীর সাড়া ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো।....

...ভোর হব হব সময়ে ডাক্তার এসে পৌঁছলো। হাতুড়ে, রোগ না-ধরতে-পারা-ডাক্তার বাবুর কল কৌশলে বা ওষুধের জোরে ফল ফ'লে-ছিল কিনা, বলা কঠিন; তবে রোগীর ভাব বদ্‌লে গেল। সকাল হ'তেই দু একটা অস্পষ্ট কথা বার্ত্তাও কইতে পারলে।

...দাশু টাকা দেওয়ার জন্যে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী চ'লে গেছলো।...রূপসী আর নর্ম্মদা দু জনেই রোগীর কাছে।

রূপসী ব'ললে "ভয় করে মরে যাচ্ছিস কেন নর্ম্মদা? ঘর দোরের

কাজ গুলো সেরে নে। এ বেলায় আমাদেরও খাওয়া দাওয়া তোর হাতেই সারতে হবে। ...যোগাড় দেখ,...আমি তপনদার কাছে রইলুম।"

নিতান্ত অনিচ্ছায় নর্ম্মদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রূপসী নানা কথা ভাবতে ভাবতে লক্ষ্য করলে—তপন অনেকটুকু শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘরের এধার ওধার চাইতেই হঠাৎ বিছানার পা-তলার দিকে একখানা খামের চিঠি প'ড়ে থাকতে দেখে, রূপসী সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে দেখলে—নর্ম্মদার নাম লেখা! কিন্তু খাম খানার কতক অংশ ছেঁড়া, আর কতক না ছেঁড়া! চিঠি খুলতে গিয়েই যেন কোন দরকারী কাজে খোলা হয়ে উঠেনি!...রূপসী বিনা দ্বিধায় সমস্তটা ছিঁড়ে চিঠিটা বের করে পড়তে লাগ্‌লো—

মা নমু!

তোমার দিদির কলেরা হ'য়েছিল, প্রায় সেরে গেছে। আমি দুদিন পরে যাচ্ছি, ভয় করোনা।...দরকার হ'লে, তোমার রূপসী বউদিকে লজ্জা না করে সকল কথা জানিয়ো; ইতি—

তোমার বাবা।

রূপসী একটা হর্ষের গৌরবে অতুল তৃপ্তি অনুভব করলে।...তা হ'লে নর্ম্মদার বাবাও তাকে মনে মনে আপনার করে ভেবে নিয়েছেন!

...নর্ম্মদা বাসী কাজ সেরে ফিরে আসতে, রূপসী ব'ললে—"তপনদার অসুখ বাড়াবাড়ি দেখে চিঠিখানা আধ-ছেঁড়া করে ফেলে রেখেছিলি? এই দেখ্—দিদির অসুখ সেরে গেছে।...বাবা লিখে জানাচ্ছেন।...

কিন্তু তুই আর দেরী করিসনি নর্ম্মদা ! তাড়াতাড়ি নেয়ে আয় ! তোর আসবার পর আমার যাওয়ার পালা !”

নর্ম্মদা বিনাবাক্যব্যয়ে স্নানে চ'লে গেল।...

অনেকক্ষণ পরে তপন আদল জ্ঞানের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে—“তোমার বাবা ফিরে এসেছেন নর্ম্মদা ?”

রূপসী ব'ললে—“নর্ম্মদা নাইতে গেছে তপনদা ! আমি রূপো।”

তপন পূর্ণ অশান্তির মধ্যেও যেন শান্তি খুঁজে পেলে—“রূপো !... তাহ'লে নর্ম্মদা তোকে খবর দিয়েছিল রূপী ? আমি হঠাৎ এসে তাকে বড়ই ব্যস্ত করে তুলেছি—”

রূপসী ব'ললে “বেশী কথা কয়োনা তপুদা ! অসুখটা সোজা হয়নি।... যার জন্যে এসেছিলে তা আমি জানিই। সেরে ওঠো ! তার পর সব ঠিক হ'য়ে যাবে। নর্ম্মদার বাবা আজও বাড়ী ফেরেন নি।”

“আজও ফেরেন নি !...কিন্তু—তোর বাড়ীতে আমায় নিয়ে যেতে পারিস রূপো ?...নর্ম্মদাকে কত কষ্ট আর লজ্জা পেতে হচ্ছে—”

রূপসী তপনের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ব'ললে “তাতে একটুও কিন্তু ভে'বনা। আমার বাড়ীর সঙ্গে এদের বাড়ীটার আজকাল বড় বেশী তফাৎ নেই তপুদা ! তুমি নির্ভাবনায় থাকো। না-সারা পর্য্যন্ত তোমায় এ বাড়ী থেকে আর কোথাও নিয়ে যাওয়া চলবে না।...আর তার দরকারও নেই।”

তপন ক্লান্ত হয়ে চুপ করে রইলো।

* * * এক ঘেয়ে ভাবে আরও দুদিন কেটে গেলে একদিন অনেকখানি বেলায় দাশু যখন খবর নিতে এল, তখন নর্ম্মদা রোগীর দুধ গরম করছে আর রূপসী নাইতে গেছে।

নর্ম্মদা ব'ললে "বউদি আজও ওবাড়ী যাবেনা দাশুদা! তুমি এখানেই খেয়ো।"

দাশু বললে "আমি সহরে চ'ললুম। ফিরতে দেরী হবে।...তোমার বউদি এলে ব'লো।"

দাশু চ'লে গেল।...নর্ম্মদা তপনকে দুধ খাওয়াচ্ছিল, বাইরে থেকে অপরিচিত কণ্ঠে তার বাবার নাম ধরে একজন কে ডাক্‌লে, বেরিয়ে এসে, দেখে—নিতান্ত অচেনা লোক; কিন্তু আশ্চর্য্য।...তার বাবারই নামে লিখিত একখানি আদালতের সমন দিয়ে আগন্তুক চ'লে গেল।

তপনকে বাকী দুধটুকু খাইয়ে, পুনরায় এসে সমনখানা আগাগোড়া প'ড়ে দেখলে—দাশরথি মোদক তার সন্দেশের দোকানের বাকী একুশ টাকার দাবী দিয়ে নালিশ ক'রেছে।

...এযে কতখানি দুর্ব্বোধ্য গভীর হেঁয়ালীর রীতি, নর্ম্মদা তার কচি সরল বুদ্ধিতে মোটেই বুঝ্‌তে পারলে না।

...যে রূপসীবউদি তার সকল দুরূহ বিপদে একান্ত নিকট আত্মীয়ের মতই আহার নিদ্রা ছেড়ে প'ড়ে রয়েছে, তারই স্বামীর মনে মনে যে এতখানি চক্রান্ত গ'ড়ে উঠেছে একথা বিশ্বাসের সীমায় আন্‌তে নর্ম্মদাকে ভয়ানক বেগ পেতে হচ্ছিল।...আবার দাশুদাকেও সে অতি সোজা মানুষ ছাড়া অপর কোনরূপ বিশেষণ দিতে পারে না।

নর্ম্মদা সমনখানা লুকিয়ে ফেললে। যদি রূপসীর গোচরে এসে, এই দৃশুটারই উপলক্ষ্য করে একটা ছোটখাটো মনান্তরের অভিনয় তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হ'য়ে যায়, তাহ'লে দর্শকের চক্ষু নিয়ে নর্ম্মদার সকল সার্থকতায় ব্যর্থ উপহাসের বাণী বেজে উঠবে!...রূপসীর সমস্ত খানাই যে স্বামীর স্নেহ-প্রেমে মাথামাখি!

ছিল। রূপসীদের বাড়ী হ'য়ে ফিরে আসতে তার যতখানি সময় লাগলো, ঠিক এরই মাঝে গোষ্ঠ এসে পৌঁছে গেছে।

..নর্ম্মদা নিতান্ত দোষীর মত দাওয়ায় খুঁটি ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে, আর গোষ্ঠ অধিকারী তৈমুর লঙের আক্রমনের মতই লোকজন নিয়ে ভাল ভাল জিনিষ এবং ভাঙা ছাতা থেকে ছেঁড়া লেপ তোষক অবধি ঘর থেকে টেনে টেনে বাইরের উঠানে জমা করছে। দস্যু, গৃহস্বামীর হাত পা বেঁধে, তারই চোখের সুমুখে যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করলে বিপন্ন গৃহস্থের কি অবস্থা হয় নর্ম্মদা তা জানতো না, কিন্তু তার নিজের বুকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে ঘন বিষাদের গম্ভীর বিষান বেজে উঠেছে, তার সাথে উপায়হীনতার অন্য সমস্ত বিপদ এক করেও এ বিপদের তুলনা করা চলে না। কিন্তু নিরুপায় সে! মুখের ভাষার নির্গমন শক্তিটাও যেন আস্তে আস্তে পাষাণ বদ্ধ হয়ে পড়ছিল।

...তপন বাড়ী ঢুকেই, প্রথমে বিস্ময়, তারপর ক্রোধ, তারপর কৌতূহল নিয়ে ঘন ঘন গোষ্ঠ ও অন্য অন্যদের পানে চাইতে লাগলো, কিন্তু কারও মুখে কথা ছিলনা। তপনের চেনা মুখখানার পানে চেয়ে গোষ্ঠ ব'ললে—"কি মশায়! রোগ সেরেছে?"

তপন জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলে—"বলা কওয়া নেই, হঠাৎ বাড়ী ঢুকে এমনিতর আক্রমণের হেতুটা কি মশায়?"

গোষ্ঠ রেগে গেছলো। ব'ললে—"হেতুর কথা বাড়ীর লোকদের কাছে জেনে নেবেন।" তারপর লোকজনদের তাড়া দিয়ে, নর্ম্মদাকে লক্ষ্য করে ব'ললে "তোমার বাবা এলে ব'লো—পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া, আর কন্যার দেহ বেচা টাকা দিয়ে বাবুয়ানা ফলানো, দুটোর একটাও জগতে বরদাস্ত হয় না।"

নর্ম্মদার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। গোষ্ঠর নির্ম্মম বাক্য জ্বালায় মুখখানা যথা সম্ভব নামিয়ে, আগের মতই দাঁড়িয়ে রইলো। কিন্তু তপন একান্ত দুর্ব্বল থাকা সত্বেও চুপকরে থাক্‌লো না, তার বাইরের শক্তির মত ভিতরের টুকু একেবারে লুপ্ত হ'তে বসেনি। বললে "অস্থাবর ক্রোক্ দিলেন কি কারণে, তা ব'লতে হবে—"

গোষ্ঠ চ'টে উঠে জবাব দিলে—"তুমি কে বাবা? তোমার পরিচয়-টাই আগে দরকার তা জানো? বাড়ীতে ব'সে মজা লুটলেই হয় না, কি সম্বন্ধ এদের সঙ্গে তোমার?"

তপন সপ্রতিভ ভাবেই ব'ললে "আমি এদের নিকট আত্মীয়।"

নর্ম্মদা মুখখানা তুলেই আবার নামিয়ে নিলে। গোষ্ঠ ভয়ানক বিদ্রূপের দৃষ্টিতে চেয়ে, হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ললে—"নর্ম্মদা! আজকাল বাপের অবর্ত্তমানে দিদির পন্থা ধরেছ বুঝি?...তা মন্দ নয়।...টাকাটা সিকেটা হচ্ছে তো?"

তপন ভয়ানক অসহিষ্ণু হয়ে ব'লে উঠলো—"সাবধান!.. জিভ্ সামলে কথা কইবেন—"

গোষ্ঠ অঙ্গ ভঙ্গী করে বলে উঠলো—"কেন? বিশুচাটুয্যের মেয়ের নিকট আত্মীয়ের খাতিরে নাকি?"

"আবার বলছি--সাম্‌লে—"

গোষ্ঠর ভীষণ রাগের প্রতিক্রিয়াটুকু দেখবার আগেই তপনকে অন্য একজন জিজ্ঞাসা করলে "আপনি কে, আর এদের সঙ্গে কি সম্বন্ধ, সেইটাই খুলে বলুন না মশায়?"

তপন স্পষ্ট সরল ভঙ্গীমায় অতি তেজের সঙ্গে জবাব দিলে "আমি বিশু চাটুয্যের জামাই—"

নর্ম্মদার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে প্রশ্ন কর্ত্তা ব'ললে—"উনিই কি—"

"হ্যাঁ !···আমার স্ত্রী···"

···এইখানেই ছিল প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ !

নিজের অজ্ঞাতে, লজ্জার মধুপরশাঘাতের অনুভূতি-আক্রান্তা নর্ম্মদা, তার সসব্যস্ত ডান হাতের সাহায্যে, চকিতে মাথায় কাপড়টা টেনে দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো—রাজ্যের আনন্দ আর কম্পন সাথে সাথে বয়ে নিয়ে !···

গোষ্ঠর চারিদিকে যেন হাজারটা উন্মাদ দানব বিভীষিকার তালে নেচে বেড়াচ্ছিল ! প্রচণ্ড স্তব্ধ বিস্ময়টার অত্যাচার সইতে না পেরে যেমন নর্ম্মদার পানে চাইতে যাবে, অমনি আরও লক্ষ লক্ষগুণ বিস্ময় বেড়ে উঠ্‌লো—আচম্বিতে রূপসীকে আস্‌তে দেখে !···

গ্রাম্যসুলভ লজ্জায় ততলোকের সুমুখে কোন কথা কইতে না পারলেও রূপসী তপনকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কিসের টাকার জন্যে এবং কত টাকার জন্যে এই হাঙ্গামা বাধানো হ'য়েছে ?"

গোষ্ঠ তার মামুলি চালে ব'লতে লাগলো—"তোমাদেরই দোকানের পাওনা টাকা নতুন গিন্নী, দাশুদা অনেকদিন থেকে বলছিল—আদায় হচ্ছেনা, যা হয় উপায় করো দা-ঠাকুর ···নইলে আমার নিজের এত শত কি দায়—"

রূপসী ঘরের ভিতর থেকে ব'লে উঠলো—"এই টাকাটার জন্যেই বুঝি নালিশের বেশী গরজ পড়েছিল আপনার ?...কিন্তু যা হয়ে গেছে··· আর না। আমাদের যদি পাওনাই থাকে, তা হলে সে পাওনা আর চাইবো না।···আপনি লোকজনদের বিদেয় করে দিন।"

গোষ্ঠ কিছুক্ষণ ভাবলে—বোধ হয় নূতন মতলব আঁটতে। তারপর

বললে "তোমার কথায় আমি আদালতের লোকদের ফিরাতে পারবো না তো ?…যখন মকদ্দমা রুজু হয়েছে, তখন এমনি এমনি আপোষ করা ঠিক হবে না। দাশুদার এবিষয়ে সম্পূর্ণ মত রয়েছে '…তুমি ব'ললেই কি পাওনা ছেড়ে দিতে হবে ?"

রূপসী দীপ্ত আক্রোশে জ্ব'লে যাচ্ছিল। দাশুর এখনই এ বাড়ীতে আসার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, অথচ এই সব অত্যাচারীদের ঠেকিয়ে রাখবারও উপায় হস্তগত হয়ে নেই !

গোষ্ঠ ব'ললে "জিনিষপত্র সব দোকানে নিয়ে গিয়ে সরকারী লোকে নীলাম করবে ! কাজেই আমাদের আর দেরী করা চ'লছে না !" তার পর তপনের দিকে চেয়ে নিষ্ঠুর বিদ্রূপের ভঙ্গীতে ব'ললে "তা হ'লে আসি গো ! ..জামাই বাবু !…গাছে না চ'ড়তেই ডাল ভাঙার মতলবে আছেন যেখানে, সেখানে আপনার মতন ধড়ীবাজকে বুঝিয়ে বলা বেজায় শক্ত কথা !…নতুন গিন্নি ! নীলামে যদি কিছু কিন্‌বার সখ্ থাকে, তা হলে দেরী করোনা—রওনা হ'য়ে পড়ো।…ঘরের টাকা ছড়িয়ে পরকে আপন করার যু। কখনো ছিলও না, আসবেও না ! ওসব ভাবুকতা ছেড়ে দাও।"

রূপসী জবাব দিলে না। রাগে, সে কথা বলবার শক্তি পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল।

.. সত্য সত্যই ঘরের অস্থাবর জিনিস পত্র নিয়ে গোষ্ঠ লোকজন সহ চলে গেল। তিন তিনটি প্রাণী ছল্ ছলে চোখ্ নিয়ে খালি চেয়েই দেখলে, মুখের কথায় কোন বাধা দিতে পারলে না।

তপন আস্তে আস্তে ভগ্ন দাওয়ার উপর ব'সে ব'ললে—"সত্যি কথা রূপো !—যত টাকা থাক্, যত মুখের জোর থাক্,

দেহের জোর না থাক্‌লে হঠাৎ-আসা-বিপদ থেকে কেউ উদ্ধার পায় না।”

রূপসী ব'ললে—“বিপদ যে কার হ'ল,—সে তোমরা ভাল করে বুঝবে না তপন দা! পরের ব্যাপার পরেই হবে। এখন আমি আর দাঁড়াতে পারবো না।···নর্ম্মদা! তুই তপুদার খাওয়ার যোগাড় দেখ্‌··· কিন্তু যোগাড়ই বা দেখ্‌বি কি দিয়ে!...কিচ্ছু ভাবিসনি, আমি আধ ঘণ্টায় ভেতর'সব ঠিক করে দিচ্ছি।...তপুদা! আর কোথাও বেরিয়োনা যেন,···আমি চললুম—”

প্রতিবেশী কন্যা রাসমণিকে সঙ্গে নিয়ে রূপসী এসেছিল, তাকেই সঙ্গে করে বাড়ী চ'লে গেল।

নর্ম্মদা তখনও ঘরে দাঁড়িয়ে ছিল। ক্ষণ পূর্ব্বেকার যে দৃঢ় স্বীকার-উক্তি সে তপনের মুখ থেকে শুনতে পেয়েছিল, তার আমেজটুকু এখনও তার মনের সমস্ত জায়গা ছেয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

তপন বাহির থেকে ডাক্‌লে—“নর্ম্মদা!”

নর্ম্মদা ধীর মন্থরে বাইরে এসে দাঁড়ালো। মাথাটা তার অসম্ভব রকমে মাটীর দিকে ঝুঁকে প'ড়েছিল।

তপন ব'ললে—“যখন সকলের সাম্‌নে, প্রকাশ্যে মনের কথা বলে ফেলেছি, তখন আর ছোট খাটো লজ্জাও তোমার কাছে দেখাতে গেলে, শুধু আমিই অশান্তি ভোগ করবো; যে ব্যাপারটা হ'য়ে গেল, এর জন্যে খুব বেশী ক'রে আপ্‌শোষ করবার নেই। কারণ দুঃখ সুরু হ'তে হ'তেই তোমার জিনিস তোমারই ঘরে ফিরে আসবে। রূপোর তাড়াতাড়ি চ'লে যাওয়ার মানেই তাই।···কিন্তু আমার বড্ড খিদে পেয়েছে নর্ম্মদা!”

নর্ম্মদার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো!...এতখা'ন বেলা হ'য়ে গেছে, কিন্তু খাওয়ার সংস্থান করবার মত কোন কিছুই যে আজ ঘরে নাই, সেটা এই মাত্রই তার মনে এলো!...দুর্ব্বল রোগী, সবে মাত্র পথ্য পেয়েছে, কি খাইয়ে, তাকে বর্ত্তমান দুর্ব্বলতার হাত থেকে বাঁচাবে!...

রূপসী আসবার সময় সঙ্গে ক'রে যে দুধটুকু নিয়ে এসেছিল, সেইটুকু গরম করতে ব'সে নর্ম্মদার চোখের জলে চারদিক্ ঝাপসা হ'য়ে গেল। ...আজ সকল পাওয়ার অনুপম লগ্নের কোলে এ কি গভীর অতৃপ্তির নিষ্করুণ ছলনা!...

...দুধ খাওয়ার পরও তপন একই জায়গায় ব'সে ছিল। নর্ম্মদা ওষুধের শিশিটা সামনে রেখে ব'ললে—"সময় হ'য়েছে...ওষুধ খেতে হ'বে"

তপন কথা কইলে না, অল্প হেসে শিশিটার পানে চাইলে।

নর্ম্মদা ছোট কাচের গ্লাসে এক দাগ ওষুধ ঢেলে, তার হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে ব'ললে—"মুখে দেওয়ার যে কিচ্ছু নেই?"

"তা না থাক্, ও আমার মুখ সহা হ'য়ে গেছে নর্ম্মদা!"

নর্ম্মদার মনের খোঁচাটা আরও বেশী ক'রে বেজে উঠ্‌লো!... ভিখিরীর দুয়ারে রাজ অতিথি!...কিন্তু কী অভাগী সে!...

...বেলা বেড়ে চ'লেছে, তবু রান্নার যোগাড় নাই দেখে, তপন জিজ্ঞাসা করলে—"আজ নাইতে গেলে না নর্ম্মদা! বেলা হচ্ছে, রান্না হবে কখন?"

নর্ম্মদা ইচ্ছা করেই নাইতে যায় নি। আর এই না যাওয়ার মূলে ছিল—দুর্নিবার লজ্জা; কেননা গোষ্ঠর অনুগ্রহ টুকুর কথা গ্রামের কারও জান্‌তে বাকী ছিল না।...

নর্ম্মদা ব'ললে—"আজ আর ঘাটে যাবো না।"…কিন্তু রান্নার কথা উঠ্‌তেই তার দুশ্চিন্তা খুব বেশী বেড়ে গেল। সকল জিনিসেরই অভাব; যা ছিল, তা-ও দস্যুর মত ঘরে ঢুকে গোষ্ঠ নিয়ে পালিয়েছে!

তপন ব'ললে—"কিন্তু কিন্তু হ'য়ে আর কত দিন থাকবে নর্ম্মদা? একটু আগেই যে বললুম—তুমি আমার কে?…তবু সব কথা চেপে রাখ্‌ছো?"

নর্ম্মদা মুখ তুলে চেয়েই আবার মুখখানা নামিয়ে নিলে। অশ্রুর উদ্দাম গতিতে তার নিটোল গণ্ড দুটি ভেসে যাচ্ছিল।

তপন তৃপ্তি আর অতৃপ্তি, দুটো জিনিসেরই ধাক্কা খেলে! তার যেটুকু তৃপ্তি ঠিক সেইটুকুই অতৃপ্তি! সে তৃপ্তিতেই অতৃপ্তি পাচ্ছিল, আবার অতৃপ্তির ঘায়েই মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে নর্ম্মদার পূর্ণ বিকসিত স্থল কমলের শোভা ছড়ানো মুখখানির চারু কমণীয়তা দেখে তৃষায় পীড়িত হ'য়ে উঠ্‌ছিল!

দুজনেই অনেকক্ষণ নির্ব্বাক থাকার পর, তপন ব'ললে—"আমার মনিব্যাগ্‌টা খুলে দেখেছিলে—কি কত আছে?"

নর্ম্মদা ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে—না।

"দেখতো কত র'য়েছে?"

সাম্‌নের আলনায় তপনের যে জামা ছিল, তারই পকেট থেকে মণিব্যাগ বের করে, নর্ম্মদা প্রথমে সেটা তপনের দিকেই বাড়িয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু কি ভেবে নিজেই খুলে নোট টাকা পয়সা যা ছিল,—গ'ণে বললে "সাঁইত্রিশ টাকা আর ছ আনা।"

তপন নিশ্চিন্ততায় হেসে ব'ললে—"তবে কেন ভাবছিলে নর্ম্মদা!… এই তো টাকা তোমার র'য়েছে?"

নর্ম্মদা মুচ্‌কি হেসে জবাব দিলে—"আমি বুঝি তাই ভাবছিলুম ?"

"তুমি মনে কর বুঝি তোমার ভেতরের কথা আমি টের পাইনি ? তবে বৃথাই তোমাকে ভালবেসেছি নর্ম্মদা !...তুমি চোখ্‌ চাইলেই আমি বুঝ্‌তে পারি—কি তোমার মনের ভাব !...আমাকে কি খাওয়াবে, সেই ভাবনাতেই তো এতক্ষণ—"

"হ্যাঁ, ..বেশ যা-ও !...কিন্তু টাকা গুলোই বুঝি কামড়ে কামড়ে খেতে হবে ? · দোকানে যাবার লোক—"

তপনের দুর্ব্বল কণ্ঠ থেকে, আজ অনেক দিন পরে অনেকখানি সবল হাসি ছুটে বেরিয়ে পড়লো।...এমনি সময় বিলাসী তাদের স্বজাতি দু-তিনটি ছেলে মেয়ের সঙ্গে, নর্ম্মদাদের জিনিস পত্র ফিরিয়ে নিয়ে বাড়ী ঢুক্‌লো।

নর্ম্মদা অবাক্‌ হ'য়ে তার দিকে চাইতেই সে ব'ললে—"সব মিট্‌মাট্‌ হ'য়ে গেল নমু দিদি !...রূপসী-মা-ই টাকাটা দিয়ে দিলে !"

...এমনি নিষ্পত্তির কথাই তপন আর নর্ম্মদা দুজনেই ভেবে রেখেছিল।

বিলাসী ব'লতে লাগলো—"বড্ড গণ্ডগোল চলছে দিদি !...তোমার দাশুদা, গোষ্ঠ বামুনকে পায় তো মারে ! নালিশ করার কথা সে মোটেই জান্‌তো না। ঠাকুর লুকিয়ে সহরে গেছলো। একটু আগে তো লাঠালাঠির ব্যাপার ! রূপসী মা-ও তাকে বুঝিয়ে রাখতে পারে না... শেষকালে বাজারের লোক জুটে অনেক ক'রে তবে থামিয়েছে।"

.. চির সরল দাশুর এই আকস্মিক ভাবান্তর হওয়া যে খুবই স্বাভাবিক, তা তপন চট্‌ করে বুঝতে পারলে। যারা সোজা পথে চলে, তারা বাঁকার ধার ধারে না। অন্ধকে আলোয় নিয়ে এলে, আর সে অত্যন্ত

আঁধারের দিকে পা বাড়াতে যায় না ; এ খুবই চিরন্তন সত্য ! তা ছাড়া আরও এক কথা—যারা কখনো রাগ করে না, কোন কারণে তাদের রাগ উঠলে আর তা সহজে ক্ষান্ত হয় না।

তপন ব'ললে – "কারণ জানো নর্ম্মদা ? তোমার দাশুদা এতকাল গোষ্ঠ অধিকারীর ছলনায় অন্ধ হ'য়ে, তারই পা কামড়ে প'ড়েছিল, সে জানতো—গোষ্ঠর মত ধার্ম্মিক আর উপকারী এ গাঁয়ে দুটি নেই। কিন্তু সোজা মানুষের মনের ভুল ভাঙলে, আর সে ভুলেও ভুল করে না।...তা হ'লে বিলাসীকেই টাকা কড়ি দাও নর্ম্মদা ! দরকারী জিনিস-গুলো কিনে আনুক।"

* * * আহারাদির পর তপন বিশ্রাম করছিল আর নর্ম্মদা লুকিয়ে লুকিয়ে তপনের উচ্ছিষ্ট থালায় নিজের ভাত তরকারী বেড়ে নিয়ে, তার নূতন পাওয়া অধিকারের দাবীটুকু ষোল আনা আদায় করে নিচ্ছিল।

ডাক্ পিয়ন চিঠি দিয়ে গেল !...ইন্‌সিয়োর...শীলমোহর করা !... শিরোনামায় নর্ম্মদার নাম লেখা।...

তপন সই দিয়ে, একটুও সঙ্কোচ না ক'রে খাম ছিঁড়ে পড়লে :—

ভাই নমু !

আমি আবার পরশু থেকে জ্বরে প'ড়েছি। বাবার শরীর খুব খারাপ ; দু দিন ধ'রে তাঁর ভয়ানক রক্ত-আমাশা করেছে। খোকা ও সর্দ্দি কাশীতে ভুগ্‌ছে। তুমি রূপসী বউদিদিকে বলে, কোন বিশ্বাসী লোক সঙ্গে যেমন করে হোক্ ক'লকাতায় চ'লে আস্‌বে। আমাদের অত্যন্ত বিপদ। কে কাকে দেখে, তার ঠিক নেই। তুমি না এলে, বাধ্য হয়ে সকলকে হাঁসপাতালে যেতে হবে !

রাস্তা খরচ এবং আরও যদি কিছু দরকার হয় ব'লে—কুড়ি টাকা পাঠাচ্ছি।…যদি লোক না পাও, তবে রূপসী বউদির হাতে পায়ে ধরে, দাশুদাকেই সঙ্গে করে চ'লে এসো!…ভয় করো না, ভয়ের কারণ নেই।

ইতি

তোমার দিদি—সিন্ধু।

…তপন বার তিনেক চিঠিখানা পড়লে। তারপর চিঠির ভিতরেই যে দুখানা দশটাকার নোট ছিল, তা আলাদা করে রেখে, ভাবতে লাগলো—কি করা যায়!…বিশ্বাসী লোক দাশুদা ছাড়া আর কেউ নেই, কিন্তু এই হাঙ্গামার পর রূপসীকে একলা রেখে তারও যাওয়া ঠিক নয়। অথচ এমন বিপদে নর্ম্মদার না গেলে কোন রকমেই চ'লতে পারে না।…

অনেক ভেবে তপন ঠিক করলে দুর্ব্বল অবস্থা হলেও যেমন করে হোক্ সে-ই নর্ম্মদাকে ক'লকাতায় নিয়ে যাবে। আর তারই যাওয়া দরকার;…কর্ত্তব্য…!

…তপন ডাক্‌লে—"নর্ম্মদা!"

"অ্যাঁ—কি—দরকার আছে?"

"খাওয়া হ'ল?"

"খাচ্ছি।"

"খেয়েই আমার কাছে এসো!"

নর্ম্মদা বোধহয় আনন্দের প্রাচুর্য্যটা খুব ঘন ক'রে অনুভব করছিল, খানিক পরে জবাব দিলে—"বেশ।"

...যথা সময়ে সকল কথা জেনে, নর্ম্মদা কাঁদতে সুরু করলে! আপন-জনের বিচ্ছেদ নিয়ে, নিরালায় একলা হ'য়ে কাটাতে কাটাতে যদি নিয়তির নির্ম্মম ইঙ্গিতে তার নিরালাই সাথের সাথী হয়, তা হ'লে অর্দ্ধ সমাপ্ত সাধ নিয়ে, অর্দ্ধ জীবন পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, সংসারের পানে চাইবে সে—কোন্ পরাণে?

...সন্ধ্যার পরই যাওয়া সাব্যস্ত হ'ল। কিন্তু তখনও রূপসীদেরকে কিছুই জানানো হয়নি। সকালের ঝগড়া বিবাদের জন্যই রূপসী খুব সম্ভব আস্‌তে পারেনি, এই ভেবে, তপন ব'ললে "তুমি গুছিয়ে নাও! আমি রূপো আর দাশুদাকে ব'লে, গাড়ী ঠিক করে আসি। সকাল সকাল বেরুতে হবে।"

নর্ম্মদা ছল ছল নেত্রে চেয়ে ব'ললে "তোমার যে শরীর ভাল নয়? ...যদি অনিয়মে আবার কিছু হয়?"

তপন তাব একখানি হাত আপন হাতে ধরে ব'ললে "কিন্তু বিপদ, সে তো আমারও নর্ম্মদা;"

নর্ম্মদা আর কথা কইতে পারলে না!...এই অকরুণ মুহূর্ত্তে, আজ এইটুকুই তার কতবড় সান্ত্বনা!

...দাশু ও রূপসী দুজনেই ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছিল।...রূপসীর অনুরোধে নর্ম্মদার খোঁজ খবর নিতে নিতে ইদানি, দাশুর কোমল প্রাণে, দিনে দিনে স্বতঃই এই সদ্য একাকিনী কিশোরীর দুঃখ কষ্টে প্রচুর সহানুভূতি এবং স্নেহের সাড়া এসেছিল। সে তাড়াতাড়ি গাড়ার বন্দোবস্ত করে এসে, নর্ম্মদাকে এই বাড়ীতে নিয়ে এল। তার পর রূপসীকে ব'ললে—"রাস্তায় খাবে, কিছু সঙ্গে দিয়ো রূপসী। আর দরকারের বেশী বেশী টাকা দিয়ো—"

রূপসীরও কান্নায় গলা বেধে যাচ্ছিল। ব'ললে—"তাই দেব।"

দাশু ব'ললে—"পৌছেই একখানা চিঠি দিয়ো নমুদিদি! · নইলে আমরা ভেবে সাড়া হ'য়ে যাবো।"

তপনও নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিল। ব'ললে -"দাশুদা! বেশী দেরী করা চ'লবে না, গাড়ী ডাক্‌বার ব্যবস্থা দেখ।"

দাশু গাড়ী আনৃতে গেলে রূপসী ব'ললে—"এখানকার ব্যাপার তো সবই জেনে যাচ্ছো তপুদা!···গোষ্ঠ অধিকারীকে নিয়ে অনেক ভুগ্‌তে হবে। তা নইলে আমিও সঙ্গে যেতুম।···যদি নেহাৎ দরকার হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমায় খবর দিয়ো।—খুব সাবধানে যাবে। বেশী টাকা দিয়ে ভাল গাড়ীর টিকিট কিনো!···গাড়ীতে অনিয়ম ক'রে যদি তোমার অসুখ হয়, তা হ'লে হতভাগী নর্ম্মদার এ বিপদে সহায় ব'লতে কেউ থাক্‌বে না।"

কিছুক্ষণ ভেবে তপনকে জিজ্ঞাসা করলে "আরও একটা কথা আছে তপুদা!·· ধরো—ষ্টেশনে কিম্বা যে কোন জায়গায়, তোমার বা নর্ম্মদার পরিচিত কোন লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে, কি বলে ওর পরিচয় দেবে?...এটাও তো ভাববার বিষয়?" ··

তপন প্রশান্ত কণ্ঠে জবাব দিলে—"ভাববার কিছু নেই রূপো!··· যে কেউ জানতে চাইবে আমি তাকেই ব'লবো—নর্ম্মদা আমার স্ত্রী—"

রূপসী অতি হর্ষে নর্ম্মদাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে, তার মুখখানা উঁচু করে ধরলে; তারপর অল্পক্ষণ ভেবে, তপনকে ব'ললে "তোমরা একটু অপেক্ষা কর তপুদা! আমি আস্‌ছি···আধ মিনিট!"

……ঘর থেকে সিঁদুর কৌটো নিয়ে ফিরে এসে, রূপসী তপনের দিকে এগিয়ে দিয়ে ব'ললে "বেশী না, আঙুল দিয়ে একটুখানি তুলে নাও তপুদা।"… তার পর নর্ম্মদার সিঁথিটা দেখিয়ে ব'ললে—"এই খানটিতে, এ'য়ো স্ত্রীর চিহ্নটুকু আজ তুমি উজ্জ্বল করে বসিয়ে দাও!…এ শুধু তোমারই অধিকার তপুদা! · যে বিপদ! মন্ত্র আওড়ানো বিয়ে এখন হ'য়ে উঠলো না, সময়ও নেই। এর পরে ধূমধাম করার ভার আমারই রইলো!"

……নর্ম্মদার চোখের জল কিছুতে বাধা মানছিল না। রূপসী তার গণ্ড দুটি নিজের আঁচলে মুছিয়ে দিয়ে ব'ললে "পোড়ার মুখীর কথায় কথায় চোখে জল!… নে!—বরের পায়ের ধূলো নে! ··সিঁদুরে, আর ঐ পায়ের ধূলোয় এক হ'য়ে যেন সিঁদুরটুকু তোর টকটকে থাকে নর্ম্মদা!…আমি ময়রাণী, তবু—লোভ সাম্‌লাতে না পেরে আশীর্ব্বাদ করে ফেল্‌লুম।" রূপসীর কণ্ঠ রোধ হয়ে গেল।…

গোধূলির ফাগ মাখা সন্ধ্যায় গাড়ী ছাড়লো। দাশু গ্রাম ছাড়িয়ে, আরও অনেকখানি পথ সঙ্গে সঙ্গে এসে, ফিরে যাবার সময় চোখ্ মুছে—ব'ললে "নমুদিদি! মনে থাকে যেন—গিয়েই চিঠি লিখো—"

—নয়—

···কল্‌কাতা সহর।

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে নর্ম্মদার দিদি—মিসেস সিন্ধু মুখার্জ্জির বাসা।

বেলা দশটায় ট্রেণ থেকে নেমে তপন ও নর্ম্মদা গাড়ী করে বরাবর যথাস্থানে এল; দরজার মাথার উপরের সাইনবোর্ডটা পড়ে দেখলে—লেখা র'য়েছে মিসেস্ সিন্ধু মুখার্জ্জি।···ধাত্রী এবং সিক্-নার্স।

কিন্তু পৌঁছেই যা দেখলে আর শুনলে, তাতে একই রক্তমাংসের সম্পর্কীয় নর্ম্মদার যা হ'ল সে তো বলবারই নয়, অতিপর তপনেরও বর্ত্তমান অবস্থায় কর্ত্তব্য ঠিক করতে গিয়ে সব গোল মাল হয়ে গেল।

····· একদিন আগে পিছু নর্ম্মদার বাবার ও দিদির মৃত্যু হ'য়েছে, আর তিন বছরের খোকাটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় এবং তাকে দেখবার দ্বিতীয় প্রাণী কেউ উপস্থিত না থাকায়, ধাত্রী সিন্ধু মুখার্জ্জিরই পরিচিত কোন ডাক্তার, শিশুটিকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

···সকল খবর প্রতিবেশীদের মুখেই পাওয়া গেল।...একটু আগেও যদি তারা আসতে পারতো, তাহ'লে ছেলেটিকে বোধহয় হাঁসপাতালে যেতে হ'তনা।···তখনও অ্যাম্বুলেন্সের মোটা চাকার দাগটুকু বাড়ীর দরজার কাছে খুব স্পষ্ট হ'য়ে রয়েছে!

···বাসার বাহির দরজায় চাবি আঁটা ছিল। প্রতিবেশীদের মধ্যেই কেউ কেউ তপন ও নর্ম্মদার পরিচয় জান্‌তে পেরে সিন্ধুর শুভার্থী

ডাক্তার বাবুটির কথা ব'ললে। তিনিই দরজায় চাবি লাগিয়ে রেখে, খোকাটিকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে বাড়ী চ'লে গেছেন।·· কিন্তু তাঁর ঠিকানা কেউ জানে না।

যে গাড়ীতে এসেছিল, তাতে করেই দুজনে সোজা মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে গিয়ে, ডাক্তারের পরিচয় এবং ঠিকানা নিলে। তারপর তখনই তাঁকে হাঁসপাতালে নিয়ে এসে, কর্তৃপক্ষদের অনুমতি পেয়ে, খোকাকে বাসায় ফিরিয়ে আনলে।

দুটি প্রাণীই যখন সংসারের দেনা পাওনা চুকিয়ে, এ বাড়ী হতেই তাদের আত্মাকে পরলোকের পথে টেনে নিয়ে গেছলো, তখন শিশুটিকে দেখবার আর কেউ ছিল না। ডাক্তার হিমাঙ্ক ঘোষই দয়া করে তার দুস্থ জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন।...ঘর দোর অপরিষ্কার ছিল। নর্ম্মদা ছোট বারান্দাটুকুতে সামান্য স্থান করে নিয়ে, শিশুকে শুইয়ে তার মুখের কাছে মুখ রেখে পড়ে রইলো।...এই রোগ-পাণ্ডুর সর্ব্বহারা অবোধকে মূক সান্ত্বনা দিতে নর্ম্মদার মন থেকে চোখের জলের সঙ্গে ভেসে আসছিল—শুধু অসীম শোকের আকুল করুণতা!... ...ওরে মাণিক! ওরে কোমল!...তোর আমি আছি বাবা!—বুকে ক'রে রাখবো—

...অল্পক্ষণ পরিচয়ের পর হিমাঙ্কবাবু ও তপনের মধ্যে বেশ ভাব হ'য়ে গেল।

লোক ডেকে, ঘর দোর পরিষ্কার করানোর পর খোকাকে ভাল জায়গায় বিছানা করে দিয়ে, তপন নর্ম্মদাকে ব'ললে "নাইতে হবে এবারে। তুমি উঠে যাও, আমরা খোকার কাছে রইলুম।"

নর্ম্মদা কষ্টে চোখের জল মুছে উঠে গেল। তার ভাববার যথেষ্ট ছিল,

আবার ছিলও না। যে মহা কঠিন সমস্যায় আজ তাকে পড়তে হ'য়েছে, তার সুদূর পরিণাম মধুময় কি বিষময়, সে বিচার করবার মত ক্ষমতা নর্ম্মদার মস্তিষ্কে এখনও ঠাঁই পায় নি।

……হিমাঙ্ক ওষুধ পত্রের ব্যবস্থা করে দিয়ে, অনেক বেলাতে বাড়ী চ'লে গেলেন।…

নর্ম্মদা খোকার কাছেই ব'সে ছিল বটে, কিন্তু সদ্যরোগ-মুক্ত তপনের যে খাওয়ার কোনও ব্যবস্থা হ'ল না, এই ভাবনায় সর্ব্বদার জন্য সে অশান্তি ভোগ করছিল।…

তপন ব'ললে—"হিমাঙ্কবাবু গিয়েই একজন ঝি না হয় চাকর পাঠিয়ে দেবেন ব'লে গেছেন, খোকার অসুখ খুব বেশী নয়, ভে'বনা; …জ্বরটা বেশী হয়েছে বলেই নিঝুম প'ড়ে আছে।"

নর্ম্মদা মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে "ডাক্তারবাবু ওবেলা আসবেন তো?"

"হ্যাঁ। যতবার দরকার হবে ততবারই আসবেন। তোমার দিদিকে উনি খুব শ্রদ্ধা করতেন। শুনলুম সিন্ধু মুখার্জ্জির খুব নাম ডাক ছিল।…খুব ভাল নার্স।"

……অল্প সময়ের মধ্যেই হিমাঙ্কবাবুর প্রেরিত একজন চাকর এল, নর্ম্মদা তপনের ছাড়া-জামাটার পকেট থেকে টাকা বের করে তাকে চাল ডাল তরকারী কিন্‌তে দিচ্ছিল, তপন ব'ললে "এ বেলায় রান্নার সময় নেই নর্ম্মদা!…খাবার আন্‌তে দাও—"

নর্ম্মদা ব'ললে—"কিন্তু বাজারের খাবার কি তোমার সইবে?"

"তা সইবে।…আজ কিছু না খাওয়াই উচিত ছিল।…শরীর বাঁচাতে হলে সামান্য যা দরকার তাই আনিয়ে নাও। আর…তোমার চতুর্থীর ব্যাপার একেবারে দশদিনেই শেষ করো।"

খাবার আনতে দিয়ে নর্ম্মদা ব'ললে—"বউদিকে একখানা চিঠি দিতে হবে,...আজই।"

"আমার মনে আছে। এক্ষু'ন লিখে দিচ্ছি।·সব কথা খুলে লিখবো তো?"

নর্ম্মদার চোখ আবার ছল্ ছলে হ'য়ে উঠলো। গলা ঝেড়ে জবাব দিলে—"হ্যাঁ।—লুকিয়ে লিখবার মতন আর কিছুই যে বাকী নেই!"

··সন্ধ্যায় হিমাঙ্ক বাবু এসে, খোকাকে ভাল করে দেখে ব'ললেন "ভয় যা ছিল সেটুকু কেটে গেছে মনে হয়।...কিন্তু আপনারও তো শরীর ভাল নয় তপন বাবু!...বেশী অনিয়ম করবেন না।...দুজনে মুখো মুখী ব'সে রাত জাগবার মতন রোগ কঠিন হয় নি।"

* * * • নর্ম্মদা যতই খোকাকে ভাল হ'তে দেখ্‌ছিল, ততই তার শোকের উচ্ছলতা বুকের মাঝে জমাট হ'য়ে গিয়ে কান্নার সান্ত্বনাটুকু দমিয়ে রাখছিল।··এমনি ক'রেই দশ দিন কেটে গেল। নর্ম্মদা, বাবা ও দিদির শ্রাদ্ধ শান্তি যথানিয়মে শেষ করলে। আজ এত দিন পরে, সর্ব্বপ্রথম সে খোকাকে মায়ের খোঁজ্ করতে দেখ্‌লে।·কোন রকমে প্রবোধ দিয়ে, এবং অনেক খেলনা সাম্‌নে হাজির করে বোধ-হীন শিশুকে ভুলিয়ে রাখলে বটে, কিন্তু এমন জিনিস আজ তার আশে পাশে কোথাও প্রকাশ্যে বা গোপনে অপেক্ষা ক'রে নাই, যা এই দুঃসহ দুঃখকে ভুলিয়ে তার মনে বিন্দু পরিমাণও সান্ত্বনার আভাস এনে দিতে পারে।...তার কি ছিল, আর কি গেল, আর যা রইলো তাই বা টিকবে কি না,·· এই সব প্রশ্নই বেশী করে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে।

..... ৬।৭ দিন মধ্যে তপন আরও সুস্থ হ'য়েছিল। আফিসের ব্যাপার এবং বাসার ব্যাপার জান্‌বার জন্য ক'লকাতায় এসেই, সে কোন খোঁজ

খবর রাখতে পারে নি। আজ খোকার অবস্থা ভাল, এবং শ্রাদ্ধ শান্তি ও শেষ হ'য়ে গেছ্‌লো ব'লে, নর্ম্মদাকে সাবধানে থাকতে অনুরোধ করে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।...

...নর্ম্মদা একলা বাড়ীতে আরও একলা হ'য়ে আকাশ পাতাল ভাবছিল।...খোকা প্রশ্ন করলে—"মা ?...তুমি—"

নর্ম্মদা শিশুর গালে মুখ রেখে ব'ললে—"মা, আমি যাদুমনি !"

"আমি যাদু না, নীলিম নঞ্জন !.. মা কোথা ?"

"মা আসবে সোনামনি !"

"যাঃ . আমি নীলু।...সোনা না।...দাদা মছায় ?"

...নর্ম্মদা বাইরের সহিষ্ণুতাটুকুও আর চেপে রাখ্‌তে পারছিল না। ...হা রে অবোধ অনাথ দুর্ভাগা নীলু!...দুনিয়ায় এলি—পাওনা বুঝে পেয়ে। কিন্তু সাধ না মিটতেই সব হারিয়ে ফেল্‌লি !.. আজ তোর কে রইলো ?...যারা আন্‌লে, তারা ফেলে পালিয়েছে...কিন্তু আমি আজ তোকে কি দিয়ে বাঁচাবো ? কেমন করে তোর সব আশা, তৃষ্ণা, সাধ, কামনা মিটিয়ে, সকল কর্ত্তব্যের মান্য বজায় রেখে, এই আকাঙ্ক্ষিত বিশ্ব-সভাতলের ক্ষুদ্র ঠাঁইটুকুতেও আসন পাবার জন্যে, তোকে কি প্রবেশ-পত্র হাতে দিয়ে ভুলোবো ?...ওরে ! আজ আমিও যে উপায়হারা ! দীনার চেয়ে অতি দীনা ! আমার অযুত সাধের কামনাময় জীবন-প্রবাহের বুকে যে তুফানের লহর ব'য়েছে, সে ধ্বংশের না সৃষ্টির, তা কে ব'লে দেবে ?...কত দিনে দেবে ?...

......তপনের ফিরতে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। নর্ম্মদা খোকাকে ঘুমুতে দেখে, রূপসীকে চিঠি লিখ্‌ছিল—কি তার কর্ত্তব্য,—খোকাকে নিয়ে এখন সে কোথায় থাক্‌বে এবং কি ভাবে মানুষ করবে ?

...তপনের বহু সহানুভূতি এবং অঢেল ভাল বাসার বর্ম্মে তার সমস্ত বুক জুড়ে থাকলেও প্রতি খুঁটি নাটি ব্যাপারে রূপসীর পরামর্শ নেওয়া যে খুবই বেশী দরকার, তা নর্ম্মদা যেমন সব সময়েই মনে রাখ্‌তো, তেমনি আরও বুঝ্‌তো যে—এ দরকার শুধু একলা তারই নয়, তার স্বামীরও... ...তপনের!...

চিঠি খানা লিখে, টেবিলের উপর চাপা দিয়ে, চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌তে যাবে, দেখ্‌লে—তপনের ক্ষীণ, এলায়িত দেহটা খোকারই বিছানার পাশে!

একটা অস্ফুট চীৎকার, নর্ম্মদার কণ্ঠে এসেই মিলিয়ে গেল।... তাড়াতাড়ি এসে দেখে—তপনের মুখখানা ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে! চোখের কোণ দুটি ভিজে ভিজে! ...হাতে তার এক তারা কাগজ!

...নর্ম্মদা কোন ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায়, চট্‌ করে এই ভাবান্তরের হেতু সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে সাহস পাচ্ছিল না। তারও চোখ মুখ এবং মনও গাঢ় বিষাদে ঢেকে এল! · দুঃখ ষোল কলায় পূর্ণ না হ'লে, সুখের পালা পড়ে না!

তপন একটা টানা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে ডাক্‌লে—"নর্ম্মদা!"

নর্ম্মদা খুব কাছে ব'সে, ব্যগ্র বাহু দিয়ে তপনের গলা জড়িয়ে ধ'রে ব'ললে "অমন করছো কেন।...শরীর ভাল নেই?"

তপন আর্ত্তনাদের স্বরে ব'লতে লাগলো—"বেশ আছে নর্ম্মদা! কিন্তু আসল সর্ব্বনাশ হ'তে একরত্তিও বাকী নেই!...যত দিন ক'লকাতায় ছিলুম না, ততদিনের মধ্যে কতগুলো বিপদ হ'য়ে গেছে জানো নর্ম্মদা!...হিসেব দিতেও হয়তো ভুল হ'য়ে যাবে!..."

তার পর কাগজের তারা থেকে একখানা একখানা করে কাগজ

খুলে ব'লতে লাগ্‌লো—"এই বাবার প্রথম চিঠি···লিখেছেন—দেশে খুব কলেরা বসন্ত হচ্ছে, আমি যেন এখন বাড়ী না যাই।···এ চিঠি আমি দেখেই গেছলুম।···তারপর এই দেখ—টেলিগ্রাফ্‌—বাবার ভয়ানক অসুখ, আমায় যেতে ব'লেছেন!···তার পর আরো একখানা··· —বাবা স্বর্গে চলে গেছেন!"

নর্ম্মদা—"ওমা!···কি সর্ব্বনাশ!" ব'লে চেঁচিয়ে উঠ্‌তেই তপন ব'ললে—"চেঁচিয়োনা নর্ম্মদা! লোকে পাগল ব'লবে—"

নর্ম্মদা দারুণ হতবুদ্ধির মতই তপনের মুখের দিকে চেয়ে ব'সে রইলো! অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা ক'ললে—"আজ ক দিন হ'ল?"

'আজ আট দিন।···পরশু ঘাট।...আমরা এখানে আসার পর শেষের টেলিগ্রাফ খানা এসেছিল।"

···নর্ম্মদা ভাবছিল—বিপদ এত দল পাকিয়েও আসে!

তপন ব'ললে—"কিন্তু এতেই বিপদের শেষ হয়নি নর্ম্মদা!···না ব'লে আফিস কামাই করেছিলুম, একখানা দরখাস্ত অবধি দিইনি—আমাকে ছমাসের জন্যে সস্‌পেণ্ড ক'রেছে।...চাকরীতে যোগ দিতে পাবোনা। ছমাস পরে কর্ত্তৃপক্ষদের যা বিচার হয়—"

নর্ম্মদা এক অনিশ্চিত অথচ সম্পূর্ণ নিশ্চিত আশঙ্কায় কাঁপনে শিউরে উঠ্‌ছিল।···ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে "এখন উপায়?···বাবার শ্রাদ্ধে তোমায় যেতে হবে যে?"

'তাই ভাবছি নর্ম্মদা।·তোমায় একলা রেখে,···তার ওপর খোকার অসুখ—"

"যা ভাগ্যে আছে, সে তো হাজার চেষ্টাতেও ঠেকিয়ে রাখ্‌তে

পারবেনা ?…যেতে তোমাকে হবেই।…ডাক্তার বাবুকে ব'লে যেয়ো—দেখা শুনা করবেন।”

তপন চুপ করে রইলো। নর্ম্মদা ভাবছিল—তারও কি সঙ্গে যাওয়া এতই অসম্ভব! খোকার অসুখতো অনেক সেরে গেছে।·· কিন্তু যাওয়ায় অধিকার কি সত্য সত্যই সে পেয়েছে? মনে-প্রাণে-দেহে এক হয়ে মিশে গেলেও, প্রকাশ্য সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে, তপনের কাছে স্বামীত্বের দাবী করার যথেষ্ট অধিকার কি তার পাওনা?…নর্ম্মদার দেহটা দুর্ভাবনায়, ভয়ে, আঁতকে উঠ্‌লো!· পরিণাম, যা ঘনিয়ে আসছে, সে যে কত বড় ভীষণ—করাল···!

তপনও ঠিক এই কথাই ভাবছিল।· দুজনে সারা রাত্রির মধ্যে অনেক ক'রে মাথা ঘামিয়ে যা উপায় ঠিক করলে তা এই—

তপন দেশে যাবে। পিতার শ্রাদ্ধ শেষ করে যতশীঘ্র সম্ভব, আবার নর্ম্মদার কাছেই ফিরে আসবে।··মাকে রাজী করাতে বেশী বেগ পেতে হবে না। ক'লকাতায় এসেই, মায়ের আশীর্ব্বাদ নিয়ে যথারীতি অনুষ্ঠানের পর, নর্ম্মদাকে দেশে নিয়ে যাবে—ঘরের লক্ষ্মীর মত—রাণীর মত—

……হিমাঙ্কবাবুকে বিশেষ করে ব'লে ক'য়ে তপন বিকেলের ট্রেনেই রওনা হয়ে গেছে। হাজার রকমের কোলাহল কাণে বাজলেও নর্ম্মদা আজ একা! বাড়ীতেও একা, বুঝি বা বিশ্ব সংসারেরও একাই! …কিন্তু একা হ'য়েই কি তার জীবন কাটবে?…ভবিতব্য কে জানে!

……পরের দিন খুব সকালেই হিমাঙ্কবাবু এলেন। খোকা খিদের বায়না ধ'রেছিল, সম্পূর্ণ সুস্থ দেখে বললেন “দুদিন সবুর কর তার পর ভাত খাবে।” নর্ম্মদাকে ব'ললেন “তপন বাবু চলে গেছেন ব'লে

একটুও ভেব'না নর্ম্মদা! আমাকে বড় দাদার মতন মনে করে, যখন যা দরকার খুলে ব'লো।...তোমার দিদিও আমায় 'দাদা' ব'লে ডাকতেন। ...যে কোন কাজে দরকার হ'লেই চাকর দিয়ে সংবাদ দিয়ো।"

নর্ম্মদা হিমাঙ্ককে মনে মনে অনেকবার ভক্তি প্রণাম ক'রলে।

.. আরও দুদিন কেটে গেল। এরই মধ্যে নর্ম্মদা রূপসীকেও সকল কথা জানিয়ে পত্র দিয়েছিল। আজ জবাব এসেছে— সেখানকার খবর সব ভাল। তবে গোষ্ঠ অধিকারীকে নিয়ে যে হাঙ্গামা বেধেছিল এখনও তার শেষ হয়নি। মাঝখানে গোষ্ঠ নাকি দেশে ছিল না। রূপসী সেজন্যেও আশঙ্কা করে লিখে জানিয়েছে—দেশে যে দুদিন গোষ্ঠ ছিল না, সে দুদিন নিশ্চয়ই অন্য কারও সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ফিরেছে, আবার তাদের কপালেই নূতন করে কিছু ঘটবে কি না কে জানে!...আরও লিখেছে—রূপসী সাপকে বিশ্বাস ক'রে গলার মালা ক'রে রাখ্‌তে পারে, তবু গোষ্ঠর একটা মুখের কথাতে ভরসা আন্‌তে পারে না।

...কিন্তু রূপসীর সংবাদ নিয়মিত পেয়েও নর্ম্মদার দুশ্চিন্তা গেল না। কারণ, তপন বাড়ী পৌছে আজও চিঠি দেয়নি। অসুখ শরীরে অনিয়ম অত্যাচার, দুর্ভাবনা সহ্য করতে না পেরে, যদি আবার সে পীড়িত হ'য়ে থাকে, তা হলে নর্ম্মদা কি নিয়ে, কাকে অবলম্বন করে, এই নিরালা-প্রবাস দিন-যামিনী কাটাবে!

খোকা নীলিমরঞ্জন অন্ন পথ্য করেছে। নর্ম্মদা তাকে নিয়েও আজ কাল ভয়ানক বিব্রত। দিনে দুশোবার করে যখন কচি অবোধ শিশু তার মা, দাদামশায়ের খোঁজ নেয়, তখন বারে বারে মিথ্যার চাতুরিটা সকল সময় একই রকম হয় না। ক্ষুদ্র শিশু কেঁদে, চীৎকার ক'রে বাড়ী মাথায় করে, তার বায়না পোয়াতে গিয়ে নর্ম্মদা নিজের

চিন্তাকে এলো মেলো ক'রে ফেলে! নূতন করে গুছিয়ে ভাবতে বসে, খেই হারিয়ে যায়।

...পরের দিন, প্রাতঃকাল হতেই নর্ম্মদা রূপসীর তিন লাইনে লেখা একখানা চিঠি পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে ব'সলো! দুর্ভাগ্য যে একলা আসে না, সে জানা কথাই, কিন্তু তারও কি সীমা নাই! এত অতর্কিতে, এমনি অস্বাভাবিক রকমে, যে ভাবতে গেলে দেহ রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে!

রূপসী লিখেছে—

ভাই নর্ম্মদা!

আমার স্বামী সংশয়াপন্ন কাহিল। তোমার হিমাঙ্ক দাদাকে ব'লে, একজন ভাল ডাক্তার পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। যত টাকা খরচ হোক—ভাল ডাক্তার চাই!...এমন ডাক্তার—যে যমের সঙ্গে লড়াই করতে পারে!

ইতি—

অভাগী রূপসী।

তখনই হিমাঙ্ক বাবুকে খবর পাঠিয়ে নর্ম্মদা জান্‌লার ধারে ব'সে অপেক্ষা করছিল। হিমাঙ্ক এসে জিজ্ঞাসা করলে—"কি বিপদ নর্ম্মদা! এত জরুরী তাগাদা?"

নর্ম্মদা কাঁদ কাঁদ হয়ে, হিমাঙ্কর পায়ের কাছে ব'সে, রূপসীর চিঠিখানা তাঁর হাতে দিয়ে ব'ললে—"পড়ে দেখুন।...আপনার মা বাপ ভাই বোন্ চাইতে একটুও কম নয় দাদা! এত বেশী আপনার ক'রে ভালবাসতে বুঝি কেউ পারে না।...উঁচু কথায় গল্প করলে তার অপমান করা হবে,...এত উঁচু সে!"

হিমাঙ্ক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করে ব'ললে—"ভাবনা কি ? আজই ব্যবস্থা ꠸রছি—"

নর্ম্মদা ব'ললে—"সে ভাল ডাক্তার চেয়েছে দাদা ! অতি বড় বিশ্বাস ꠸ার কাকেও আমি করতে জানিনি ··শুধু আপনার—"

হিমাঙ্ক বাবু স্নেহার্দ্র হ'য়ে বললেন—"কিন্তু আমি গেলেই কি তুমি ন্তুষ্ট হবে দিদি ?"

নর্ম্মদা ঘাড় হেঁট করে রইলো।

হিমাঙ্ক ব'ললেন "ভাল কথা।...আমি একটার মধ্যেই রওনা হ'য়ে ꠸চ্ছি। কিন্তু খুব সাবধান নর্ম্মদা ! চাকরটাকে বাড়ীতে রেখো। আমি ꠸ারও একজন ঝি পাঠিয়ে দিচ্ছি।...খোকাকে নিয়ে খুব সাবধান ! ꠸'লকাতা সহর, একটুও অসাবধান হ'য়ো না।"

নর্ম্মদা উছল আনন্দে আর অসহ্য দুঃখে নমিত হ'য়ে হিমাঙ্কর দুটি ꠸ত ধরে কাঁদতে কাঁদতে ব'ললে—"সে আমার ভগবানের মতন ꠸ব বিপদকে আড়াল করে রেখেছে ··আমি কালই যেন খবর পাই

—দশ—

প্রতি কাজেই রূপসীর দিক থেকে এক এক রকমের প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্য অপমান পেয়ে গোষ্ঠ অধিকারীর খল বুদ্ধি বিকট খলতার সীমায় এসে প'ড়েছিল। আর রূপসীর এই সাহসের মধ্যে দাশুরও প্রশ্রয় আছে ভেবে, সে দাশুকে দমন করবার উপায়টুকুই বেশী করে ভাবলে। অনেকদিন আগে, দোকানের বাকী টাকা আদায় ক'রে, আদায় হয়নি ব'লে রূপসী ও দাশুর কাছে যে জবাব দিহী ক'রেছিল, সেই আদায় করা টাকা নিজে হজম করেও উল্টে দাশুকে ফুস্‌লে, খাতকদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা রুজু করিয়েছিল, আবার তলে তলে সেই লোকদেরকেই ব'লে, দাশুকে অপমান এবং অপমানের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু গুরুতর শাস্তি দেওয়ার জন্যে সে মরিয়া হয়ে উঠলো। অথচ বাইরে বাইরে সেই আপন করা মিষ্টি কথাটুকুরও কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না।

মকদ্দমার দিনে, প্রকাশ্য আদালতে, টাকা পেয়েও পাইনি ব'লে নালিশ করার দরুণ, দাশুই বিচারকের কাছ থেকে শাস্তি পেলে—সে কী অপমান!... তার পর বাড়ী ফিরে এসেও গোষ্ঠর কাছ থেকে যে ব্যবহার পেলে, তা বাইরের লোকে যথেষ্ট ভদ্র ভাবলেও, দাশু নিছক গঞ্জনা এবং টিট্‌কারী ছাড়া অন্য কিছু বুঝ্‌তে পারলে না।

ইদানি রূপসীর হিসাব ও কায়দায় গোষ্ঠর চাল চলনটুকুর:

আভ্যন্তরিক ভাব হৃদয়ঙ্গম করবার সামর্থ্য দাশুর খুব সম্পূর্ণ না হলেও অনেক হয়েছিল; নর্ম্মদাদের নামে নালিশ করার পর সে প্রমাণও অনেকে পেয়েছিল। মাম্‌লায় হেরে, দাশু উঁচু আদালতে আপীল করার জন্যে তৈরী হ'তে লাগলো। কিন্তু গোষ্ঠ তখন নিজেকে পুরো মাত্রায় জয়ী মনে ক'রে, আর কোন উপায়ে এই নিরীহ পরিবারটির উন্নতির ভবিষ্যৎ পথটুকুর উপরে কাঁটা ছড়াতে পারে কি না তারই মতলব অ াঁটি ছিল।

দুষ্ট বুদ্ধি পরিচালিত যারা, তারা মনের আসল শান্তি কখনো পায় না। বিলাসীদেব বিরুদ্ধে নালিশ ক'রে, গোষ্ঠ যেটুকু খাঁটি পাওনার আশায় ছিল, তাও মিল্‌লো না। এখানেও মধ্যে এসে দাঁড়ালো— রূপসী!

এদিকে, মামলার জ্বালায় রূপসী দিনে দিনে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌ছিল। বিলাসীর টাকা ধার করার দলীল নিয়েই গোষ্ঠকে ভয়ানক রকম জব্দ করবার যে মতলব রূপসীর ছিল, সেটুকুও আর সে শক্ত ক'রে বজায় রাখতে পারলে না। স্ত্রী হয়ে, স্বামীর অপমান দেখে, তার মন অত্যন্ত মুস্‌ড়ে গেছলো। নিজের ঘর থেকে বিলাসীকে টাকা দিয়ে রূপসী শুধু গোষ্ঠর বাক্সটাই বোঝাই করে দিলে, তবু জাল দলীল ঘটিত বিষয়টা আদালতে জানিয়ে দেওয়ার উৎসাহ আনলে না।

রূপসী ভাল করেই জানতো যে, গোষ্ঠ অধিকারীর বিষয় সম্পত্তি যা কিছু সবই তাদের দোকানের উপস্বত্ব নিয়ে!···বেচারা দাশুকে ঠকিয়ে আজ পর্য্যন্ত সে যত টাকা নিয়েছিল, ততগুলি টাকায় একটা ছোটখাটো সংসার নির্ব্বিবাদে চ'লে যেতে পারতো।

···রূপসীর এই মানসিক পরাজয়ের গ্লানিটুকু রূপসীর চাইতেও

যেন গোষ্ঠই বেশী করে বুঝেছিল। তাই দাশুর সঙ্গে সদ্ভাবটুকু সোজা পথে ফিরিয়ে আন্‌বার জন্যে, সে পুনরায় আগের মতই তাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা সুরু ক'রে দিলে। কিন্তু রূপসী এ দিকে অত্যন্ত কঠোর। হাজার রকম নজির দেখিয়ে সে ক্রমাগত দাশুকে গোষ্ঠর চেষ্টাকৃত ছড়ানো ফাঁদ থেকে দূরে রাখবার জন্যে প্রাণপাত সাবধান হ'য়ে পড়লো।

এই সময়টিতে নর্ম্মদার ও তপনের চিঠি পত্র প্রায়ই রূপসীর কাছে আসছিল। গোষ্ঠ তা জানতো; কিন্তু সকল খবর জেনে শুনেও, দাশুর উপর-আদালতে আপীলের চেষ্টার বিষয় সে জান্‌তে পারে নি, তাই নিশ্চিন্ত হ'য়ে দুচার দিনের মত বিদেশে গেছলে!—কি কারণে তা আগে প্রকাশ হয় নি, পরে হয়েছিল।

...আপীলের ব্যাপারে দাশুকে সাক্ষী সাবুদের এবং আরও নানা-রকমের খোঁজ তল্লাসের জন্য দিন কতক এতই ঘোরা ঘুরি করতে হ'ল যে, অতি পরিশ্রমটা তার প্রৌঢ় দেহের উপর বেশীদিন সইলো না। দাশু জ্বরে পড়লো।

রূপসী দোকানের লোকজন আগেই ছাড়িয়ে দিয়েছিল। এবারে দোকানটাকেও আর রাখ্‌লে না। সমস্ত ছেড়ে দিয়ে, স্বামীর সেবা করতেই দিনের সব সময়টুকু কাটাতে লাগ্‌লো! কিন্তু তার মাঝেও নর্ম্মদার চিন্তা সে ভুলে যায় নি।...এই দারুণ বিপদের দিনে, তার অনেক সমবেদনা জানাবার লোক মিলেছিল। গ্রামখানির মধ্যে তাদের মত টাকা পয়সা অনেকেরই ছিল, কিন্তু তার সদ্ব্যহার, রূপসীর মত কেউ করতে পারে নি!...অভাবী যে কেউ এসে দাঁড়ালে, বিফলে ফিরতোনা।

দিনে দিনে দাশুর রোগ বাড়লো বই কম্‌লো না। বেশী হয়, আবার কমও হয়, কিন্তু একেবারে ছাড়ে না। রূপসী ডাক্তার দেখাতে লাগ্‌লো।...এম্‌নি ভাবে চার পাঁচ দিন কেটে যাওয়ার পর, একদিন গোষ্ঠ বিদেশ থেকে বাড়ী এসে, দাশুর ব্যারামের খবর শুনে, তাকে দেখ্‌তে এল।

...দাশুর আজন্মকাল ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের প্রতি অচলা অন্ধ ভক্তি ছিল। সে দিন রাগের মাথায় গোষ্ঠকে অপমান করেছিল ব'লে, রোগ হওয়ার পর প্রায়ই তার মনে একটা অনুতাপ আস্‌তো—ব্রাহ্মণের অপমান করলুম কেন?...

..গোষ্ঠ আস্‌তেই, দাশু হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে ব'ললে "চরণে কত অপরাধ ক'রেছি দা-ঠাকুর! আজ তার শাস্তি হচ্ছে! ...আশীর্ব্বাদ কর—যেন ভাল হই।"

কিন্তু রূপসী এতটা পছন্দ করছিল না। সে নূতন কিছু বিপদের ভাবী আশঙ্কায় উতলা হয়ে কেবলই গোষ্ঠর কবল থেকে, স্বামীকে আর নিজেকে দূরে দূরে রাখ্‌বার চেষ্টায় ছিল।...ছাড়া ছাড়ি হ'লেও দুঃখ নেই।

...সে দিন সকালেই দাশুর জ্বরটা আগের চেয়ে অনেকখানি জোরে আসাতে, রূপসী নিজেকে স্থির রাখ্‌তে না পেরে, ডাক্তার পাঠাবার জন্যে নর্ম্মদাকে পত্র লিখ্‌তে ব'সেছিল—এমনি সময় প্রতি দিনের মত গোষ্ঠ দাশুকে দেখ্‌তে এল'। রূপসী বিরক্ত হয়েও, স্বামীর পীড়ার শঙ্কাকুলতায়, গোষ্ঠকে রূঢ় আচরণ দেখাতো না, কেননা দাশু জ্বরের ঘোরে সময় সময় গোষ্ঠকে অপমান করার বিষয় নিয়ে অনেক রকমের ভুল ব'ক্‌তো!

…রূপসী অন্য ঘরে কাগজ কলম নিয়ে উঠে গেলে, গোষ্ঠ দাশুকে হাতুড়ে ডাক্তারের ওষুধ ছেড়ে, তার নিজের ওষুধ খেতে ব'ললে।

দাশু পিয়াসীর মতই আকুল হ'য়ে, গোষ্ঠর পা জড়িয়ে ধ'রে, ওষুধের জন্যে ব্যগ্রতা দেখালে।

সকাল বেলায় গোষ্ঠর চাদরের চার কোণে টোট্‌কা ওষুধের বড়ী এবং শিকর বাঁধা থাক্‌তো। রূপসীর অজানায়, গোষ্ঠ স্বহস্তে দাশুকে ওষুধ খাইয়ে ব'ললে—"বিকেলে জ্বর যদি না কমে, তা হ'লে—ব'লে রাখ্‌লুম দাশুদা!—চিকিৎসা করা ছেড়ে দেব! ওসব হাতুড়ে ডাক্তারে এই স্বল্প বিরাম জ্বরের কি করবে! কাছে এগোতে পারে?…দু একটা দাস্ত হ'লে ভয় ক'রোনা দাশুদা! দুপুরের মধ্যে বাকী আরও দুটো বড়ী খেয়ে ফেলো।" ব'লেই তখনকার মত চ'লে গেল।…রূপসীর সঙ্গে তার বাক্যালাপ ছিল না।

…চিঠি লেখা শেষ ক'রে, রূপসী তখনই বিলাসীর হাত দিয়ে ডাক ঘরে পাঠিয়ে দিলে।…বিলাসী কদিন থেকে, দাশুর অসুখ হওয়ায় এ বাড়ীতেই বেশী সময় উপস্থিত থাক্‌তো।

দুপুরের মধ্যে, রূপসীর যথেষ্ট অনিচ্ছা সত্ত্বেও, দাশু এক রকম জোর ক'রে খাওয়ার মতই আরও দুটো বড়ী খেয়ে ফেল্‌লে। বিকেল থেকে ঘণ্টায় তিনবার, দাশুর পেটের ভাঙা মল নির্গত হ'তে লাগ্‌লো!

…অনেকখানি নিশ্চিন্ত হ'য়ে রূপসী ভাব্‌লে—গোষ্ঠর ওষুধে ফল হচ্ছে!

সন্ধ্যার পর গোষ্ঠ পুনরায় এসে অন্য ওষুধ দিলে। এবারে রূপসী বিনা চিন্তায়, দ্বিধাশূন্য হ'য়ে, নিজেই হাত পেতে ওষুধ

নিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত রাত্রিই ক্রমাগত দাস্ত হ'তে হ'তে ভোরের দিকে রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়লো।...সকালে গোষ্ঠ এসে ব'ললে—"বোধ করি ছ মাসের মল পেটে জ'মে ছিল।" তার পর রোগীর তল্ পেটটা টিপে টিপে ব'ললে—"আরও দাস্ত হওয়ার দরকার। অন্ততঃ দু তিনবার।"

রূপসী ব'ললে—"তার জন্যে আর নতুন করে ওষুধ দেবেন না। কাল থেকে ক্রমাগত, বিরাম নেই · কেবলই নেমেছে। আজ আর কথা বলবারও শক্তি নেই। বরং জ্বরটা যাতে কম হয় তার ব্যবস্থা করুন।"

গোষ্ঠ ব'ললে—"ডাক্তারী ওষুধ আর দিচ্ছনা তো? দিলে কিন্তু আমার এতে ফল হবে না। ওসব লাল নীল জলের সঙ্গে আমাদের এ ওষুধ গুলোর মোটেই সদ্ভাব নেই।...এ হচ্ছে চড়ক সংহিতার ব্যবস্থা!...আসল আয়ুর্ব্বেদ!..."

...কিন্তু রূপসী, দাশুর মলত্যাগের ব্যাপার দেখে অত্যন্ত ভয় খেয়ে গেছলো। গোষ্ঠর উপদেশ সে মোটেই গ্রাহ্য করলে না। সে ওষুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দিয়ে, গোষ্ঠর বড়ীগুলো লুকিয়ে রাখ্‌লে।...

...পরের দিন, আগের দিনগুলো চেয়ে অনেকখানি বেলাতে গোষ্ঠ রোগী দেখতে এবং খোঁজ খবর নিতে এল যখন, তখন দাশু একরকম নির্জীব, আর রূপসীও কতকটা সেই রকমই!...কঙ্কালাবশেষ, শয্যা-এলায়িত স্বামীর দেহ খানার পাশে নিসাড়ের মত সে প'ড়ে র'য়েছে। ...জ্ঞান থেকেও না থাকা!...চোখ দুটো ফুলে, জবাফুলের মত রাঙা, আর মুখখানা রোদনের ভারে স্ফীত!:

গোষ্ঠ এসে ডাকলে—"কি—অমন করে র'য়েছ যে নতুন গিন্নী ?"

রূপসীর দৃষ্টিতে যেন অনুভূতি নাই, এমনিভাবে সে গোষ্ঠর পানে তাকালে। তারপর ফিরে, দাশুর পা দুটোর ফাঁকে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো।

গোষ্ঠ খুব সাবধানে একটা অস্বাভাবিক ভ্রূকুটী ক'রেই, নিজের অসতর্কতার জন্যে নিজের উপরেই ভয়ানক ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলো। দাশুর ডান হাতখান ধরে, নাড়ী পরীক্ষা করতে যাবে, এমনি সময় আচম্বিতে সাহেবী পোষাক পরা, অবিকল সাহেবের মতই যে ভদ্র লোকটি বাড়ী ঢুকলেন, তিনি 'ডাক্তার হিমাঙ্ক'।

গোষ্ঠর হাতখানা শিথিল হ'য়ে দাশুর হাত ছেড়ে দিলে।… তার হাতে যে ওষুধের বড়ী ছিল, তাও বিছানায় ছড়িয়ে প'ড়লো!

…বহুদিন আগে বিশু চাটুয্যে যখন পাঠশালার অবনতির কথা জানিয়ে ইন্‌স্পেক্টর-আফিসে দরখাস্ত দিয়েছিলেন, তখনও এমনি সাহেবী পোষাক পরা ইন্‌স্পেক্টর সাহেব এসে, এই দাশুর বাড়ীরই আড্ডা থেকে তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেছলো। আজ অতর্কিতে, সাহেব বেশধারীকে দেখে, এবং বিদেশগত বিশুর মেয়ে নর্ম্মদারই কারসাজি মনে করে, গোষ্ঠ ভাব্‌লে—এ সাহেবও ইন্‌স্পেক্টর!…ভয়ে ভয়ে ব'ললে—"ইস্কুল দেখ্‌বেন হুজুর?…ছেলেদের ডাকি?"…তার গলার স্বর বেজায় কাঁপা কাঁপা, আর খুব শুক্‌নো!

হিমাঙ্কবাবু ভিতরের খবর জানতেন না; কাজেই গম্ভীর হ'য়ে কাজের কথা কইলেন—'কি ওষুধ খাওয়াচ্ছিলেন—রোগীকে?"

গোষ্ঠ আরও ভীত হ'য়ে জবাব দিলে—"আজ্ঞে…আমাদের আয়ুর্ব্বেদ মতে এটা হচ্ছে—'সর্ব্বজ্বরহরলৌহ'।…কিন্তু এখানে তো

সুবিধে হবেনা, হুজুর যদি অনুমতি করেন, তা হ'লে আমার বৈঠক খানায়—"

হিমাঙ্কবাবু গম্ভীর স্বরে ব'ললেন—"আমি ইস্কুল দেখ্‌তে আসিনি।"

রূপসী মুখ তুলে, ঘন বিস্ময়ে হিমাঙ্কর দিকে চেয়ে ছিল। এই সম্পূর্ণ অচেনা আগন্তুককে দেখে, কি জানি কেন তার মোটেই লজ্জা আসেনি।

হিমাঙ্কবাবু বললেন—"ভাই রূপসী! আমি ডাক্তার হিমাঙ্ক ঘোষ। নর্ম্মদা আমায় পাঠিয়েছে।...ভয় ক'রোনা, এক্ষুনি ওষুধ দিচ্ছি—...দাশুদা আরাম হ'য়ে যাবে।"

নর্ম্মদার চিঠিতে রূপসী হিমাঙ্কবাবুর সকল খবর জান্‌তে পেরেছিল। আধ কাঁদ কাঁদ ভাবে, হিমাঙ্কর পায়ের ধূলো নিয়ে, সে নীরবে স্বামীর পায়ের কাছেই ব'সে রইলো।

...দাশুর অবস্থা যতদূর খারাপ হবার তা হ'য়েছিল, কিন্তু ডাক্তারের আকস্মিক আগমনে, দুশ্চিন্তার হাত থেকে যেন ষোল আনাই রেহাই পেয়ে গেছে, এইভেবে, রূপসী অনেকখানি স্বস্থতার সঙ্গে হিমাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করলে—"নর্ম্মদা ভাল আছে?"

হিমাঙ্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দাশুর মুখের পানে চাইতে চাইতে ব'ললেন "হ্যাঁ।" তারপর দাশুর ডান হাত খানা তুলে ধরতেই, তাঁর চোখমুখের চেহারা অসম্ভব রকমে বদ্‌লে গেল!...অনেকক্ষণ ..প্রায় পাঁচ মিনিট-কাল খুব ভাল করে দেখে শুনে, নিরাশার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি ব'সে পড়লেন।

রূপসী অস্থির হ'য়ে প্রশ্ন করলে—"অমন করলেন কেন?"

"সাহস বাঁধো দিদি!...দাশুদা স্বর্গে গেছেন!!"

২১।১ ঝামাপুকুর লেন

রূপসী একটা স্ফুট চীৎকার করেই যথাসম্ভব নীরব থাক্‌বার চেষ্টা করলে।

অসীম অলৌকিক ধৈর্য্যের মহিমা দেখে, হিমাঙ্কবাবুর ছুটি চোখ্ সপ্ সপে হ'য়ে উঠ্‌লো।

গোষ্ঠ খুব বিষন্নতার অভিনয় দেখিয়ে স'রে পড়বার চেষ্টা করছিল, হিমাঙ্ক তা বুঝ্‌তে পেরে, গম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লেন—"আপনি যাবেন না।"

গোষ্ঠ থমকে দাঁড়ালো। নিজে সে না বুঝ্‌লেও, হিমাঙ্ক স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলেন—পা ছুটো তার ঠক্ ঠক ক'রে কাঁপছে! ব'ললেন—"এঁর সৎকার করতে হবে। আপনি লোকজন তৈরী ক'রে দিন।···

····· যা হবার তা হ'য়ে গেছে—"

গোষ্ঠ প্রকৃতিস্থ হ'ল। সহানুভূতির চরম কাণ্ড করে, সে রূপসী ও পরলোকগত দাশুর প্রচুর সুখ্যাতি গাইলে। তারপর সৎকারের লোকজন দেখ্‌ত বেরিয়ে গেল।

···রূপসীর বাহ্যজ্ঞান থাক্‌লেও কথা বলার শক্তি রহিত হ'য়ে গেছে!

···হিমাঙ্ক ক্ষিপ্র হাতে গোষ্ঠর 'সর্ব্বজ্বরহরলৌহ'র বটিকা গুলি পকেটে পূরে, ঘরের আলমারীতে কাগজে মুড়া আরও যে সব গতদিনের না-খাওয়া ওষুধ ছিল, সে গুলিও সাবধানে ব্যাগে পূরে নিলেন। তারপর অভাগী সদ্য বিধবাকে শোক করবার সময় দিয়ে, ছু পাঁচ মিনিটের জন্য বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

রূপসী তখন একান্ত শোকাহত হ'য়ে, স্বামীর উদ্দেশে তার নিভৃত গুপ্ত স্থানের করুণতা জানাচ্ছিল—ওগো! কি পাপে এমন ক'রে ভুলে চ'লে গেলে?···আমার অতৃপ্ত জীবনের সকল কামনা আগুনের

ঝল্‌কায় জ্বলিয়ে দিয়ে, কেমন ক'রে, কোন্ দেশের উদ্দেশে চ'লে গেলে আজ?…যাকে একদিন না দেখে চোখে আঁধার দেখেছ, আজ তার আকুল চোখ গ'লে ধারায় ধারায় যে শোণিতের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে, প্রেমময় হ'য়ে, সে প্রেমের মহিমা কোন্ পরাণে বিস্মৃত হ'য়ে রইলে?… ওগো! কান্ত! ওগো দয়িত! ওগো! পরাণের সহস্র সাধনার পরাণপ্রিয়—প্রিয়তম! কার কাছে তোমার আদরের রূপসীকে রেখে গেছ আজ?…ব'লে যাও—এ তীব্র জ্বালাবাহী শত অত্যাচারে ভরা সংসার মরুভূর অসহ যাতনার বুকে, কি নিয়ে তোমার রূপসী বেঁচে থাক্‌বে? তার উপায় কোথায়?…পথ কি?… * * *

* * * *

… নর্ম্মদা খোকাকে খাওয়াতে ব'সেছিল, এমনি সময় দরজায় গাড়ী এসে লাগ্‌লো।…গাড়ী একখানা নয়, দু খানা!…আগাগোড়া বোঝাই করা!

নর্ম্মদা খোকার কথায় আন্‌মনা হ'য়েছিল, হিমাঙ্ক নীচে হতে ডাক্‌লেন—"নর্ম্মদা!"

… ঝি দরজা খুলে দিতেই, হিমাঙ্ক শুভ্র থান পরিহিতা বিধবা রূপসীর হাত ধরে, ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। একবার চকিতে চেয়েই, নর্ম্মদা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। সকৃড়ি হাতেই রূপসীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠ্‌লো—"এ, কি হ'য়ে এলে বউদি—"

রূপসী কথা কইলেনা, কইতে পারলেনা। কেবল নির্ব্বাক পুতুলের মত খানিকক্ষণ খোকা নীলিমের মুখের পানে চেয়ে চেয়ে, দু হাত বাড়িয়ে তাকে নিজের বুকে টেনে নিলে!

* * * * *

রূপসীর পিপাসিত ক্ষুধিত চক্ষে মাতৃত্বের অমিয় শতধারা ব'য়ে গেল —কচি নীলিমের কাঁচা সোণার মত মুখখানি দেখে। সে, তার সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষার পিপাসাময় সাধ এককালে মিটাতে চাইলে—কেবল নীলিমকে কোলে নিয়ে, বুকে রেখে!...এখন থেকে রূপসী হ'ল নীলিমের মা, আর নর্ম্মদা হ'ল মাসীমা।

যথাসময়ে কালীঘাটে স্বামীর শ্রাদ্ধ শেষ করে, নর্ম্মদার দিদির বাড়ী খানিই, রূপসী পাকা বন্দোবস্তের পর বাসোপযোগী করে নিলে। কিন্তু সব পাওয়ার সব সুখ ঢালা কালের কোলে গোপন ও প্রকাশ্য চরণ ফেলে সংসারের পথে চলাফেরা করতে করতে, সব হারানোর খেদ ভরা গান যখন তার মনোমন্দিরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেজে উঠ্‌লো, তখন সমস্ত দুঃখকে ছাপিয়ে তার মনে জাগলো—এখন সে কি করবে?...স্বামীর কষ্টার্জ্জিত টাকায় আরামে নিছক অকেজো জীবনভার বইতে রূপসীর মোটেই ইচ্ছা হ'ল না। স্বাবলম্বনের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার প্রবল কামনাটুকু তার উঁচু মনের উর্দ্ধশীর্ষদেশে চড়ে বসলো.. নিজেকে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে!...

এই বিষয়ের পরামর্শ করতে একদিন সে হিমাঙ্ককে ডেকে পাঠালে। কিন্তু হিমাঙ্ক কাজের তাড়ায় দিনের দিন আসতে পারলেন না ...রূপসী নিজেই তাঁর বাড়ীতে যাবে কি না ভাবছিল—এমনি সময় হিমাঙ্ক এলেন —একটা খবরের মত খবর নিয়ে!

...গোষ্ঠ অধিকারী দাশুকে যে ওষুধ খাইয়েছিল, তার সব গুলিই তীব্র বিষের সংযোগে তৈরী! আর সেই বিষ খেয়েই বেচারা দাশু প্রৌঢ়ত্বে এলেও, অপূর্ণ জীবনকে অনিচ্ছায় ছেড়ে যেতে বাধ্য হ'য়েছে! .. উপযুক্ত লোকের দ্বারা পরীক্ষা করানোর পর, গুপ্ত রহস্য প্রকাশ

হ'য়ে গেলে, বিনা সাক্ষী সাবুদে, গোষ্ঠ পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়ে কলকাতায় এলো!...হিমাঙ্কই সমস্ত ব্যাপারের কৃতি।

...দিনের দিন রূপসীকে এবং শেষ পর্য্যন্ত নর্ম্মদাকেও কোর্টে হাজির হ'য়ে সাক্ষী দিতে হ'ল।...বহুদর্শী বিচারকের সুবিচারে গোষ্ঠ অধিকারী তার অমার্জ্জনীয় গভীর পাপের ফল ভুগতে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরে চলে গেল।...এই বঙ্গ পল্লীর অবস্থা!...অতি রঞ্জিত ব'লতে কোথাও এতটুকু বাহুল্য নাই!...

পচা থসা পল্লীর বিষ নাই, কিন্তু চক্র কুলোর মত! এখানে উপকার নাই, কিন্তু অপকারেরও সীমা মেলে না!

যাক্...রূপসীর জীবন-প্রবাহ বাধা এড়িয়ে চলবার মত গতি পেলে। কিন্তু নর্ম্মদার অদৃষ্ট এখনও ঘন কৃষ্ণ মেঘের স্তরে স্তরে লুকোন রইলো।

...তপন আজ তিন মাসের মধ্যে একটাও সংবাদ দিলে না।...কি হ'ল, আর কেনই বা এলনা, এই ভেবে নর্ম্মদা দিন দিন শুকিয়ে উঠছিল; রূপসীও তেমনি ভিতরে ভিতরে নিরাশার আভাষ পেয়ে দমে যাচ্ছিল।

আজ পর্য্যন্ত চিঠিতে টেলিগ্রাফে অনেক গুলি টাকা থরচা হ'য়ে গেছে, তবু সংবাদ আসে নি।...

হিমাঙ্ক বাবু, রূপসী ও নর্ম্মদা দুজনকেই সহোদর ভাইএর চক্ষুতে দেখেছিলেন। একদিন তিনি নিজেই তপনদের দেশে যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে, রূপসীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তপন বাবুর পূরো নামটি কি বলতো রূপসী!...আমি নিজে একবার খোঁজ নিয়ে আসি—"

রূপসী আনমনা হয়ে ব'ললে—"তপনদেব মুখুয্যে...কিন্তু তুমি নিজেকে আর কষ্ট দিয়ো না দাদা!—ভেতরে জটীল কিছু না থাক্‌লে,

তপনদা চুপ করে থাকার লোক নয়।...নর্ম্মদার কপালের লেখার যেটুকু বাকী ছিল, আমিই বোকামী করে তা পূরিয়ে দিয়ে ছিলুম!...বোধহয় সেই পাপেই আমারও শাস্তি, আর নর্ম্মদারও জীবন বিষ মাখা হয়ে গেছে!..."

আশ্চর্য্যের বিষয়—ঠিক সেই দিনই বহু দিনান্ত পরে তপনের চিঠি এলো—নর্ম্মদার কাছে!

...নর্ম্মদা!

তোমার অযোগ্যকে মাপ করো।...ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে, আমার বাবা বেঁচে র'য়েছেন। তোমাদের গ্রামের গোষ্ঠ অধিকারী, স্বয়ং আমাদের এখানে এসে, বাবার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ দিয়ে আমায় টেলিগ্রাফ করেছিল। বাবা নিজেও এতদূর জান্‌তেন না। তবে অসুখের সংবাদ দেওয়াটুকু তাঁরই সাধ ক'রে। সেও কেবল তোমার আমার লোক সঙ্গে লোক দেখানো।—মিলন হ'তে না দেওয়ার কার সাজি!...ফন্দী সব গোষ্ঠ অধিকারীর।

...মানুষ এমনও হয়!...

হ্যাঁ—তারপর আমার দুর্গতির, আর তোমার উপর অবিচারের গুরুত্বের কথাটা বলি...! পাছে লুকিয়ে, তোমার কাছে পালিয়ে যাই, এবং তোমাকেই জীবনসর্ব্বস্ব করে. মা বাবার ভয়ে ঘর বাড়ী অবধি ছেড়ে বসি, এই আশঙ্কায়, বাবা মা দুজনে, খুব গরীবের একটা মেয়ে নিয়ে এসে, আজ তিনমাস হ'তে চ'ললো তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছেন! উঃ সে কী জুলুম নর্ম্মদা!...বাবা বলেন—যদি বিয়ে না করি, তা হলে আত্মহত্যা করবেন!...মায়েরও সেই কথা!...

...আমার প্রাণময়ী নর্ম্মদা! আমার সর্ব্ব বিপদে সঙ্গিনী

জীবনাধিকা প্রিয়া! আমাকে মার্জ্জনা করতে না পারো, দুঃখ নাই, কিন্তু ভুলে যেয়ো না!

...যাকে অনিচ্ছায় হাতে নিয়েছি, লোকে বলে—সে সুন্দরী.. অনুপমা! কিন্তু ভগবান জানেন, আজও তার মুখ দেখতে সাহস হল না...সে কেমন!

...বাবা মার সাবধানতায় এতদিন পর্য্যন্ত তোমার ও রূপসীর যত চিঠি আর টেলিগ্রাফ এসেছে, আমি তার একখানিও পড়বার সুযোগ পাইনি। আজ যে কত কষ্টে তোমায় চিঠি লিখছি—নর্ম্মদা আমার! ...সে কেউ জানে না—অন্তর্যামী ছাড়া! ..এ দুর্ভেদ্য রহস্য-ঘন-জীবন-ভার বইবার শক্তি কমে গেছে!...কিন্তু সাহস দেবে কি নর্ম্মদা?... ব'লবো?...আমি পালিয়ে যেতে চাই!—ছুটে!...পাখীর মত উড়ে, অথবা প্রকৃতির দূতের মত গোপন-পদ সঞ্চারে পরিপূর্ণ সার্থক অভিসারের সজীব প্রেরণা নিয়ে, তোমার প্রতীক্ষিত সাজানো বাসর-কুঞ্জে; লালিমার ছটায় ছটায় সাজানো, আলোভরা উজ্জ্বল, অথবা শ্যামায়িত লীলা চপল তোমার আভাময় কোমল ফুলদল ঢাকা মালঞ্চ উপবনের মর্ম্ম বেদিকার স্বপন ঘেরা পদতল তলে!

...নর্ম্মদা! নর্ম্মদা! তোমার ঘৃণাস্পদকে, প্রণয়াস্পদকে একটিবার হুকুম দাও—আমি ছুটে যাই—তোমার পবিত্র প্রণয় প্রবাহের বুকে,—আশ্রিত হ'য়ে,—এলায়িত আমার তনু মন একান্তে ঢেলে দিয়ে!

...হতভাগী রূপসীকে আমার কথা ব'লোনা। বেচারী আমারই হাতের গড়া। হয়তো তার আদর্শকে আদর্শ ব'লে মান্‌তে না পেরে কেঁদে ভাসাবে!

২১।১ ঝামাপুকুর লেন

...খোকাবাবুকে চুমো দিয়ো...আর তুমিও ··কিন্তু না; বাসনার অন্ত নাই নর্ম্মদা!···অকিঞ্চন-জনে ক্ষমা ক'রো···যদি পারো।

ইতি—তোমার

তপন।

......চিঠি পেয়ে, নর্ম্মদা দুদিনকাল ক্রমাগত আহারে, শয়নে, বিশ্রামে, কাজে, চিন্তা করলে, তার পর সেও লিখ্‌লে—

প্রভু!

তোমার হুকুম দেওয়ার হুকুম কি আমার আজও আছে? মিনতি জানাচ্ছি—আর এসোনা।···এখানে কুঞ্জ নেই, বাসর নেই, আছে রোদন আর হাহাকার!··তোমার আদর্শময় জীবনটাকে, আমারই ভাবনার কলঙ্কের কালিতে বিশ্রী করোনা,···অনুরোধ···প্রার্থনা!

যাকে অতর্কিতে, অনিচ্ছায় বরণ করে নিয়েছ, তাকেই রমণীয় ভেবে সুখী হ'তে চেষ্টা ক'রো।···

মা বাবার সহস্র আশীর্ব্বাদে, তোমাদের ভবিষ্য-জীবন গৌরবময় হ'য়ে উঠুক্।···

···আর আমি?

···আমার অবশিষ্ট জীবনের পাথেয়··—তোমার ভালবাসা!···স্মৃতি!

দাসী

নর্ম্মদা।

...রূপসী তপনের পত্র প'ড়ে, নর্ম্মদার জবাবখানাও পড়লে। তার পর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে ব'ললে—"ঠিক লিখেছিস্ নর্ম্মদা!·· এসে আর কাজ নেই!"

…হিমাঙ্ক বাবু প্রতিদিনই খোঁজ খবর নিতেন ব'লে, রূপসী, নর্ম্মদা ও নীলিমকে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করছিল। কিন্তু সারাক্ষণের অতৃপ্তি তার—নিজের ও নর্ম্মদার জীবন কাটানোর উপায় কি ?

…হিমাঙ্ক বাবুর সঙ্গে অনেক রকম পরামর্শ করে, একদিন রূপসী ব'ললে "হিন্দু সমাজের ধরা-বাঁধা নিয়মকে আমরা কখনো অমান্য করবো না, কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়াবো। যাদের সংসারে কেউ নেই, সুভাবে থাকৃতে হ'লে, তাদেরও পেট ভরাতে হবে।…সিন্ধুদিদির স্বামী, যে গূঢ় রহস্য বুঝে, নিজের স্ত্রীকে ধাত্রীবিদ্যা শিখিয়েছিলেন, আমরাও দু বোনে তাই শিখবো !…তুমি তার ব্যবস্থা করে দাও।‥ সংসারে কেউ কারো নয়, নইলে মমতার জিনিষ ছেড়ে, মানুষকে অনিচ্ছায় চোখ বুঝ্‌তে হ'ত না।…আমাদের সঙ্গতি নেই, অথচ পর্দ্দার আড়ালে প'চে মরতে হবে।…পেটে না খেতে পেয়ে মরতে ব'সলেও কেউ তাকাবে না—"

হিমাঙ্ক বাবু খুসি হ'য়ে ব'ললেন—"খুব ভাল কথা, কাল থেকেই আমি ব্যবস্থা করে দেব।…তুমি যা মতলব করেছ, প্রত্যেক সহায়হীনা নারীদের এই রকমই একটা কিছু স্বাধিন মত নিয়ে সংসারে থাকা উচিত !"

রূপসী ব'ললে—"তোমাকে আরও দুটো কাজের ভার দেব দাদা !—গোষ্ঠ অধিকারীর দ্বীপান্তর হওয়ার পর, তার ছেলে মেয়েদের বড় কষ্টে দিন যাচ্ছে।…ঠাকৃরুণ একখানি চিঠি লিখেছেন - যা কিছু ছিল, মাস খানেক আগে চোরে সব লুটে নিয়ে গেছে।…এখন তাঁদের অচল। ‥আমার স্বামী নিজের জীবনে যা উপায় করে গেছেন, তার সমস্ত এক জায়গায় ক'রলে পনের হাজারেরও বেশী হয়। এই টাকাতে

দুরকমের কাজ করতে হবে!…আমাদের গ্রামে, আমার স্বামীর ভিটের একটা ডাক্তারখানা খুলতে হবে! সব খরচ আমার স্বামীর টাকায়।…পনের হাজারের মধ্যে পাঁচ হাজার গোষ্ঠ অধিকারীর সংসার চালাতে দিয়ে, বাকীতে ডাক্তার খানার কাজ চ'লবে।"

…হিমাংশু বাবু স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। ব'ললেন—"তোমার মত মন আমাদের দেশের মেয়ে পুরুষ কারো নেই রূপসী! ..কিন্তু হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তা নইলে দেশের উন্নতির আশা করা ভুল।"

* * * *

……পাঁচ বচ্ছর পরের কথা!…

রূপসী আর নর্ম্মদা এখন ধাত্রী। তাদের সহরে খুব নাম ডাক, উপায় ও যথেষ্ট। রূপসীর আদরের দুলাল হ'য়েও নীলিমরঞ্জন লেখাপড়ায় অখণ্ড মনোযোগী!…

…কিন্তু এততেও নর্ম্মদার ভাঙা মনে শান্তি ছিল না। সে তপনের চিন্তায় সমস্তক্ষণ বিভোর হয়ে থাকৃতো। যাকে স্বামী ব'লে দুদশ দিনও কাছে পেয়েছিল, তাকে জীবনে পাওয়ার আশা না রেখেও, সেই ব্যক্তিরই সকল মঙ্গলের তরে সে ঈশ্বরকে ডাকৃতো—নিজের মঙ্গলের কথা না ভেবে।…রূপসী নর্ম্মদার ভাব গতিক দেখে, অত্যন্ত কষ্ট পেলেও, উপায় ছিলনা! কিন্তু তবুও সে তলে তলে তপনের খবর রেখেছিল। …তপন আসামের বন বিভাগে চাকরী নিয়ে, সেখানেই সপরিবারে বাস করে। তার মা বাবাও সেই দেশে ছিলেন, বছর খানেক পূর্ব্বে দুজনেই স্বর্গে গেছেন।…

…একদিন রূপসী বাইরে 'ডাকে' বেরিয়েছিল, আর নীলিম পার্কে খেলা করছিল, নর্ম্মদা দ্বিতলের ঘরে একা। ঝি নীচে